অষ্টাদশ বর্ষ | [কার্ত্তিক, ১৩৩৭] | সপ্তম উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

রহস্য-লহরী

উপন্যাস-মালার

১৫৪ নং উপন্যাস

দস্যু-সম্মিলনী

[প্রথম সংস্করণ]

২৮ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা
'লহরী' বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে
শ্রীবিনয়ভূষণ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

রাজ সংস্করণ পাঁচ সিকা,—সুলভ সাধারণ, বার আনা মাত্র।

দস্যু-সম্মিলনী

প্রথম প্রস্তাব

১৩ই, সোমবার—

শরতের এক রবি-করোজ্জ্বল প্রভাতে লণ্ডনের পার্ক লেনের অদূরবর্ত্তী একটি বৃহৎ অট্টালিকা হইতে একজন সুবেশধারী প্রৌঢ় ভদ্রলোক ধীরে ধীরে দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাতে একটি কাগজের বাণ্ডিল, সেই বাণ্ডিলে একরাশি লেফাপা ছিল। লেফাপাগুলি শিরোনামযুক্ত ও ডাকের টিকিট-আঁটা।

যে আরদালি তাঁহাকে দ্বার খুলিয়া দিল সে তাঁহার হাতে সেই চিঠির বাণ্ডিল দেখিয়া বিনীতভাবে বলিল, "চিঠিগুলি আমাকে দিলে আমিই ওগুলি ডাকের বাক্সে ফেলিয়া আসিতে পারি।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "না জেনার, এগুলি আমি নিজেই ডাকে দিব।"

ভদ্রলোকটীর নাম মিঃ হর্টন ডেলকোর্ট। তিনি ঈষৎ হাসিয়া পথের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিছু দূরে পথের ধারে একটি লোহিত স্তম্ভ ছিল, তাহা ডাকের বাক্স। মিঃ ডেলকোর্ট সেই ডাকের বাক্সের নিকট উপস্থিত হইতেই অদূরবর্ত্তী হাইড্ পার্কের রেলিংএর ভিতর হইতে একজন কনষ্টেবল তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রম অভিবাদন করিল। তিনি তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া চিঠিগুলি বাণ্ডিল হইতে খুলিয়া লইলেন, তাহার পর প্রত্যেক চিঠি সতর্ক-ভাবে ডাক-বাক্সের গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই পত্রগুলির কোন কোনখানি স্থানীয় জি, পি, ও (জেনারেল পোষ্ট-আফিস) হইতে বিলি হইলেও অবশিষ্টগুলির শিরোনাম দেখিলে বুঝিতে পারা যাইত পৃথিবীর কোন

দেশ বাদ পড়ে নাই! কয়েকখানি পত্র পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে প্রেরিত হইল।

কয়েক সপ্তাহ পরে ঐ সকল পত্রের একখানি হং-কংএর একজন প্রসিদ্ধ ও ধনাঢ্য সদাগরের আফিসে উপস্থিত হইলে সদাগরটি মিঃ হর্টন ডেলকোর্টের প্রেরিত লেফাপাখানি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে যাহা বাহির করিল তাহা একখানি কার্ড; সেই কার্ড ইংরাজীভাষায় মুদ্রিত একখানি সংক্ষিপ্ত নিমন্ত্রণপত্র মাত্র।

সেই কার্ডখানি পাঠ করিয়া চীনা সদাগরটির চক্ষু উজ্জ্বল হইল; সে তাহা পকেটে ফেলিয়া দুই এক মিনিট কি চিন্তা করিল; কিন্তু তাহার মুখ-ভাবের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। অবশেষে সে টেবিলের উপর হাত বাড়াইয়া বৈদ্যুতিক ঘণ্টা স্পর্শ করিল; ঘণ্টা ঝণ-ঝণ শব্দে বাজিয়া উঠিল। সেই শব্দ শুনিয়া সদাগরের একটী বৃদ্ধ কেরানী অন্য কক্ষ হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল।

চাওৎসন্ তাহার কেরানীকে বলিল, "আগামী ১৩ই অক্টোবর সোমবার কোন জরুরি কাযে আমাকে লণ্ডনে উপস্থিত থাকিতে হইবে। পি এণ্ড ও কোম্পানীর কোন্ জাহাজ সর্ব্বাগ্রে হং-কং এর বন্দর হইতে ইংলণ্ডে যাইবে তাহার সন্ধান লইয়া সেই জাহাজের সেলুন-ডেকে (on the saloon deck) আমার জন্য একটী কামরা 'রিজার্ভ' করিবে।"

মিঃ হর্টন ডেলকোর্ট লণ্ডনের পার্কলেন ও উইনটন ষ্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে সংস্থাপিত লোহিত স্তম্ভবৎ ডাকের বাক্সে যে সকল লেফাপা ফেলিয়াছিলেন, ডাক বিভাগের সুব্যবস্থায় সেই সকল লেফাপা নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় বিলি হইয়া গেল এবং প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা, রোম, নিউ ইয়র্ক, মেলবোর্ণ, ইয়াকোহামা, ভালপারেসো প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরের কোন না কোন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ঐরূপ এক একখানি কার্ড পাওয়ায় তাহাদের প্রত্যেকেই যথা সময়ে লণ্ডনে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সকলেই বুঝিতে পারিল ১৩ই অক্টোবর তাহাদিগকে লণ্ডনে উপস্থিত হইতেই হইবে।

পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য দেশের প্রধান প্রধান নগরের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নির্দ্দিষ্ট দিনে লণ্ডনে উপস্থিত হইবার জন্য যাত্রার আয়োজন করিলে এই সংবাদে দেশ দেশান্তরের দস্যু তস্কর-সমাজেও চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইল, তাহা তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না, তাহাদের অভিযানের সংবাদ পৃথিবীর সকল দেশের পুলিশেরও কর্ণগোচর হইল। যে সকল কর্ম্মচারী সম্মান, শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী, (thosc officials who were responsible for the preservation of law and order) তাঁহারা এই বিচিত্র অভিযানের কারণ বুঝিতে না পারিয়া চিন্তাকুল চিত্তে ঐ সকল ব্যক্তির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ঐ সকল লোকের লণ্ডনে উপস্থিতির কারণ সম্বন্ধে দেশ দেশান্তরে যে জনরব প্রচারিত হইল তাহার মূলে কতটুকু সত্য নিহিত ছিল তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না ; এইজনই তাহা বিভিন্ন দেশের পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষকে অধিকতর বিচলিত করিয়া তুলিল ; কিন্তু তাঁহারা কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন সর্ব্বত্রই দস্যু তস্কর, ও জালিয়াৎ, খুনী বাটপাড়দিগের মধ্যে অদ্ভুত উত্তেজনাপূর্ণ অধীরতার (a strange restless excitement) সঞ্চার হইয়াছে ; অথচ তাঁহারা অপরাধের ত বিবিধ অবৈধ কার্য্যের ব্যাপকতারও কোন প্রমাণ পাইলেন না। (there was no epidemic of crime and lawlessness) প্রকৃত পক্ষে তাহার সর্ব্বত্র তাহার বিপরীত আচরণই লক্ষিত হইল ; দেশ দেশান্তরের অপরাধীরা অপরাধজনক কার্য্যে নিরস্ত হইল। প্রচণ্ড ঝটিকারম্ভের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেরূপ স্থির হয় দস্যু তস্কর সমাজেও সেইরূপ নিষ্ক্রিয় শুঙ্খলার পরিচয় পাইয়া শান্তিরক্ষকেরা ইহা কোন বিশাল বিপ্লবের পূর্ব্বসূচনা মনে করিয়া উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে চারি দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল সেই সময় যদি দস্যু তস্কর দলের উপদ্রব বর্দ্ধিত হইত, তাহা হইলে তাহারা ঐরূপ উদ্বিগ্ন বা বিচলিত হইত না।

যাহা হউক, দেশ দেশান্তর হইতে নানা প্রকার অদ্ভুত জনরব তার ও বেতার-যোগে লণ্ডনে প্রবেশ করিয়া টেম্‌স্ নদীর তীরবর্ত্তী ও ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্রীজের

অবস্থিত যে বিশাল অট্টালিকায় বিরাট আন্দোলন-তরঙ্গের সৃষ্টি করিল —সেই অট্টালিকাটি গ্রেট ব্রিটনের শান্তি রক্ষার কেন্দ্র স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ফৌজদারী তদন্ত বিভাগে (C. I. D.) যে সকল ইন্‌স্পেক্টর অপরাধীদের সন্ধানে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইন্‌স্পেক্টর কুটসের শক্তি সামর্থ্যে কর্ত্তৃপক্ষের যথেষ্ট আস্থা আছে। এই সকল জনরব শুনিয়া তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিচলিত হইলেন। একদিন প্রভাতে তিনি তাঁহার আফিসে বসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান যে লোকটিকে জেরা করিতেছিলেন, তাহার উত্তর শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, "তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না; তুমি কি বলিতে চাও?"

যে লোকটি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল, তাহার মুখ মলিন, পরিচ্ছদ জীর্ণ, চক্ষুতে মানসিক অবসাদ পরিস্ফুট,—কোকেন-খোরের মত চেহারা। সে তাহার টুপিটি হাতে লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে করিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি যাহা জানি না, যাহা বুঝিতে পারি নাই, তাহা আপনাকে কি করিয়া বলিব? আমি যেখানে যাইতেছি সেইখানেই চোর ডাকাইদের গুজ্-গুজ্ ফুস্-ফুস্ শুনিতে পাইতেছি, কিন্তু কিসের এত সলা পরামর্শ তাহা জানিতে পারিতেছি না! তাহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় তাহারা সকলেই যেন আগ্রহ ভরে কি একটা ব্যাপারের প্রতীক্ষা করিতেছে। সেই ব্যাপারটি কি তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য।"

এই লোকটির নাম সোপী হোয়াইট। সে পুলিশের গুপ্তচর। সে এক সময় পাতি চোর ছিল; কিন্তু চোরের দলে মিশিয়া চুরি করিতে তাহার সাহস হইত না, অন্যান্য চোর তাহাকে ঘৃণা করিত। পুলিশের সন্দেহভাজন হইয়া সে কয়েক বার তাড়া খাইয়াছিল, অথচ সৎপথে থাকিয়া দৈহিক পরিশ্রমের সাহায্যে জীবিকার সংস্থান করিবে—সেরূপ শক্তি বা ইচ্ছাও তাহার ছিল না। লোকটা অত্যন্ত অলস ও ভীরু। পুলিশ চোর ধরিবার জন্য বা তাহাদের গুপ্ত পরামর্শ জানিবার জন্য অনেক সময় চোরের সাহায্য গ্রহণ করে। তাহারা সোপী হোয়াইটের রুচি প্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়াছিল, এজন্য তাহাকে গুপ্তচর

নিযুক্ত করিয়া তাহাকে চোর ডাকাতদের দলের সংবাদ সংগ্রহ করিতে আদেশ করিয়াছিল; তাহাকে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া হইত। এই ভাবে তাহার জীবিকার সংস্থান হইতেছিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাকে ডাকিয়া কখন কখন তাহার নিকট অনেক গুপ্ত সংবাদ জানিয়া লইতেন। লণ্ডনের দস্যু তস্করদের দলে কোন গোপনীয় ব্যাপার লইয়া আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেইদিন প্রভাতে সোপী হোয়াইটকে ডাকাইয়াছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "লণ্ডনের চোর ডাকাতগুলা আগ্রহ ভরে কি একটা ব্যাপারের প্রতীক্ষা করিতেছে! তাহারা কোন্ ব্যাপারের প্রতীক্ষা করিতেছে? আর, তাহাদের আগ্রহেরই বা কারণ কি?"

সোপী হোয়াইট মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি তাহা জানিতে পারি নাই। আমি ত বলিলাম আমার কাছে কেহ কোন কথা প্রকাশ করে না। আমি অনুমান করিয়া তাহাদের মতলবের কথা বলিতে পারিব না ইন্‌স্পেক্টর!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিরক্তি ভরে বলিলেন, "যদি তুমি কাযের কথা বলিতে না পার তাহা হইলে বৃথা আমার সময় নষ্ট করিতেছ কেন? আমার বিশ্বাস ছিল—তুমি কাযের লোক; এই জন্য সরকারী তহবিল হইতে তোমাকে মধ্যে মধ্যে কিছু দিতে আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমি কাযের লোক নও, তোমাকে সাহায্য করিয়া সরকারের কোন লাভ নাই। অকেজো কুড়ে বদমায়েস, ভাগো হিঁয়াসে!"

কিঞ্চিৎ অর্থের প্রত্যাশায় আসিয়া সে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট এই ভাবে তাড়া খাইয়া অত্যন্ত দমিয়া গেল। সে হতাশ ভাবে সেই কক্ষের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক কোণে একজন দীর্ঘাকৃতি সৌম্যমূর্ত্তি ভদ্রলোককে একখানি চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে একখানি সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে দেখিল। সে প্রথমে সেই ভদ্রলোকটির মুখ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু তিনি হাতের কাগজখানি নামাইয়া রাখিবামাত্র সোপী হোয়াইট তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। সে চিনিতে পারিল সেই ভদ্রলোকটি লণ্ডনের

সুবিখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক। সোপী হোয়াইটের কোন কোন তস্কর বন্ধু মিঃ ব্লেকের তদন্ত-ফলে অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিল। এই জন্য সোপী তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিত, কখন তাঁহার সম্মুখে যাইতে সাহস করিত না। যদি সে পূর্ব্বে জানিতে পারিত মিঃ ব্লেক সেই সময় তাঁহার বন্ধু ইন্‌স্পেকটর কুট্‌সের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা হইলে সে তখন ইন্‌স্পেকটর কুট্‌সের সঙ্গে দেখা করিতে আসিত না। কুট্‌স স্বর্ণমুদ্রার লোভ দেখাইয়াও তখন তাহাকে সেখানে আনাইতে পারিতেন না।

সোপী হোয়াইট, সভয়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া ইন্‌স্পেকটর কুট্‌সকে অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমার কথা শুনিয়া রাগ করিবেন না। ইন্‌স্পেকটর! আমি ত নিজের ইচ্ছায় আপনার সময় নষ্ট করিতে আসি নাই; আপনি আমার কান ধরিয়া টানিয়া আনিলে আমি কি না আসিয়া তফাতে থাকিতে পারি? আমি আপনাকে কাযের কথা কিছুই বলিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু এখনও আমার দুই একটি কথা বলিতে বাকি আছে, আপনি তাহা শুনিয়া রাখিলে কিছু উপকার হইতেও পারে। সেই কথা বলিতেছি শুনুন। আমি চোর ডাকাতদের বিভিন্ন আড্ডায় ঘুরিয়া একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি! তাহারা দল বাঁধিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া পরামর্শ করে, সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত ও উৎসাহিত দেখা যাইতেছে,—ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কারণ নাই; কিন্তু যে সকল চোর ডাকাত পরস্পরের মহাশত্রু, যাহারা সুযোগ পাইলে পরস্পরের বুকে ছোরা মারিতে ছাড়ে না, যাহাদের পরস্পরের সহিত আলাপ দূরের কথা, মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল—তাহারা এক আড্ডায় বসিয়া এক সঙ্গে সরাপ টানিতেছে, উৎসাহের সঙ্গে পরামর্শ আঁটিতেছে, শত্রুতা ভুলিয়া এখন তাহাদের গলায় গলায় ভাব—প্রতি রাত্রে লণ্ডনের সকল আড্ডায় মজলিস বসিতেছে, কেহ কোথাও নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া নাই—ইহা কি খুব তাজ্জবের বিষয় নয় কর্ত্তা! তাহাদের পরামর্শ যে কোথাও চুরি ডাকাতি করিতে যাইবার পরামর্শ নয়, এ কথা হলফ করিয়া বলিতে পারি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সোপী হোয়াইট হঠাৎ নীরব হইল; সে শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করিয়া তাহার কানের পাশে যে অর্দ্ধদগ্ধ আধখানা সিগারেট গোঁজা ছিল, তাহা বাহির করিয়া লইল। তাহার পর পকেট হইতে ম্যাচ্ বাক্স বাহির করিতে করিতে বলিল, "আমি উহাদের মতলব বুঝিতে না পারিলেও কোন একটা বিরাট কাণ্ড ঘটিবে, (some thing big's going to break) এই রূপই আমার ধারণা হইয়াছে। লণ্ডনের চোর ডাকাতগুলা আগ্রহের সঙ্গে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। এজন্য তাহারা এতই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, চুরি ডাকাতিও যেন ভুলিয়া গিয়া কোন আসন্ন আয়োজনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে! এমন কি, গত এক মাসের মধ্যে লণ্ডনের কোথাও বড় রকমের চুরি কি ডাকাতি হইয়াছে—এরূপ একটা সংবাদও আপনি আমাকে দিতে পারিবেন না। উহারা আপাততঃ সেই চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু কেন, তাহা আমার জানা নাই, বুঝিবারও শক্তি নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার কথা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না; তাঁহার স্মরণ হইল—এক মাসের মধ্যে সত্যই লণ্ডনে বা লণ্ডনের বাহিরে উল্লেখযোগ্য কোন চুরি ডাকাতি হয় নাই; কিন্তু তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন এক মাসের মধ্যে দেশ বিদেশ হইতে লণ্ডনে এত অধিক সংখ্যক দস্যু তস্করের সমাগম হইয়াছিল যে, বহুদিন সেরূপ হয় নাই; যেন সকলেই অন্য কোন উদ্দেশ্যে লণ্ডনে আসিয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ভাবিলেন, তাহাদের সেই উদ্দেশ্যটি কি? সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই কি তাহারা লণ্ডনে আসিয়া দলবদ্ধ হইয়াছিল, প্রতিদ্বন্দ্বী দস্যুরা শত্রুতা ভুলিয়া পরস্পরের সহিত যোগদান করিয়াছিল?

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া সোপী হোয়াইটকে বলিলেন, "তুমি কিছুই জানিতে না পারিলেও দেখিয়া শুনিয়া কি অনুমান করিয়াছ বল। দেশ দেশান্তরের দস্যু তস্করেরা লণ্ডনে আসিয়া চোর ডাকাত-গুলার সঙ্গে মিশিয়া কোন্ কার্য্যের প্রতীক্ষা করিতেছে?"

সোপী হোয়াইট বলিল, "আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহা অনুমান করাও

আমার অসাধ্য। আমি কাহারও নিকট কোন কথা জানিতে পারি নাই, কারণ আমি আপনাদের গুপ্তচর এ সংবাদ অনেকেই বোধ হয় জানে। বিশেষতঃ আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের কোন খবর লইবার আমার অধিকার আছে ইহা হয় ত তাহারা স্বীকার করে না। কিন্তু আমি একটি সংবাদ পাইয়াছি, এবং তাহাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। আপনি তাহা শুনিয়া রহস্যভেদের চেষ্টা করিতে পারেন।”

সোপী হোয়াইট সেই কক্ষের দেওয়ালের নিকট সরিয়া গিয়া একখানি বৃহৎ পত্র-পঞ্জিকা (calender) স্পর্শ করিল, এবং সোমবার ১৩ই অক্টোবর তারিখের উপর অঙ্গুলি স্থাপন করিল। সে ইন্‌স্পেক্টর কুটসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “এই তারিখটি সকল দস্যু তস্করের মুখে উচ্চারিত হইতেছে; একজন আর একজনের কাছে ঐ তারিখের কথা শুনিতেছে, তাহার পর সেই কথা লইয়া তাহাদের আলোচনা চলিতেছে।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই ক্যালেণ্ডারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আজই ত ১৩ই অক্টোবর সোমবার, আজ দেশ বিদেশের চোর ডাকাতগুলা কি করিবে? আজ কি কোন দস্যুসম্রাটের জন্ম দিন? তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্ম তাহারা কি কোথাও খানার আয়োজন করিবে? সেই ভোজ-সভায় দল বাঁধিয়া তাহার সম্বর্দ্ধনা করিবে! সত্য হইলে ইহা তাহাদের নূতন রকম খেয়াল বটে!”

সোপী হোয়াইট টুপিটা মাথায় দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, “ও কোন কাযের কথা নয়। তবে ঐ ১৩র সংখ্যাটা অলুক্ষণে! (an un lucky number) আমার বিশ্বাস, আজ দিনটাও শুভ দিন নয়। আজ যদি কোন বিরাট ব্যাপার ঘটে তাহা হইলে আপনারা তাহার তোড়ে ভাসিয়া না যান; দেখিয়া শুনিয়া আমার বড় ভাল বোধ হইতেছে না ইন্‌স্পেক্টর! আপনারা সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কায করিবেন।”

সোপী হোয়াইটকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া ইন্‌স্পেকটর কুট্‌স তাহার হাতে একটি গিনি গুঁজিয়া দিলেন; সোপী তাহা পকেটে ফেলিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে একবার বক্র কটাক্ষ পাত করিল, তাহার পর দ্বারের দিকে অগ্রসর

হইয়া ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌সকে বলিল, "যদি আমি কোন নূতন সংবাদ জানিতে পারি—তাহা হইলে আবার আসিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিব।"

কিন্তু সোপী হোয়াইটকে ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌সের নিকট আর আসিতে হইল না। সে হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হইল তাহা কেহ জানিতেও পারিল না।

সোপী হোয়াইট ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কামরা পরিত্যাগ করিবামাত্র সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ হইল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দগ্ধাবশিষ্ট চুরুট সেই কক্ষের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া মিঃ ব্লেকের দিকে ঘুরিয়া বসিলেন, এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই পাজী বদমায়েসটাকে আমার আফিসে ডাকিয়া আনিয়া আমাকে উহার সঙ্গে আলাপ করিতে দেখিয়া তুমি বোধ হয় বিরক্ত হইয়াছ। কিন্তু কোন সাধু সজ্জনের কাছে ত চোর ডাকাতগুলির গতিবিধির বা গুপ্ত পরামর্শের সংবাদ পাইবার আশা নাই, কাজেই এই সকল বদলোককে হাতে না রাখিলে কায চলে না। সে মধ্যে মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যে সকল সংবাদ জানাইয়া যায় তাহাতে কায কর্ম্মের অনেক সুবিধা হয়। ইহার কথাগুলি তুমি শুনিয়াছ ত? ঐ সকল কথা শুনিয়া তোমার কিরূপ ধারণা হইয়াছে? কিছুদিন হইতে দেশ দেশান্তরের দস্যুদলের প্রসঙ্গে যে সকল জনরব শুনিয়া আসিতেছি উহার কথা শুনিয়া তাহা ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার চেয়ারখানি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে টানিয়া আনিয়া সিগারেট-কেসটি পকেট হইতে বাহির করিলেন; তিনি তাহা ইন্‌স্পেক্টরের হাতে দিয়া বলিলেন, "তুমি যে সকল কথা বলিতেছিলে তাহা ত শেষ করিতে পার নাই, হঠাৎ তোমার এই গুপ্তচরটা আসিয়া পড়ায় তোমার কাহিনী অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। যেটুকু বলিতে বাকি আছে তাহা আগে শুনিয়া লই; তাহার পর আমার মতামত।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট যাহা শুনিতে পাইলেন তাহার মর্ম্ম এই যে, দস্যু তস্কর-সমাজে অদ্ভুত চাঞ্চল্যের সাড়া পাওয়া গিয়াছে; তাহাদের ভিতর যেরূপ উত্তেজনা লক্ষিত হইতেছে, তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যেরূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেছে, তাহার পরিচয় পাইয়া মনে হয় তাহারা শান্তি ও শৃঙ্খলা

সমূলে চূর্ণ করিবার জন্য বিপুল উৎসাহে চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার যোগাড় যন্ত্র করিতেছে!

তাহাদের এই চাঞ্চল্য ও গুপ্ত পরামর্শ কোন দেশের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাহা পৃথিবীব্যাপী; (it was world-wide) পৃথিবীর প্রধান প্রধান নগরে ইহার প্রভাব অনুভূত হইতেছিল। পৃথিবীর দশ বারটি দেশের পুলিশ বিভাগ হইতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সংবাদ আসিয়াছিল, কোনও অজ্ঞাত কারণে লণ্ডনই সেই সকল দেশের দস্যু তস্করগণের লক্ষ্য; কিন্তু সেই কারণটি কি, তাহাদের উদ্দেশ্য কি, তাহা কোনও দেশের পুলিশ ধারণা করিতে পারে নাই।

কোন একটা ভয়ঙ্কর অশান্তিজনক ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবে, এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। পৃথিবীর সকল দেশের অপরাধীদের সকল শক্তি পুঞ্জীভূত হইয়া অদূর ভবিষ্যতে কিরূপ অপকর্ম্মে প্রযুক্ত হইবে তাহা বুঝিবার উপায় না থাকায় তাহা প্রতিরোধেরও কোন পন্থা কোন দেশের পুলিশ কর্তৃক নির্ণীত হয় নাই। তাহাদের গুপ্ত পরামর্শ তাহাদের দলের বাহিরের কোন লোক জানিতে পারে নাই। পুলিশ রহস্য-ভেদে অকৃতকার্য্য হইয়া হতাশ ভাবে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; তাহারা অসংখ্য গুপ্ত চরের সাহায্য গ্রহণ করিয়াও অপরাধীগণের গুপ্ত সঙ্কল্পের আভাস জানিতে পারে নাই।

এক সপ্তাহ পরে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশ হইতে তারে ও বেতারে সংবাদ পাইল দস্যু তস্করেরা দলে দলে প্রত্যেক দেশ হইতে ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করিয়াছে। অনেকে দলবদ্ধ হইয়া এবং কেহ কেহ স্বতন্ত্রভাবে ইংল্যাণ্ডগামী জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সকল দেশের সরকারের ধারণা, বৃটিশ দ্বীপই তাহাদের লক্ষ্য।

সেই সকল যাত্রীর অনেকের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত কোন অভিযোগ ছিল না, তবে তাহাদিগকে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ ছিল। পুলিশের নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল না, বা তাহারা জেল-খালাসী দাগীও নহে। জনসাধারণ তাহাদের অনেককে সম্ভ্রান্ত নাগরিক বলিয়াই

জানিত; অনেকে বড় বড় কারবারে লিপ্ত ছিল—পুলিশ ইচ্ছা করিলেই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিত না, কারণ যে সকল দেশ হইতে তাহারা জাহাজে উঠিয়াছিল—সেই সকল দেশের পুলিশ আমলাতন্ত্রের বেআইনী বিধানে যথেচ্ছাচারের শক্তি লাভ করিতে পারে নাই; সুতরাং তাহারা অবাধে যেখানে খুসী যাইতে পারিত। (free to travel where they willed without let or hinderance)।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের ডেক্সের উপর একগাদা তারের সংবাদ 'ক্লিপ্' দিয়া আঁটা ছিল; তিনি তাহা মিঃ ব্লেককে দেখাইয়া বলিলেন, "কোন একটা ভীষণ কাণ্ড যে আসন্নপ্রায়, এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ব্লেক! আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য দেশে যে সকল দস্যু তস্কর ও গুণ্ডা বোম্বেটে আছে—তাহারা সকলেই দল বাঁধিয়া লণ্ডনে আসিতেছে। মাছির ঝাঁক যেমন এক কুকুরের গা হইতে উড়িয়া গিয়া অন্য কুকুরের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে—উহারাও সেইরূপ করিতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক শ্রেণীর দস্যু আছে তাহারা দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকিয়া দস্যুবৃত্তি করে না; দস্যুবৃত্তির জন্য তাহারা বিভিন্ন দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহার কারণ, হয় তাহারা এক স্থানে স্থায়ী ভাবে বাস করিতে ভাল বাসে না, না হয় তাহারা পুলিশের তাড়ায় দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কিন্তু তাহারা যে নানা দেশ হইতে ঝাঁক বাঁধিয়া আসিতেছে! এ দেশের বন্দরে যে জাহাজ আসিতেছে, তাহাই দস্যু তস্করের দলে পরিপূর্ণ; প্রত্যেক জাহাজ যেন তাহাদের ভাসমান বৈঠক-খানা (a floating crooks' parlour) তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য প্রত্যেক বন্দরে অতিরিক্ত পুলিশ কর্ম্মচারী মোতায়েন করিতে হইয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে আমরা পূর্ব্বেই তাহাদের শুভাগমনের সংবাদ পাইয়াছি, এবং তাহারা ইচ্ছামত জাহাজ হইতে বন্দরে নামিতে না পারে তাহারও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কিন্তু আমাদের সতর্কতা কতদূর সফল হইবে, তাহা

নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, বিশেষতঃ এরূপ বিরাট অনুষ্ঠানে আমাদের ভুল ভ্রান্তিও অপরিহার্য্য। প্রত্যেক জাহাজের আরোহীগণের সহিত ব্যবহারে আমাদিগকে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ এই মাসেই পৃথিবীর নানা বিভিন্ন দেশ হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য পর্য্যটক দেশ-ভ্রমণ উপলক্ষে লণ্ডনে আসিতেছেন। ভ্রমক্রমে তাঁহাদের কাহারও প্রতি অসদাচরণ না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আর কাহারা লণ্ডনে আসিতেছে বলিতেছ? দেশ-ভ্রমণই কি তাহাদের উদ্দেশ্য?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, বৎসরের এই সময় দলে দলে আমেরিকান দেশভ্রমণে বাহির হইয়া ইংল্যাণ্ডে আসেন ও কিছুদিনের জন্য লণ্ডনে আড্ডা লইয়া থাকেন। তাহার উপর এই মাসেই লণ্ডনে আন্তর্জাতিক বণিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইবে। পৃথিবীর নানা দেশের বণিক-সভার প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিতেছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, খবরের কাগজে এই সংবাদ পড়িয়াছি বটে। এই আন্তর্জাতিক বণিক সমিতি পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের বণিকগণের এক বিরাট সম্মিলনী। জগতের ব্যবসায় বাণিজ্য যাহাদের ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহাদের সম্মিলনীর শক্তি এই বাণিজ্যের যুগে কিরূপ অসাধারণ, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। প্রতিবৎসর পৃথিবীর কোন না কোন প্রধান নগরে ইহাদের সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে; গত বৎসর নিউ ইয়র্কে এই সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের লণ্ডনে ইহার অধিবেশন হইবে। বোধ হয় এই অধিবেশনের সংবাদ শুনিয়াই নানা দেশ হইতে লণ্ডনে দস্যু তস্করদলের শুভাগমন হইতেছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "বণিক সমিতির অধিবেশনের সহিত দস্যু তস্কর-গণের লণ্ডনে আগমনের কি সম্বন্ধ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্বন্ধ আছে বৈ কি! দেশান্তর হইতে অনেক ধনাঢ্য বণিক এদেশে আসিতেছেন, অনেক ধনাঢ্য দর্শকও বণিক সম্মিলনীতে যোগদান

করিবেন। তাঁহাদের সঙ্গে বিস্তর টাকা ও হীরা জহরৎ প্রভৃতি থাকিবে—এ সংবাদ দস্যুদলের অজ্ঞাত নহে, সুতরাং দাঁও মারিবার এরূপ সুযোগ কি তাহারা ত্যাগ করিতে পারে? যে সকল সম্ভ্রান্ত বণিক লণ্ডনে আসিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড আছে—ইহা অনুমান করা কঠিন নহে।"

ইন্‌স্পেকটর কুট্‌স গোঁফে তা দিয়া বলিলেন, "হুম্! তুমি কথার মত একটা কথা বলিয়াছ বটে! প্রবাসী বণিক ও সম্মিলনীর দর্শকগণকে দোহন করিবার জন্যই চোর ডাকাতগুলা দলে দলে এদেশে আসিয়া জুটিয়াছে। কিন্তু উহারা নানা দেশ হইতে দল বাঁধিয়া এদেশে আসিয়াছে—ইহার অন্য কোন কারণ নাই, ইহাই বা কি করিয়া বলি? সোপী হোয়াইটের কথা শুনিয়াছ ত? এই কেব্‌লগ্রাম খানিও পড়িয়া দেখ; তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে—লণ্ডনে দস্যুদলের সমাগমের উদ্দেশ্য জটিল রহস্যে পূর্ণ!"

ইন্‌স্পেকটর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে যে কেব্‌লগ্রাম দিলেন, তাহা নিউইয়র্কের পুলিশ কমিশনর মিঃ পল আর্ডম্যান লণ্ডনের পুলিশ-কমিশনরের নিকট পাঠাইয়াছিলেন; তাহাতে লেখা ছিল—

"১৩ই অক্‌টোবর সোমবারে সতর্ক ভাবে চারি দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। সেই দিন কোন বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে ইন্‌স্পেকটর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিলেন। ইন্‌স্পেকটর কুট্‌স তাঁহাকে আর একখানি কেব্‌লগ্রাম দিলেন; ইটালিয়ান পুলিশের অধ্যক্ষ তাহা রোম নগর হইতে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি তাহাতে লিখিয়াছিলেন, "১৩ই অক্‌টোবর সোমবার লণ্ডনে যে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি? আপনাদের সতর্কতা প্রার্থনীয়।"

প্যারিস হইতে পুলিশের অধ্যক্ষ টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, "১৩ই অক্‌টোবর সোমবারে লণ্ডনে শান্তিভঙ্গের বা কোন বে-আইনি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, এরূপ বিশ্বাসের কারণ আছে। এই ব্যাপারের তদন্ত প্রয়োজনীয় মনে করি।"

ইন্‌স্পেকটর কুট্‌স বলিলেন, "এই টেলিগ্রাম আজ সকালে পাওয়া গিয়াছে;

অস্ত্রগুলি কাল বড সাহেবের হস্তগত হইয়াছিল। এই জন্যই সোপী হোয়াইটকে আমার ক্যালেণ্ডার স্পর্শ করিয়া ১৩ই অক্টোবর তারিখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হই নাই বা তাহার কথা অবিশ্বাস করি নাই।"

মিঃ ব্লেক কাগজগুলি ডেস্কের উপর ফেলিয়া রাখিয়া ক্যালেণ্ডারের ১৩ই অক্টোবর তারিখের দিকে চিন্তাকুল ভাবে চাহিয়া রহিলেন—যেন তাহার ভিতর হইতে রহস্যের কোন সূত্র বাহির হইয়া আসিবে!

মুহূর্ত্তপরে সেই কক্ষের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত হইল। ডিটেক্‌টিক সার্জেণ্ট ব্রাউন দ্বার ঠেলিয়া কক্ষের ভিতর মুখ বাড়াইল। সে মিঃ কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মিঃ কুট্‌স, একটি স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে; সে অন্য কামরায় অপেক্ষা করিতেছে। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট অষ্টন তাহাকে আপনার নিকট পৌঁছাইয়া দিতে বলিলেন।"

ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স মনে মনে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট অষ্টনের মুণ্ডপাত করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "উত্তম, স্ত্রীলোকটিকে এখানে পাঠাইয়া দাও,—তুমি ত অষ্টনকে বলিলেই পারিতে আমি বাহিরে গিয়াছি। কায কর্ম্ম ফেলিয়া এখন সেই স্ত্রীলোকটার আব্‌দার শুনিতে হইবে? যত সব উড়ো ফ্যাসাদ!"

স্ত্রীলোকটির কোন গোপনীয় কথা থাকিতে পারে মনে করিয়া মিঃ ব্লেক সেই কক্ষ ত্যাগের জন্য উঠিতে উদ্যত হইলেন; তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স ইঙ্গিতে তাঁহাকে উঠিতে নিষেধ করিলেন। মিঃ ব্লেক আর উঠিলেন না। দুই এক মিনিট পরে একটি স্ত্রীলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকটির পরিচ্ছদে সুরুচির অভাব থাকিলেও আড়ম্বরের অভাব ছিল না।—স্ত্রীলোকটি কুরূপা না হইলেও রূপসী সাজিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহার চক্ষুতে উদ্বেগ পরিস্ফুট হইয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌সের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাতর ভাবে বলিল, "আমার স্বামীর বোধ হয় কোন বিপদ ঘটিয়াছে, ইন্‌স্পেক্‌টর! সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। আপনি তাহাকে খুঁজিয়া আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন।"

ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স ঢোক গিলিয়া, মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "তাহাকে

খুঁজিয়া আনিতে হইবে? তা, দেশে এত লোক থাকিতে এ আবদার আমার কাছে কেন বাছা? স্কটল্যাণ্ড ইয়াডে যত পুলিশ আছে তাহাদের সকলকেই ত তুমি পাইতে পার।" (the whole of Scotland yard is at your disposal,)

স্ত্রীলোকটি বলিল, "তা বটে, কিন্তু আমার স্বামী যে আপনার পরিচিত; সে সর্ব্বদাই আমাকে আপনার কথা বলিত কি না।"

ইন্‌স্পেক্‌টর বলিলেন, "অনেকেই ত আমার কথা অনেকের কাছে বলে; অনেকে আমাকে গালি দেয়, দুই একজন প্রশংসাও করে; আমি ত তাহাদের মুখ বন্ধ করিতে পারি না।—তোমার স্বামীর নাম কি?"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "জিম হাডন।"

তাহার কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন, তাঁহার চক্ষুতে আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল। তিনি জিম হাডনকে চিনিতেন, জিম হাডন ওরফে ফ্ল্যাস জিম পাকা চোর, কিন্তু হীরা জহরত ভিন্ন অন্য কোন জিনিসে তাহার লোভ ছিল না। সে রত্ন চিনিত, এবং বাছিয়া বাছিয়া তাহাই চুরি করিত; এ বিদ্যায় তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। অবশেষে এক দিন তাহার চুরি ধরা পড়ায় তাহাকে রাজার অতিথি হইয়া পার্কহার্ষ্ট কারাগারে বাস করিতে হইয়াছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে সে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

এই সকল কথা স্মরণ হওয়ায় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই তস্কর-পত্নীকে বলিলেন, "বাঃ, হাডন তোমার স্বামী! সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে? তাহাকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য তুমি পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছ? সে হয় ত আবার পুলিশের হাতেই ধরা পড়িয়াছে।"

স্ত্রীলোকটা রাগ করিয়া বলিল, "না, ও সব বাজে কথা, পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে নাই। আপনারা আর তাহার ঘাড়ে দোষ চাপাইতে পারিবেন না। গতবার সে জেল খাটিয়া বাড়ী ফিরিলে আমি তাহাকে খুব গালাগালি দিয়াছিলাম; সে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—সে সাধু হইবে।" (he'd go straight,)

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কে সাধু হইবে? ফ্ল্যাস জিম? সে মরিয়া ভূত হইলেও চুরি ছাড়িতে পারিবে না।"

তস্করপত্নী বলিল, "ও সকল কথা লইয়া আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করিতে আসি নাই। আমার বিশ্বাস আমার স্বামীর কোন বিপদ ঘটিয়াছে। দুই দিন আগে সে বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর তাহার সন্ধান নাই! তাহার বন্ধু বান্ধবেরা ত তাহার কোন খবর বলিতে পারিল না। সেদিন সে যে কার্ডখানা পাইল, সেই কার্ড দেখিয়াই তাহার মনের গতি ফিরিয়া গেল। অনেক দিন পরে সে ফুর্ত্তি করিয়া বোতলখানেক মদ গিলিল, আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিতে লাগিল, তাহার সকল অভাব দূর হইবে, সে মুঠা মুঠা টাকা পাইবে; শীঘ্রই তাহার সুসময় আসিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সুসময়টা কিরূপে আসিবে—তাহা শুনিয়াছিলে?"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "না, তাহা জানিতে পারি নাই। সেই সময় জিমের এক দোস্ত তাহার কাছে বসিয়াছিল, সে খপ্‌ করিয়া জিমের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—'খবরদার, সে কথা মুখে আনিও না'।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের ধারণা হইল জিম কোন বড় লোকের বাড়ীতে চুরি করিবার ফন্দি আঁটিতেছিল; কিন্তু তিনি জিমের স্ত্রীকে সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন, "তুমি বলিলে তোমার স্বামী একদিন একখানা কার্ড পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়াছিল। কিরূপ কার্ড? তাহা কোথা হইতেই বা আসিয়াছিল?"

জিমের স্ত্রী বলিল, "কার্ডখানা ডাকে আসিয়াছিল, জিম তাহা পকেটে রাখিলে আমি সেখানি তাহার পকেট হইতে বাহির করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু সেই কার্ড পাইয়া সে যে ফেবার হইয়াছে—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? কার্ডখানা কোন ক্লাব হইতে আসিয়াছিল—বলিয়াই মনে হইল। তাহাতে বার তারিখ মাত্র লেখা ছিল, কাহারও নাম কি ঠিকানা ছিল না, তাহা থাকিলে আমি সেখানেই যাইতাম, আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিতাম না।"

কুট্‌স বলিলেন, "সেই কার্ড তোমার সঙ্গে আছে?"

স্ত্রীলোকটি হাতব্যাগ হইতে একখানি কার্ড বাহির করিয়া কুট্‌সেস সম্মুখে রাখিল। ইন্‌স্পেক্টর তাহা তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিলেন, তাহার এক পিঠ সাদা; সে দিকে কিছুই লেখা ছিল না। অন্য দিকে ৮৮৬৫নং এবং 'আই, এল, সি,' এই তিনটি ইংরাজী অক্ষর মুদ্রিত ছিল। তাহার ঠিক উপরে ছাপার অক্ষরে লেখা—'সোমবার, ১৩ই অক্টোবর।'

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কার্ডখানির লেখাগুলি দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মনে হইল—তাঁহারা নিউ ইয়র্ক, রোম, প্যারিস হইতে তারে যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহার সহিত এই কার্ডের লেখার কোন সম্বন্ধ থাকিতেও পারে।

মিসেস্‌ হাডন তাঁহাকে অন্য কোন সংবাদ দিতে পারিল না। কে কোথা হইতে কার্ডখানি পাঠাইয়াছিল তাহা সে জানিতে পারে নাই। তাহার স্বামী লেফাপাখানি অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়াছিল। জিম হাডন কোন ক্লাবে যাতায়াত করিত কি না তাহাও তাহার স্ত্রীর অজ্ঞাত ছিল। সে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল "আমার স্বামী কোন বিপদে পড়িয়াছেইহাই আমার বিশ্বাস। আজই ত ১৩ই তারিখ, অলুক্ষণে তের!"

সার্জেণ্ট ব্রাউন সহসা দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে মাথা বাড়াইয়া দিল এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বাহিরে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

ইন্‌স্পেকটর কুট্‌স সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন; কিন্তু দুই মিনিট পরে যখন সেখানে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার মুখ বিষণ্ণ, চক্ষুতে উদ্বেগ পরিস্ফুট। কিন্তু তিনি সে ভাব গোপন করিয়া তস্করপত্নীকে বলিলেন, "মিসেস্‌ হাডন, তুমি ব্যাকুল হইও না, যদি তোমার স্বামী কোন বিপদে পড়িয়া থাকে তাহা হইলে আমরা তাহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিব; সে চুরি করিয়া দুই একবার জেল খাটিয়াছে বলিয়া কি আমরা তাহাকে সাহায্য করিব না? তুমি এখন বাড়ী যাও, আমি তাহার সন্ধান করিব। আমরা পুলিশের লোক, মিথ্যা কথা বলিতে জানি না। এখন যাও, মন স্থির করিয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম কর গে।"

কুট্‌স স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে রাখিয়া আসিলেন; তাহার পর তাঁহার আফিস-কামরার দ্বার রুদ্ধ করিয়া গম্ভীর ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"তুমি কি জিম হাডনকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে? স্ত্রীলোকটাকে ত আশা ভরসা দিয়া বিদায় করিলে। পুলিশের লোক মিথ্যা কথা বলিতে জানে না—তাহা কি আমি জানি না?"

ইন্‌স্পেক্‌টর কুটস্ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি সত্য কথাই বলিয়াছি। হাডনকে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই; সার্জেণ্ট ব্রাউন বলিল, আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার মৃতদেহ নদী হইতে তুলিয়া আনা হইয়াছে।—কিন্তু তাহার স্ত্রীকে কি করিয়া সে কথা বলা যায়? এমন মর্ম্মভেদী সংবাদ তাহাকে জানাইতে পারিলাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নদীতে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে? কি দুঃসংবাদ। লোকটা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে?"

ইন্‌স্পেক্‌টর কুটস বলিলেন, "না, কে তাহার পিঠে ছোরা মারিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব

অনুসন্ধান ও আবিষ্কার

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চিন্তাকুল চিত্তে মাথা চুলকাইয়া একটা নূতন চুরুট মুখে গুঁজিলেন, এবং তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দুই একটা টান দিলেন। তাঁহার নীল চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিলেন, "জিম হাডন চোর ছিল, সে নিহত হইয়াছে। তাহাকে অন্য কোন দিন হত্যা না করিয়া আজই হত্যা করা হইয়াছে; ইহার কোন কারণ বুঝিতে পারিতেছ কি ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, পিঠে ছোরা মারিয়া তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে, এ সংবাদ তোমারই নিকট শুনিতে পাইলাম। আজ তাহাকে কেন যে হঠাৎ হত্যা করা হইয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন বটে; তবে আমার মনে হইতেছে, জিম হাডন অত্যন্ত বাচাল ছিল, বিশেষতঃ দুই এক গ্লাস মদ তাহার পেটে পড়িলে, তাহার পেটের সকল কথাই বাহির হইয়া পড়িত, পেটে কথা থাকিত না; কিন্তু মরা মানুষের মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইবার আশঙ্কা নাই। তুমি ত শুনিলে—তাহার স্ত্রী বলিয়া গেল একদিন রাত্রে জিম একজন লোককে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিয়াছিল; সে তাহার নিকট বলিয়াছিল—সুসময় আসিতেছে, তখন তাহার বহু অর্থ লাভের সুযোগ হইবে। জিমের সেই সঙ্গীটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে সে বলিতে পারিবে জিমকে কে হত্যা করিয়াছে। জিমের স্ত্রী তোমাকে যে কার্ডখানি দিয়া গিয়াছে, আমি তাহা দেখিতে চাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কার্ডখানি মিঃ ব্লেকের হাতে দিলেন। মিঃ ব্লেক তাহা লইয়া জানালার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বাহিরের উজ্জ্বল আলোকে তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বার, তারিখ ও একটি নম্বর ভিন্ন তাহার আর

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "জিমকে ঐ কার্ড পাঠাইয়া বোধ হয় সতর্ক করা হইয়াছিল। ১৩ই অক্টোবর তাহাকে কোন কাযের ভার লইবার জন্ত ইঙ্গিত করা হইয়াছিল কি না অনুমান করা কঠিন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঐরূপ অনুমানের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। জিমের স্ত্রীর কথা সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে—জিম এই কার্ড পাইয়া খুসী হইয়াছিল এবং সুসময়ের প্রত্যাশা করিতেছিল। ইহা পাইয়া সে উৎকণ্ঠিত না হইয়া উৎসাহিত হইয়াছিল, তাহার আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। এই কার্ডের নম্বর ৮৮৬৫; ইহা হইতে কিছুই বুঝিতে পারা যারা যায় না; কিন্তু আই, এল, সি—এই হরফগুলির অর্থ কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ইহার অর্থ নানা প্রকার হইতে পারে। 'ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার ক্লাব', 'ইস্‌লিংটন লোন ক্লাব' প্রভৃতি বুঝাইতে পারে। জিম্ হাডন ইস্‌লিংটনেই বাস করিত কি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু ঐ তিনটি হরফ হইতে যদি আর একটি—"

তিনি কথাটা শেষ না করিয়া নীরব হইলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কুট্‌স বুঝিলেন তিনি কোন ধাঁধায় পড়িয়াছেন। তাঁহার কিরূপ ধারণা হইয়াছিল তাহা শুনিবার জন্ত কুট্‌স বলিলেন, "কি বলিতেছিল, বল, হঠাৎ থামিলে কেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঐ হরফগুলি আর একটি কথার সঙ্ক্ষিপ্তসার বলিয়া মনে হইতেছিল; কিন্তু আমার সেই ধারণা সত্য না হইতেও পারে। আইন অনুসারে এই কার্ডের নীচে প্রেসের নাম থাকা উচিত ছিল। ছাপাখানায় যাহাই ছাপা হউক, তাহাতে ছাপাখানার নাম থাকাই নিয়ম; কিন্তু যে ছাপাখানায় এই সকল কার্ড ছাপা হইয়াছে ইহাতে সেই ছাপাখানার নাম নাই। এই জন্যই কার্ডখানি দেখিয়া মনে হয় এই সকল কার্ড কোন সাধু উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয় নাই। যদি ইহা কোন ক্লাবের কার্ড হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হাডন সেই ক্লাবের ঐ নম্বরের সভ্য। কিন্তু কোন ক্লাবের ঐরূপ হাজার হাজার সভ্য আছে—ইহা

বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। একটা ক্লাবের নয় দশ হাজার সভ্য থাকিলে—সে কি বিরাট ব্যাপার তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।"

কুট্‌স বলিলেন, "যে ক্লাবের সভ্যসংখ্যা এত অধিক সেই ক্লাব খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নহে; আমি ব্রাউনকে এই কার্য্যের ভার দিব। ব্রাউন্ ইস্‌লিংটনে উপস্থিত হইয়া জিমির স্ত্রীকে জিমির হত্যাকাণ্ডের সংবাদ জানাইবে এবং এই কার্ড সম্বন্ধে যদি কোন নূতন তথ্য জানিতে পারা যায় তাহা জানিবার চেষ্টা করিবে; জিমির সঙ্গে যে লোকটি তাহার বাড়ীতে গিয়াছিল তাহারও পরিচয় সংগ্রহ করিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সার্জেণ্ট ব্রাউনকে ডাকিয়া তাহাকে ঐ সকল কার্য্যের ভার দিলেন। মিঃ ব্লেক টুপি মাথায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "চল কুট্‌স, আমার সঙ্গে কিছু দূর বেড়াইয়া আসিবে। আজ ১৩ই অক্টোবর, আজ কোথায় কি কাণ্ড হইতেছে তাহা একটু সন্ধান লওয়া প্রয়োজন; যদি আমরা রহস্যভেদ করিতে পারি তাহা হইলে অবস্থা বিবেচনায় কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করা কঠিন হইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের সহিত স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে পথে আসিলেন। তাঁহারা উভয়ে গল্প করিতে করিতে বাঁধের পাশ দিয়া হঙ্গারফোর্ড সাঁকোর দিকে অগ্রসর হইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "তবে কি তোমার বিশ্বাস বাচাল হাডনের মুখ বন্ধ করিবার জন্য তাহার পিঠে ছোরা মারিয়া তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে? বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধীদের মধ্যে যে পৃথিবীব্যাপী চাঞ্চল্য ধূমায়মান অগ্নির মত জ্বলিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল তাহার কারণ সে জানিত? তাহারা লণ্ডনে দলবদ্ধ হইয়া কোন্ বিষয়ের পরামর্শ করিবে—ইহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না মনে কর?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ত ভাবিয়া চিন্তিয়া এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তবে আমার অনুমানই যে—আরে, ও দিকে ওটা কি, দেখিয়াছ কুট্‌স?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে আগ্রহভরে পাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন তাঁহারা

"ক্লিয়োপেট্রার নিডলে'র ঠিক বিপরীত দিকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার অদূরে একটি প্রাচীরে চা-খড়ি দিয়া বড় বড় হরফে কোন ব্যক্তি যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিল—তাহাতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন সেখানে লেখা ছিল,

'সোমবার, ১৩ই অক্টোবর।'

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "এ কি কোন বিজ্ঞাপনের সূচনা? না, চোর ডাকাতগুলাকে তাহাদের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য কেহ এই ভাবে বার তারিখ লিখিয়া রাখিয়াছে? আমার এই অনুমান সত্য হইলে সেই লোক-টাকে ধরিয়া দেড বৎসর জেলখানায় আবদ্ধ রাখা উচিত। এই ১৩ই অক্টোবর সোমবারের কথা শুনিতে শুনিতে কান ঝালাপালা হইয়া গেল ব্লেক! কি এতটা বিভ্রাট ঘটিবে ভাবিয়া আমার বুকে যেন হাতুড়ি পড়িতেছে! আজ নির্ব্বিঘ্নে কাটিলে আমি হাঁফ ফেলিয়া বাঁচি। কি ফ্যাসাদেই পড়া গিয়াছে।"

কিন্তু সেই দিনটি কি ভাবে কাটিবে তাহা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তখন ধারণা করিতে পারিলেন না।

তাঁহারা উভয়ে নরদাম্বারল্যাণ্ড এভিনিউর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা কিছুদূর চলিবার পর পাশেই একটি বিশাল অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন; অট্টালিকাটি বহু তলায় বিভক্ত, একতালার উপর দোতালা, তাহার উপর তেতালা, এই ভাবে তালার উপর তালা গগন চুম্বন করিতে উদ্যত।

তাঁহারা সেই বিশাল অট্টালিকাটি নানাপ্রকার পতাকা ও পুষ্পপত্রে, রঙিন কাগজের মালায় ও ছাবতে সুসজ্জিত দেখিলেন, যেন তাহা কোন আসন্ন উৎসবের জন্য সেই ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। পথিকের দল চারি দিকে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া অট্টালিকাটির সাজ সজ্জা নিরীক্ষণ করিতেছিল।

এই অট্টালিকাটি সুপ্রসিদ্ধ কস্‌মোপলিটান হোটেল। ইহা লণ্ডনের প্রধান হোটেলগুলির অন্যতম। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের লোক ভ্রমণোপলক্ষে বা অন্য কোন কার্য্যে লণ্ডনে আসিয়া এই হোটেলে বাস করেন। হোটেলটিকে একটি ক্ষুদ্র নগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স হোটেলের সাজ-সজ্জা দেখিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "এখানে এত ঘটা কিসের? কোন দেশের রাজা বা রাজপরিবার আসিয়া এই হোটেলে বাসা লইয়াছেন না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, কোন রাজা-রাজড়া আসিয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই; এমন কি, আফগানিস্থানের আমীর আসিয়া এখানে বাসা লইলেও এরূপ আড়ম্বরের সঙ্গে হোটেল সজ্জিত হইত কি না সন্দেহের বিষয়। কিছু কাল আগে বলি নাই কি—এবার লণ্ডনে আন্তর্জাতিক বণিক-সমিতির অধিবেশন হইবে। এই কস্‌মোপলিটান হোটেলেই পৃথিবীর সকল দেশের বণিকগণের বার্ষিক সম্মিলনীর অধিবেশন হইতেছে। বহু দিগ্দেশের সম্ভ্রান্ত বণিকেরা এই উপলক্ষে লণ্ডনে আসিয়া এই হোটেলেই বাসা লইয়াছেন। তাঁহারা পৃথিবীর সকল দেশের বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।"

ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, এখন স্মরণ হইয়াছে। আমাদের স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে কয়েকজন ছদ্মবেশী কর্ম্মচারী ওখানে প্রেরিত হইয়াছে। তাহারা সকলেই কার্য্যদক্ষ ও চতুর লোক, পৃথিবীর অনেক দেশের ভাষা তাহারা বুঝিতে পারে।"

তাঁহারা চলিতে চলিতে হোটেলের প্রবেশদ্বারের অদূরে উপস্থিত হইলেন; সেই সময় হোটেলের বহির্দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং একজন সুবেশধারী দীর্ঘাকৃতি বিশাল-কায় ভদ্রলোক হোটেল হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। তাহার গোঁফ-জোড়াটা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ও সুদীর্ঘ, চক্ষু শিং-বাঁধানো গোলাকার চশমায় আবৃত।

ভদ্রলোকটি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সুপ্রশস্ত রাজপথের নিকট উপস্থিত হইল। সেই সময় মুহূর্ত্ত মধ্যে যে কাণ্ড ঘটিল—তাহা ইন্দ্রজালের ন্যায় অদ্ভুত এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব ও লোমহর্ষণ। মিঃ ব্লেক সেরূপ বিস্ময়াবহ কাণ্ড জীবনে কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই।

ভদ্রলোকটি হোটেলের নিম্নস্থ পথে পদার্পণ করিবামাত্র একখানি কৃষ্ণবর্ণ সুবৃহৎ মোটর-কার বায়ুবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইল; তাহা হোটেলের সোপান-প্রান্ত অতিক্রম করিবার সময় সেই গাড়ীর একজন আরোহী গাড়ীর

ভিতর হইতে মুখ ও হাত বাহির করিল, তাহার হাতে একটি পিস্তল; চক্ষুর নিমেষে তাহার পিস্তল হইতে অনলশিখা নিঃসারিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে 'দুড়ুম্' শব্দে পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল।

শিংবাঁধানো চশমা ও বিশাল গুম্ফধারী যে ভদ্রলোকটি সেই মুহূর্ত্তে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে তৎক্ষণাৎ দুইহাত উর্দ্ধে তুলিয়া মুখ গুঁজিয়া পথের উপর পড়িয়া গেল! তাহার মুখ হইতে একটি শব্দও নির্গত হইল না। পিস্তলের গুলী তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল।

কৃষ্ণবর্ণ মোটর-কার মহাবেগে যেন উড়িয়া চলিল এবং তাহা ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া চক্ষুর নিমেষে অদৃশ্য হইল।

এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে সেই জনবহুল রাজপথে ভীষণ কোলাহল, আর্ত্তনাদ ও জটলা আরম্ভ হইল।—বহু সংখ্যক নরনারী সেই সময় সেই পথে যাইতেছিল, তাহারা আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল; কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃতদেহের চারি দিকে ভীড় জমিয়া গেল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি এরূপ হতবুদ্ধি হইলেন যে, তাঁহার মুখে একটিও কথা সরিল না; তাঁহার বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "দেখিয়াছ ব্লেক, কি ভীষণ ব্যাপার! এ যে ইচ্ছা-প্রণোদিত নরহত্যা। ঐ মোটর-গাড়ী হইতে গুলী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মোটর-কারের আরোহীই ঐ ভদ্রলোকটিকে হত্যা করিয়াছে। গাড়ীখানা যখন দ্রুতবেগে পলায়ন করে তখন উহার নম্বরটি দেখিয়া রাখিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, দারুণ উত্তেজনায় তাঁহার উভয় চক্ষু কপালে উঠিল। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া ক্ষিপ্তের মত দৌড়াইয়া পথের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় একখানি মোটর-লরি মহাবেগে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি সেই লরির চাকার নীচে পড়িয়া পিষ্ট হইতেন, কিন্তু লরিচালকের অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিতে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল।—কিন্তু তিনি আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াও

পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন না; তিনি একখানি খালি মোটর-গাড়ীকে সেই পথ দিয়া বাঁধের দিকে যাইতে দেখিয়া হাত তুলিয়া তাহার চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। গাড়ীর গতিরোধ হইলে তিনি লাফাইয়া সেই গাড়ীতে উঠিয়া চালকের পাশে বসিলেন। ব্লেকও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

কুট্‌স হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "ভ্রাম্যমান পুলিশ-শকট! সৌভাগ্য ক্রমে ইহাকে এই পথে যাইতে দেখিলাম। হত্যাকারীর অনুসরণ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করাই এখন আমার প্রথম কার্য্য; এখানকার কায পরে করিলেও চলিবে। এখানে যাহা করিতে হয় তাহা কর ব্লেক! আমি হত্যা-কারীকে গ্রেপ্তার না করিয়া ফিরিব না। ফিরিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিব। উইল্‌স, শীঘ্র চল, হত্যাকারীর কালো মোটর-কার ধরাই চাই।"

পুলিশের গাড়ী এরূপ বেগে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণবর্ণ শকটের অনুসরণ করিল—যেন বন্দুক হইতে গুলী বাহির হইয়া গেল! মিঃ ব্লেক মৃতদেহের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি এই হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সুতরাং এই ব্যাপারে তাঁহার নির্লিপ্ত থাকিবার উপায় নাই—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানাভাবে পুলিশকে সাহায্য করিতেন—তিনি এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া কিরূপে এবিষয়ে উদাসীন থাকিবেন?

মিঃ ব্লেক পথের ভীড় ঠেলিয়া মৃতদেহের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন হোটেল হইতে তখন অনেক লোক বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তাহারা নিহত ব্যক্তিকে ধরাধরি করিয়া পথ হইতে তুলিয়া লইয়া গেল এবং হোটেলের ম্যানেজারের আফিসের পাশের কক্ষে একখানি কৌচের উপর নামাইয়া রাখিল।

মিঃ ব্লেক তাহাদের কার্য্যে বাধা না দিয়া স্তব্ধভাবে মৃতদেহের অনুসরণ করিলেন। তিনি মৃতদেহের নিকট যাইতেই একটি দীর্ঘদেহ কৃশ ইংরাজ যুবক ব্যগ্রভাবে বলিলেন' "শীঘ্র একজন ডাক্তার আনো।"

সেই যুবকটি সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই মিঃ ব্লেককে দেখিতে পাইলেন; তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! মিঃ ব্লেক, আপনি

এখানে ? কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় ! আপনি কি এই হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "অগত্যা।"

প্রশ্নকারী স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পলস্‌। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে যে সকল সুদক্ষ কর্ম্মচারী বণিক-সম্মিলনী উপলক্ষে সমাগত বিদেশীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য কস্‌মোপলিটান হোটেলে ছদ্মবেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পলস্‌ তাঁহাদের অন্যতম।

ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পলস্‌ মিঃ ব্লেকের উত্তর শুনিয়া ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "অগত্যা ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি তখন হঠাৎ ঐ পথে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ইহা ইচ্ছাকৃত নরহত্যা। হত্যাকারী কি কারণে উহাকে গুলী করিয়াছিল তাহা জানিতে পারি নাই। ভদ্রলোকটি হোটেল হইতে বাহির হইয়া পথে নামিয়াছে, ঠিক সেই সময় একখানি মোটর-কার সবেগে সেই পথে আসিয়া পড়িল ; সেই শকটের আরোহী তৎক্ষণাৎ পিস্তল তুলিয়া উহাকে গুলী করিল। গাড়াখানি যেরূপ বেগে আসিতেছিল, সেইরূপ বেগেই চলিয়া গেল। যেন সে উহাকে হত্যা করিবার জন্যই ঐ পথে আসিয়াছিল ; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে উহাকে এই হোটেলের নীচে পথের ধারে দেখিতে পাইবে—ইহা সে কিরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য। মিঃ কুট্‌স আমার পাশে ছিলেন, তিনিও হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। হত্যাকাণ্ডের অল্পকাল পরেই একখানি ভ্রাম্যমান পুলিশ-কার ঐ পথে উপস্থিত হওয়ায় কুট্‌স সেই গাড়ীতে হত্যাকারীর শকটের অনুসরণ করিয়াছেন।"

ইন্‌স্পেক্টর সার্পলস্‌ বলিলেন, "কুট্‌স ঠিক দস্তর-মাফিক কাযই করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস—ইহা চিকাগোর কোন অব্যর্থ-লক্ষ্য দস্যুর কায। নিহত লোকটিকে আমেরিকান বলিয়াই মনে হয়।"

সেই সময় এক চোখে পিস্‌নে-পরা একটি স্থূলোদর লোক ব্যগ্রভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং মৃতদেহের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া, সার্টের আস্তিন

গুটাইয়া গম্ভীর ভাবে মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে মৃত ব্যক্তির নাড়ী দেখিল, (felt his pulse) চোখের পাতা ঠেলিয়া তুলিয়া চক্ষু পরীক্ষা করিল, ওয়েষ্ট-কোট্ খুলিয়া বুকে হাত দিল, তাহার পর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, মরিয়াছে বটে! পিস্তলের গুলীতে হৃৎপিণ্ড ফুটা হইয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বাহির হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "হাঁ, ডাক্তার বটে! অন্য লোক মৃতদেহ দেখিবামাত্র বলিতে পারিত—মরিয়া আকাটা হইয়া গিয়াছে, আর উনি বিস্তর গবেষণার পর স্থির করিলেন—দেহে প্রাণ নাই! কি অপূর্ব্ব নাড়ীজ্ঞান!"

সকলেই নিস্তব্ধ, সকলেরই মুখ বিষাদাচ্ছন্ন; সেই সময় জনাকীর্ণ বারান্দায় নারীকণ্ঠের কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া গেল।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "এই কক্ষের দ্বার বন্ধ কর। হোটেলের ম্যানেজার কোথায়?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া একটি খর্ব্বকায় শীর্ণ পুরুষ হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, আতঙ্কে তাহার চক্ষু দু'টি বিস্ফারিত, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

সে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ হইল! আমার কারবার মাটী হইবে। (my business will be ruined.) আমার হোটেলের সুনাম—"

মিঃ ব্লেক তাহাকে তাড়া দিয়া বলিলেন, "চুলোয় যাক তোমার হোটেলের সুনাম! যে ভদ্রলোকটি খুন হইয়াছে তাহাকে চেন কি?"

ম্যানেজার আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "উনি—উনি একজন দর্শকমাত্র। উনি দুই দিন পূর্ব্বে হোটেলে আসিয়াছিলেন; উঁহার নাম—অর্থাৎ হোটেলের খাতায় যে নাম লিখাইয়াছিলেন সেই নাম গ্যারাট। হাঁ, জন গ্যারাট বলিয়া উনি এখানে নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন। আমি উঁহার সম্বন্ধে আর কোন কথা জানি না।"

ইন্‌স্পেক্টর সার্পলস্ বলিলেন, "আমি উহাকে হোটেলের বাহিরে ঘুরিতে দেখিয়াছিলাম; কাহারও সঙ্গে উঁহাকে আলাপ করিতে দেখি নাই। এখানে উহার কোন বন্ধু বান্ধব নাই বলিয়াই মনে হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বন্ধু বান্ধব না থাকিলেও উহার যে একজন শত্রু ছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

মিঃ ব্লেক মৃতদেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মৃতব্যক্তির মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "গোঁফ জোড়াটা ঝুটা, টানিলেই খুলিয়া আসিবে; কিন্তু ছদ্মরূপ ধারণে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।"

মিঃ ব্লেক নিহত ব্যক্তির চশমা খুলিয়া লইয়া দুইটি আঙ্গুল দিয়া তাহার অধর ও ওষ্ঠ ফাঁক করিলেন; তৎক্ষণাৎ তাহার দাঁত বাহির হইল। সকলেই দেখিতে পাইল, সম্মুখের দুইটি দাঁত স্বর্ণনির্ম্মিত।

মিঃ ব্লেক উৎসাহভরে বলিলেন, আমি এইরূপই অনুমান করিয়াছিলাম। গত দুই সপ্তাহ হইতে পুলিশ এই লোকটিরই অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।"

ইন্‌স্পেক্টর সার্পলস বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ!—মিঃ ব্লেক, আপনি ঠিক ধরিয়াছেন। উহার নাম যোয়েল গুইলার। এই ইয়াঙ্কি (মার্কিণ) তস্কর বর্ণহাম-অন-ক্রোচে জন স্যাভেজকে তাঁহার জাহাজের উপর হত্যা করিয়া ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।—উহার গোঁফের বহর ও চশমার বাহার দেখিয়া আমরা কেহই উহাকে চিনিতে পারি নাই!"

সকলেই সবিস্ময়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জন স্যাভেজের হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষণ বিবরণ সকলেরই স্মরণ ছিল।

'দুইবার মৃত্যু' নামক উপন্যাসে এই শোচনীয় কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। ছদ্মবেশী যোয়েল গুইলার যেদিন আততায়ীর গুলীতে নিহত হইল, তাহার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে সে জন স্যাভেজের জাহাজের উপর তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মর্টিমার লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া বার্কষ্টোন স্কোয়ারের নির্জ্জন গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এবং অতঃপর সে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে—তাহাই চিন্তা করিতেছিল।

এতদিন পরে সে জানিতে পারিয়াছিল, তাহার পিতা একজন অসাধারণ দস্যু ছিলেন এবং তিনি তাহার জন্য যে বিপুল অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা তিনি

দস্যুবৃত্তির সাহায্যে অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি যাহাদের অর্থ অপহরণ করিয়াছিলেন, তাহা তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার উপায় ছিল না।

জন স্যাভেজের হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ যোয়েল ওইলারকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা বহু স্থানে খানাতল্লাস করিয়াও তাহার সন্ধান পায় নাই, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারে নাই। সে বর্ণহাম অন ক্রোচ হইতে পলায়ন করিয়া যেন বাতাসে মিশিয়া গিয়াছিল। (he seemed to have vanished into thin air) পুলিশ তাহার সন্ধান না পাওয়ায় অনুমান করিয়াছিল, সে পলায়ন করিয়া হয় ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, না হয় যে ক্ষুদ্র মোটর-বোটে উঠিয়া সে পলায়ন করিতেছিল তাহা ঝটিকাসঙ্কুল উত্তর সাগরে ডুবিয়া যাওয়ায় সমুদ্র-গর্ভেই তাহার ইহজীবনের অবসান হইয়াছে!

কিন্তু তাহার হত্যাকাণ্ডের পর মিঃ ব্লেক তাহার ঝুটা গোঁফ ও চশমা অপসারিত করিয়া এবং তাহার কৃত্রিম দাঁত দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলেন, সকলেই বুঝিতে পারিল জন স্যাভেজের হত্যাকারী দেশান্তরে পলায়ন না করিয়া লণ্ডনেই ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং গত দুই দিন হইতে ছদ্মবেশে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কয়েক শত গজ দূরবর্ত্তী কস্‌মোপলিটান হোটেলে বাস করিতেছিল, অবশেষে সেই হোটেলের বাহিরে পদার্পণ করিবামাত্র চলন্ত মোটর-কার হইতে নিক্ষিপ্ত কোন অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছে।

জন স্যাভেজ যে ভাবে নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহার হত্যাকারীও সেই ভাবেই নিহত হইল; কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে লণ্ডনের জনসঙ্কুল রাজপথে কে এইরূপ দুঃসাহসের কায করিল?

সে যেদিন নিহত হইল—সেদিন ১৩ই অক্টোবর, সোমবার!—যেদিনের কথা লইয়া চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার আন্দোলন চলিতেছিল, যেদিন লণ্ডনে কি কাণ্ড ঘটে তাহা জানিবার জন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের পুলিশ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর সার্পল্‌স মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ, এই

ব্যক্তি যে যোয়েল গুইলার এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সোনা দিয়া ইহার উপর পাটির সম্মুখের দুইটি দাঁত বাঁধানো আছে, এবং দক্ষিণ কানের নীচে গালের পাশে একটি ক্ষত-চিহ্ন আছে। ঐ স্থান জ্বলন্ত বারুদে পুড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। লোকটা যোয়েল গুইলারই বটে, কিন্তু কে উহাকে হত্যা করিল? হত্যা করিবার কারণই বা কি?”

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পলসের পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলেন; ইন্‌স্পেক্‌টর প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্‌টরের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। ইন্‌স্পেক্‌টর কাহাকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন তাহাও তাঁহার অনুমান করা কঠিন হইল না।

যোয়েল গুইলার জন স্যাভেজকে হত্যা করিয়াছিল, জন স্যাভেজের পুত্র মর্টিমার স্যাভেজ প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া পিতৃহন্তাকে হত্যা করিয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে?—বরং ইহাই স্বাভাবিক। ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পলস সিদ্ধান্ত করিলেন মর্টিমার স্যাভেজই এই কায করিয়াছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ সুস্পষ্ট!

মিঃ ব্লেক মর্টিমার স্যাভেজের হিতৈষী বন্ধু, মর্টিমার বিপন্ন হইলে তিনি তাহাকে সাহায্য করিবেন এবিষয়ে তিনি তাহার পিতার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইন্‌স্পেক্‌টরের ইঙ্গিতে তিনি অসচ্ছন্দ অনুভব করিলেন; অতঃপর তিনি কি করিবেন তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় একজন লোক ব্যগ্রভাবে ইন্‌স্পেক্‌টরের সম্মুখে আসিল। সে হোটেলের আরদালী। যে কয়েক জন লোক যোয়েল গুইলারের মৃতদেহ পথ হইতে তুলিয়া হোটেলের ভিতর বহিয়া আনিয়াছিল—এই আরদালী তাহাদের অন্যতম।

আরদালী ইন্‌স্পেক্‌টরকে বলিল, “আমি একটি কথা জানি, তাহা এখন আপনার নিকট প্রকাশ করাই উচিত মনে হইতেছে।”

ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পলস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কি কথা আমাকে বলা উচিত মনে করিতেছ? যদি এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কোন

আরদালী বলিল, "মিঃ গ্যা-গ্যারাট যখন গুলী খাইয়া পথের উপর লম্বা হইলেন, সেই সময় আমি বাহিরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলাম। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি পথে নামিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার পাশে উপস্থিত হইলাম; কিন্তু আমার সেখানে যাইবার পূর্ব্বেই আর একজন লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি দেখিতে পাইলাম—তিনি মিঃ গ্যারাটের মৃত দেহের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাঁহার পকেটে হাত পুরিয়া দিলেন এবং তাঁহার পকেট হইতে কি একটা জিনিস বাহির করিয়া লইয়া নিজের পকেটে গুঁজিয়া রাখিলেন।—সেই ভদ্রলোকটিকে এই কায করিতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আমার দেখিতে ভুল হয় নাই, একথা জোর করিয়া বলিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জিনিসটা কি, তাহা দেখিতে পাইয়াছিলে?"

আরদালী বলিল, "না, কি জিনিস তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই নাই, তবে সাদা রঙ্গের কোন জিনিস। হাঁ, সাদা বটে; চিঠি-পত্র, কি সাদা কাগজ হইতে পারে।"

ইন্স্পেক্টর সার্পলস বিচলিত স্বরে বলিলেন, "তুমি একটা আস্ত গাধা! যখন তাহাকে গুইলারের পকেট হইতে কিছু বাহির করিয়া লইতে দেখিলে, তখন তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অন্য লোক জন ডাকিলে না কেন? পুলিশ ডাকিলেও ত পারিতে। তাহাকে আটক করাই কি তোমার উচিত ছিল না? কোন্ আক্কেলে তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া এখন আমাদের কাছে সেই কথা বলিতে আসিয়াছ? বেল্লিক, গাধা, ভূত!—সেই লোকটার চেহারা কেমন?—কোন্ দিকে সে পলাইয়াছে শীঘ্র বল।"—ইন্স্পেক্টর তাহাকে ধরিয়া মারেন আর কি!

আরদালী ইন্স্পেক্টরের তিরস্কারে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত না হইয়া সহজ স্বরে বলিল, "আহা, অত গোসা করিতেছেন কেন হুজুর! আমি যে সেই ভদ্রলোকটিকে চিনি; তিনি পলাইবেন কেন?—তিনি আমাদের হোটেলেরই ভাড়াটে, এখন হোটেলে আছেন। হাঁ, ঐ ধারের বারান্দায় বসিয়া আছেন।"

আরদালীর কথা শুনিয়া হোটেলের ম্যানেজার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের

দিকে চাহিল। ম্যানেজার ভাবিল, আরদালীটা আবার কি একটা নূতন ফ্যাসাদ বাধাইবে! কি নির্ব্বোধ, ইন্‌স্পেক্টরকে ও কথা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? ভদ্রলোকেরা হোটেলে আসিয়া যদি নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে না পারেন, পুলিশ তাঁহাদিগকে ধরিয়া টানাটানি করে—তাহা হইলে কোন্ ভদ্রলোক তাহার হোটেলে আসিবে? হোটেলের পশার নষ্ট হইবে। বোকা আরদালীটা কি এ সকল কথা জানে না? ম্যানেজার রুক্ষ স্বরে বলিল, "কোন্ ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে তুমি অভিযোগ করিতেছ বার্টন?"

বার্টন বলিল, "আমি অভিযোগ করিতেছি না, যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "বলিয়া ভালই করিয়াছ। সেই ভদ্রলোকটির নাম কি?"

আরদালী বার্টন বলিল, "তিনি ফরাসী, তাঁহার নাম মসিয়ে ডুমাস্।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি মসিয়ে ডুমাস্‌কে এখানে ডাকিয়া আন। তাঁহাকে বল তাঁহার সঙ্গে আমাদের জরুরি কথা আছে।"

তৃতীয় প্রস্তাব

সন্দেহভাজন

বার্টন তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। কয়েক মিনিট পরে সে সুবেশধারী একজন প্রৌঢ় ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিল। তাঁহার কাল গোঁফ-জোড়াটা খাটো, চিবুকের নীচে কয়েক গাছা দাড়ি। ঐরূপ দাড়িকে সাহেব লোক 'ইম্পিরিয়াল' বলে। আজ কাল অনেক সাহেবী মেজাজের দেশী ভদ্রলোকও দাড়ি কামাইয়া' ঐরূপ 'ইম্পিরিয়াল' রাখিতেছেন। রমজান মিঞা উহাকেই 'খোদার নূর' বলেন।

'খোদার নূর'-ধারী ফরাসী ভদ্রলোকটি যোয়েলের মৃতদেহের দিকে মিট্‌মিট্‌ করিয়া চাহিলেন; তিনি কিছুমাত্র ক্ষোভ বা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। তাহার পর তিনি ইন্‌স্পেক্‌টরের মুখের দিকে অকুণ্ঠিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিলেন, "আপনি আমাকে এখানে ডাকিয়াছেন ?"

ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পলস্ তাঁহার নোট-বহি খুলিয়া, লিখিবার ভঙ্গিতে পেন্সিলটি হাতে লইয়া মিঃ ব্লেককে ইঙ্গিতে জানাইলেন, "আপনিই উহাকে জেরা করুন, আমি লিখিয়া লই।"

মিঃ ব্লেক মসিয়ে ডুমাস্‌কে বলিলেন, "আমরা আপনাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত ডাকিয়াছি।—শুনিলাম আপনার নাম ডুমাস্ ?"

ফরাসী ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আপনারা ঠিকই শুনিয়াছেন; আমার নাম জুলি ডুমাস্। আমি বণিক, লিও নগরে আমার রেশমের কারবার আছে। আমি বণিক-সম্মিলনীর অধিবেশনে যোগদানের জন্ত লণ্ডনে আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক নিহত যোয়েল গুইলারের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "ঐ লোকটি কি আপনার পরিচিত ?"

জুলি ডুমাস্ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, উহার সহিত আমার পরিচয় ছিল না; তবে উহাকে এই হোটেলে দেখিয়াছিলাম বটে। উহাকে আমি চিনি না, এবং উহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি ঐ লোকটিকে গুলীর আঘাতে পথে পড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন ?"

জুলি ডুমাস্ বলিলেন, "আমি পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া পথের দিকে চাহিয়া দেখি ভদ্রলোকটি পথের উপর লুটাইয়া পড়িল! আমি তাড়াতাড়ি উহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি বলিলেন—আপনি পিস্তলের শব্দ শুনিয়া উহার দিকে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যে পিস্তলের শব্দ—ইহা আপনি কিরূপে বুঝিলেন ? তাহা কোন মোটরের 'ব্যাক ফায়ার' হইলেও হইতে পারিত।" (It might have been the back-fire of a motor.)

জুলি ডুমাস মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়াই বলিলেন, "আপনার প্রশ্ন অসঙ্গত নহে, কিন্তু শব্দ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ লোকটিকে যখন পথের উপর সটান পড়িয়া যাইতে দেখিলাম, তখন আমার ধারণা হইল উহার দেহে পিস্তলের গুলী বিদ্ধ হইয়াছে। তাহার পর উহার পাশে গিয়া দেখিলাম পিস্তলের গুলীতে উহার কোট ফুটা হইয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তাহার পর আপনি উহার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পকেট হইতে কি বাহির করিয়া লইয়াছিলেন মসিয়ে ডুমাস্ ?"

মিঃ ব্লেকের প্রশ্নে মাসয়ে ডুমাস্ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্ম-সংবরণ করিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "আমি উহার নাম জানি না, উহার পকেট হইতেও কোন জিনিস বাহির করিয়া লই নাই। ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে এ অত্যন্ত নোংরা অভিযোগ। আপনার এ কথা বলিবার কারণ কি ?"

মিঃ ব্লেক হোটেলের আরদালী বাটনের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, ঐ আরদালীটা বলিতেছিল—আপনি গুইলারের দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উহার পকেটে হাত পুরিয়াছিলেন, এবং উহার পকেট হইতে কোনও

জিনিস বাহির করিয়া লইয়া নিজের পকেটে রাখিয়াছিলেন। আপনি কি বলিতে চাহেন আরদালী আপনাকে ফ্যাসাদে ফেলিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিয়াছে ?”

আরদালী বলিল, “পুলিশের কাছে মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদের হোটেলের একজন সম্ভ্রান্ত অতিথিকে ফ্যাসাদে ফেলিয়া লাভ কি ?—উনি ঐ মৃতব্যক্তির পকেট হইতে কোন একটা সাদা জিনিস বাহির করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা কি উনি অস্বীকার করিতে পারেন ?—হাঁ, সাদা জিনিস, ধব্‌ধবে সাদা।”

জুলি ডুমাস্‌ অবিচলিত স্বরে বলিলেন, “আরদালী একটু ভুল করিয়াছে মহাশয়! তবে ও যে মিথ্যা বলিয়াছে—ইহাও বলিতে পারি না। উহার কথা এক হিসাবে সত্য। আমার রুমালখানি সে সময় আমার হাতেই ছিল, সেখানি সাদা রুমাল। সেই রুমাল দিয়া মৃতব্যক্তির মুখ মুছাইয়া তাহা আমার পকেটে রাখিয়াছিলাম। ইহা দেখিয়া আরদালীর বোধ হয় ধারণা হইয়াছিল আমি মৃত ব্যক্তির পকেট হইতে কোন সাদা জিনিস বাহির করিয়া লইয়া নিজের পকেটে রাখিয়াছিলাম। মানুষ যখন কোন লোমহর্ষণ সাংঘাতিক ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হয়—তখন রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; সেজন্য উহার দোষ দিতে পারি না।”

মিঃ ডুমাসের কৈফিয়ৎ শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর সার্পলিস হতাশভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি রহস্যভেদের আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন ফরাসীটাকে জেরায় কাবু করিয়া অনেক গুপ্ত কথা বাহির করিয়া লইবেন; কিন্তু লোকটা এক ফুৎকারে তাঁহার আশমানের কিল্লা উড়াইয়া দিল! লোকটা হয় ভয়ঙ্কর চতুর, না হয় সত্যবাদী। ইন্‌স্পেক্টর সার্পলিস মসিয়ে ডুমাস্‌কে সন্দেহ করিবার কোন কারণ পাইলেন না; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাঁহার কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি সংযত স্বরে বলিলেন, “আপনার কৈফিয়ৎ সঙ্গত হইতেও পারে, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইবার জন্য আপনার পকেটগুলি পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।”

মসিয়ে ডুমাস্‌ এই প্রস্তাব অপমানজনক মনে করিয়া বিরক্তিভরে বলিলেন,

"ভদ্রলোকের কথা অবিশ্বাস করাই পুলিশের পেশা ; সুতরাং তাহারা শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিলে আমার ক্ষুব্ধ হইয়া লাভ নাই। আমার পকেটে যে সকল জিনিস আছে তাহা আপনাদিগকে দেখাইতে আমার আপত্তি নাই—কিন্তু একটা কথা, মৃতব্যক্তির পকেট হইতে কোন জিনিস যদি সত্যই বাহির করিয়া লইয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা অবিলম্বে অন্য কোথাও লুকাইয়া না রাখিয়া, বোকার মত পকেটেই রাখিয়া পুলিশের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, আমাকে এতদূর নির্ব্বোধ মনে করা কি বুদ্ধিমানের কায ?—এখন দেখুন আমার পকেটে কি কি আছে"---তিনি পকেটের জিনিসগুলি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। সকলেই দেখিলেন, তাঁহার পকেটে একটি ঘড়ি, এক থোকা চাবি, কয়েকটি রৌপ্য-মুদ্রা, একখানি সাদা রুমাল এবং চর্ম্মনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ ভিন্ন সন্দেহজনক কোন দ্রব্য ছিল না। ব্যাগটি খুলিয়া, তাহার ভিতর যাহা ছিল তাহাও তিনি বাহির করিয়া দেখাইলেন। ব্যাগের ভিতর একতাড়া ব্যাঙ্কনোট, লিও নগরের অধিবাসী জুলি ডুমাসের নামের একখানি পাস-পোর্ট এবং একখানি ছোট কার্ড ছিল। সেই কার্ডখানি সম্মিলনীতে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র। তাহাতে যে কথাগুলি মুদ্রিত ছিল, তাহার অর্থ এইরূপ—

"এতদ্বারা আপনাকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বর্ষে ইংল্যাণ্ডের লণ্ডন নগরস্থ কস্‌মোপলিটান হোটেলে আন্তর্জাতিক বণিক-সমিতির যে বার্ষিক সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে, সেই সভায় আগামী বর্ষের জন্য কার্য্য-পরিচালক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে। প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা প্রস্তাবিত সম্মিলনীতে যোগদানের জন্য আগামী ১৩ই অক্টোবর সোমবার প্রভাতে বা তাহার পূর্ব্বে উক্ত হোটেলে উপস্থিত হইবেন।"

ইন্‌স্পেক্টর সার্পলিস্ এই কার্ডখানি পরীক্ষা করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "হুম্ !, এই কার্ডখানি যোয়েল গুইলারের পকেটে ছিল বলিয়া ত মনে হয় না। দেশ দেশান্তরের সম্ভ্রান্ত বণিকগণের এই সম্মিলনীর সহিত সেই নরহন্তা দস্যুর কোন সম্বন্ধ ছিল—ইহাও বিশ্বাসের অযোগ্য। মসিয়ে ডুমাস্ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, তিনি বণিক-সমিতির প্রতিনিধি। এই কার্ডখানি উঁহার নিমন্ত্রণপত্র।"

মিঃ ব্লেক অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "হাঁ, তাহাই বটে। মসিয়ে ডুমাস্‌কে আর এখানে আট্‌কাইয়া রাখিয়া লাভ নাই। আরদালীটা উহার রুমাল দেখিয়া ঐ রকম ভুল করিয়াছিল

ইন্‌স্পেক্‌টর বলিলেন, "হাঁ, উনি যাইতে পারেন। আমি এখনই ইয়ার্ডে ফোন করিব, ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স্ যে গাড়ীতে হত্যাকারীর মোটরের অনুসরণ করিয়াছেন, সেই গাড়ী হইতে কোন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কি না জানিবার আগ্রহ হইয়াছে। মিঃ ব্লেক, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন, দুই একটি কথা আছে।"

তাঁহারা মসিয়ে ডুমাস্‌কে ছাড়িয়া দিয়া হোটেলের ম্যানেজারের খাস আফিসে প্রবেশ করিলেন। ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পল্‌স্ দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের আফিসে টেলিফোন করিয়া জানিতে পারিলেন, ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স্ পুলিশের যে ভ্রাম্যমান শকটে যোয়েল গুইলারের হত্যাকারীর অনুসরণ করিয়াছিলেন—তাহা ফিরিয়া আসে নাই এবং ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌সের নিকট হইতে বে-তারে কোন সংবাদও পাওয়া যায় নাই। তিনি হত্যাকারীর কালো মোটরের অনুসরণ করিয়া তাহা ধরিতে পারিয়াছেন কিনা তাহাও জানিতে পারা যায় নাই।

ইন্‌স্পেক্টর সার্পল্‌স্ টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "এখন কথা এই যে, কে যোয়েল গুইলারকে হত্যা করিয়াছে? আপনি কাহাকে সন্দেহ করেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার যাহাকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ হইয়াছে, আমি তাহাকে সন্দেহ করি না। অনুমানকে সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে অনেক সময় ঠকিতে হয়; ভুল পথে ঘুরিয়া বেড়াইলে সত্যের সন্ধান পাওয়া কঠিন হয়। আপনি মর্টিমার স্যাভেজকেই হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, কারণ যোয়েল গুইলার তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিল; সে প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া পিতৃহন্তাকে গুলী করিয়া মারিয়াছে এইরূপ ধারণা স্বাভাবিক হইলেও ইহা সত্য কি না তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। গুইলার মর্টিমারের পিতাকে হত্যা করিয়াছিল বটে, কিন্তু—"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইন্‌স্পেক্টর সার্পলস বলিলেন, "কিন্তু কয়েক দিন পূর্ব্বে মর্টিমার স্যাভেজের সঙ্গে আমার দেখা হইলে সে আমাকে কি বলিয়াছিল জানেন?—সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিল এ দেশের পুলিশ এক পাল অকর্ম্মণ্য, নিরেট বোকা! (a bunch of incapable, block-headed idiots) তাহাদের অপরাধ—এখনও তাহারা পলাতক গুইলারকে গ্রেপ্তার করিতে পারিল না। কেবল ইহাই নহে, সে আরও বলিয়াছিল—গুইলারকে সে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিবে। তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম সে যাহা বলিয়াছে, তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি স্বীকার করি মর্টিমার স্যাভেজ একথা বলিতে পারে। যে তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছে তাহাকে দেখিতে পাইলে গুলী করিয়া মারিবার জন্য তাহার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু সে স্বয়ং গুইলারকে হত্যা করিয়াছে ইহার প্রমাণ কোথায়?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "মর্টিমার যদি এ কায করিয়া থাকে তাহা হইলে আমি তাহার নিন্দা করিতে পারি না; যে তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছে তাহাকে সে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিবে, খৃষ্টান হইলেও আমি ইহা আশা করিতে পারি কি? কিন্তু আমরা আইনের অনুজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য; আইনের বিধান আমাকে মানিয়া চলিতেই হইবে। আপনাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, অবস্থা বিবেচনায় মর্টিমার স্যাভেজকেই গুইলারের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করা স্বাভাবিক। অন্য যে কেহ গুইলারকে হত্যা করুক, মর্টিমারকেই সর্ব্বপ্রথমে সন্দেহ না করিয়া উপায় নাই। যদি সে সত্যই নিরপরাধ হয় তাহা হইলে আশা করি সে বিশ্বাসযোগ্য ছাপাই সাক্ষী দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারিবে যে, আজ বেলা দুইটা আঠার মিনিটের সময় সে একখানা কালো মোটর-কারে নরদ মুবারল্যাণ্ড এভিনিউ দিয়া কস্‌মোপলিটান হোটেল পার হইয়া যায় নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর সার্পলস মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যাহাই হউক, আমি

টেলিফোনে তাহাকে ডাকিয়া দেখি ; যদি সে বাড়ীতে না থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই খানসামাটার নিকট দুই একটি কাযের কথা জানিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক একটা চুরুট ধরাইয়া লইয়া চিন্তাকুল চিত্তে ইন্স্পেক্টর সার্পল্সের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল অবস্থা বিবেচনায় ঘটনাচক্র মরটিমার স্যাভেজের অত্যন্ত প্রতিকূল! যোয়েল গুইলার আমেরিকান দস্যু, দেশে তাহার শত্রুর অভাব ছিল না ; সম্ভবতঃ তাহার কোন শত্রু লণ্ডন পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, এবং তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। সে যোয়েল গুইলারকে কস্মোপলিটান হোটেল হইতে পথে নামিতে দেখিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু মিঃ ব্লেক ভাবিয়া দেখিলেন তাঁহার এই অনুমানের সমর্থনযোগ্য কোন প্রমাণ নাই। মরটিমার স্যাভেজের অপরাধেরও কোন প্রমাণ ছিল না বটে, কিন্তু সে তাহার পিতৃহন্তাকে দেখিতে পাইলেই হত্যা করিত ইহা স্বাভাবিক, তাহার উপর সে ইন্সপেক্টর সার্পল্সকে বলিয়াছিল সে যোয়েল গুইলারকে হত্যা করিয়া তাহার দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিবে।

মিঃ ব্লেকের দুশ্চিন্তার আরও একটি কারণ ছিল। যে ব্যক্তি যোয়েল গুলাইরকে হত্যা করিয়াছিল, সে যে মোটর-কারে ছিল—তাহা কৃষ্ণবর্ণ মোটর-কার ; মরটিমার স্যাভেজ যে গাড়ীখানি ব্যবহার করিত তাহাও কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং তাহাকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

অতঃপর ইন্সপেক্টর সার্পল্স টেলিফোনের কলের নিকট উপস্থিত হইয়া রিসিভার তুলিয়া লইলেন, এবং মরটিমার স্যাভেজকে তাহার বাড়ীর টেলিফোনে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। টেলিফোনের ঝণ্‌ঝণি শুনিয়া মরটিমারের ঘর হইতে একজন সাড়া দিয়া বলিল, "মিঃ স্যাভেজ গৃহে অনুপস্থিত।" কিন্তু ইন্সপেক্টর সার্পল্সের সন্দেহ হইল তাহা মরটিমারেরই কণ্ঠস্বর! এই জন্য তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কি বলিলে? মিঃ স্যাভেজ বাড়ী নাই? কিন্তু ঐ কণ্ঠস্বর যে তোমারই মিঃ স্যাভেজ! আমি কি তোমার গলার আওয়াজ চিনি না?—কি বলিলে? তুমি মিঃ স্যাভেজ নও, অন্য লোক?—হাঁ, এবার

অন্য রকম কণ্ঠস্বরই শুনিতেছি বটে, তা, মিঃ স্যাভেজ কোথায় গিয়াছেন, তুমি জান না?—কি? তিনি তোমাকে বলিয়া যান নাই? তোমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, চুলোয় যাও!"

ইন্‌সপেক্‌টর রাগ করিয়া রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন। তাহার পর মিঃ ব্লেককে বিচলিত স্বরে বলিলেন, "মরটিমার না কি বাড়ীতে নাই! আমার বিশ্বাস—এ তাহার চালাকি। আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি মরটিমার স্যাভেজই টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিল! শেষে ধরা পড়িবার ভয়ে কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। সে নিজেই আমাকে বলিল সে কোথায় গিয়াছে তাহা বাড়ীতে বলিয়া যায় নাই! কি রকম শয়তানী দেখিলেন ত? আমি তাহাকে সহজে ছাড়িব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার ওরকম চালাকি করিবার প্রয়োজন কি?"

ইন্‌সপেক্‌টর বলিলেন, "প্রয়োজন আছে বৈ কি। আমার কথা শুনিয়া তাহার সন্দেহ হইয়াছিল পুলিশই তাহার খোঁজ করিতেছে। আমার বিশ্বাস, সে কোথাও সরিয়া পড়িবার আয়োজন করিতেছে। আমি একখান ট্যাক্সি লইয়া এই মুহূর্ত্তেই বার্কষ্টোন স্কোয়ারে যাইব। সে পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিব। না, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

ইন্‌সপেক্‌টর সার্পলস মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে হোটেলের বাহিরে আসিলেন; হোটেলের বারান্দায় তাঁহারা নানা দেশের নূতন নূতন লোক দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—তাহারা নানা দেশ হইতে আন্তর্জাতিক বণিক-সম্মিলনীর অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিয়াছে।

তাঁহারা হোটেলের বারান্দা দিয়া বাহিরে আসিবার সময় সম্মুখেই একজন বিরাটদেহ গোলমুখো চীনাম্যানকে, একটা বিশালকায় স্পানিয়ার্ডকে ও একজন প্রকাণ্ড জোয়ান জর্ম্মানকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা আরও কয়েকগজ অগ্রসর হইলে বাদামী রঙ্গের একটা রুসিয়াল তাঁহাদের সম্মুখে পড়িল।

ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পলস বলিলেন, "পৃথিবীর সকল জাতির লোকই এখানে জুটিয়াছে দেখিতেছি! আমি ঘর হইতে বাহির হইতেই পরিচিত একটা

বদমায়েসকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিলাম; তাহাকে বলিয়া দিয়াছি সে যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এদেশ ছাড়িয়া না যায় তাহা হইলে তাহাকে জেলে পুরিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “দেশ ত্যাগ করিবার জন্য তুমি তাহাকে এক দিন সময় দিয়া ভালই করিয়াছ। আজ ১৩ই অক্টোবর, আজ যদি সে বেচারাকে এদেশ হইতে চলিয়া যাইতে হইত, তাহা হইলে তাহার অবস্থাও হয় ত জিমির মত হইত।”

ইন্‌স্পেকটর সার্প্‌ল্‌স বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিঃ ব্লেক ঐ কথা কেন বলিলেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

হোটেলের বাহিরে একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া তাঁহারা দশ মিনিটের মধ্যে বার্কষ্টোন স্কোয়ারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা জন স্যাভেজের সুবিশাল অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া জানালাগুলির শার্শি খড়খড়ি সমস্তই বন্ধ দেখিলেন। সিঁড়ির উপর ধূলা মাটী ও কাগজের টুকরা পড়িয়া ছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, সোপানশ্রেণী সম্মার্জ্জনীর দ্বারা পরিস্কৃত করা হয় নাই। দরজার পিতলের হাতল নিবিড় কুজ্ঝটিকার সংস্পর্শে গাবিয়া উঠিয়াছিল। তাহাতেও কাহারও হাত পড়ে নাই।

ইন্‌স্পেকটর ঘণ্টার দড়ি টানিয়া অসহিষ্ণু ভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই তিন মিনিট পরে মর্টিমার স্যাভেজের খানসামা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। সে মিঃ ব্লেকের সঙ্গে একজন ইন্‌স্পেকটরকে দ্বার-প্রান্তে উপস্থিত দেখিয়া খানসামা কোমার অত্যন্ত বিচলিত হইল।

ইন্‌স্পেকটর কোমারকে অগ্রাহ্য করিয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং চারিদিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “আমি মিঃ স্যাভেজের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। তাঁহাকে বল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্‌স্পেকটর সার্প্‌ল্‌স কোন জরুরি কাযে আসিয়াছেন, এবং হল-ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন।”

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেকটরের পাশেই ছিলেন, খানসামা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার

মুখের দিকে চাহিয়া ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পলস্‌কে বলিল, "দুঃখের বিষয় আমার মনিব মিঃ স্যাভেজ এখন বাড়ী নাই ; তিনি বাহিরে গিয়াছেন, কখন ফিরিবেন তাহা বলিয়া যান নাই।"

ইন্‌স্পেক্‌টর সোৎসাহে বলিলেন, "হুম্‌! বাড়ী নাই ? তাহা হইলে তিনি তাঁহার সেই কালো মোটর-গাড়ী লইয়াই বাহিরে গিয়াছেন ? ঠিক, আমি এই রকমই আশা করিয়াছিলাম।"—ইন্‌স্পেক্‌টর মিঃ ব্লেকের মুখের উপর সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

খানসামা ইন্‌স্পেক্‌টরের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "না মহাশয়, তিনি হাঁটিয়াই বাহিরে গিয়াছেন,তবে আমি তাঁহাকে বাহিরে যাইতে দেখি নাই বটে।"

ইন্‌স্পেক্‌টর বলিলেন, "না দেখাই সম্ভব বটে। তিনি বাহিরে গিয়াছেন কি না তাহাও বোধ হয় তোমার ঠিক জানা নাই ?"

তিনি হল-ঘরের চারি দিকে চাহিয়া এক দিকের দেওয়ালে টেলিফোনের কল সংস্থাপিত দেখিলেন। তিনি খানসামাকে বলিলেন, "প্রায় পনের মিনিট পূর্ব্বে আমি এখানে টেলিফোন করিয়াছিলাম ; কে একজন আমাকে উত্তর দিয়াছিল, বলিয়াছিল মিঃ স্যাভেজ বাড়ী নাই। কে একথা বলিয়াছিল ?"

খানসামা কোমার বলিল, "আমিই টেলিফোনে ও কথা বলিয়াছিলাম। হাঁ, আপনারই গলার আওয়াজ শুনিয়াছিলাম বটে।"

ইন্‌স্পেক্‌টর বলিলেন, "কিন্তু আমি যে কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, তাহা ত তোমার নয়।"

মিঃ ব্লেক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কোমারের মুখের দিকে চাহিলেন। কোমার লোকটি বেঁটে, সে মিঃ ব্লেকের পাশে দাঁড়াইলে তাহার মাথা তাঁহার কাঁধের নীচে থাকিত। মিঃ ব্লেক দেখিলেন টেলিফোনের মুখ-নলটি দেওয়ালের যে স্থানে ছিল তাহার নীচে দাঁড়াইলে কোমারের মুখ ততখানি উঁচুতে উঠিত না। তিনি কোমারকে বলিলেন, "শোন কোমার, মিঃ সার্পলস কয়েক মিনিট পূর্ব্বে টেলিফোনে তোমার মনিবকে ডাকিলে তুমি উঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলে বলিলে না ?"

কোমার বলিল, "হাঁ হুজুর, টেলিফোনে আমিই সাড়া দিয়া উঁহার কথার জবাব দিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার পর আর কেহ ঐ টেলিফোন ব্যবহার করিয়াছিল ?"

কোমার বলিল, "না মহাশয় !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ঠিক জান—তুমি ইন্স্পেক্টর সার্পলসের সঙ্গে কথা কহিবার পর ঐ কল আর কেহ স্পর্শ করে নাই ?"

কোমার দৃঢ় স্বরে বলিল, "হাঁ, আমি ঠিক জানি। আর কেহ এ বাড়ীতে নাই, কে উহা ব্যবহার করিবে ?"

ইন্স্পেক্টর স্তব্ধভাবে এই সকল কথা শুনিতে লাগিলেন, মিঃ ব্লেক মর্টিমারের খানসামাকে ও ভাবে জেরা করিতেছেন কেন—তাহা ইন্স্পেক্টর সার্পলসের বোধগম্য হইল না।

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কথা সত্য হইলে তাহা তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে। তুমি হাত মুখের ব্যবহারে আমাকে তাহা বুঝাইয়া দাও কোমার !"

কোমার তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি করিতে হইবে আমাকে, হুজুর !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মনে কর ঐ টেলিফোনে কেহ ডাকাডাকি করিতেছে, ঝণ্ ঝণ করিয়া আওয়াজ হইতেছে। তোমার মনিব বাড়ী নাই, তোমাকেই সাড়া দিতে হইবে। তুমি ওখানে গিয়া উত্তর দাও। (you must go and answer the call.) রিসিভার লইয়া 'হালো' বলিয়া সাড়া দাও—যাও।"

খানসামা মিঃ ব্লেকের আদেশে টেলিফোনের কলের কাছে গিয়া রিসিভার তুলিয়া লইল, কিন্তু মুখ-নলটি এত উচ্চে ছিল যে, সেখানে তাহার মুখ উঠিল না, অগত্যা সে মাথা নামাইয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইল। নিজের ফাঁদে তাহাকে ধরা দিতে হইল। সে বুঝিতে পারিল টেলিফোনের মুখ-নল টানিয়া তাহার মুখের কাছে না আনিলে (pull it

down on a level with his mouth) টেলিফোনে কথা বলা তাহার অসাধ্য।

এতক্ষণ পরে ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পল্‌স মিঃ ব্লেকের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি যদি ইন্‌স্পেকটরের প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাক, তাহা হইলে বোধ হয় চেয়ার টানিয়া আনিয়া তাহার উপর উঠিয়া টেলিফোনের মুখ-নল ব্যবহার করিয়াছিলে! নতুবা ছয় ফিট লম্বা কোন লোক ভিন্ন অন্য কেহ এখানে দাঁড়াইয়া ঐ মুখ-নলে কথা বলিতে পারিত না। মিঃ স্যাভেজই সেইরূপ লম্বা লোক। ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পল্‌স, আপনার অনুমানই সত্য। মর্টিমারই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল। সে বাহিরে গিয়াছে, একথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না; এখনও সে বোধ হয় এই বাড়ীতেই আছে।"

খানসামা কোমার মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে উৎকণ্ঠিত ভাবে সেই হল-ঘরের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত কক্ষটির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'না, না, তিনি ও ঘরে নাই।"

তাহার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্‌টর উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন। ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পল্‌স বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনার কৌশল অব্যর্থ; এই খানসামাটা আপনার জেরায় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, উহার কথা মিথ্যা। পাছে উহার মনিবকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাই এই ভয়ে প্রভুভক্ত ভৃত্য পুনর্ব্বার মিথ্যা কথা বলিল; উহার কথা শুনিয়াই বুঝিয়াছি মর্টিমার স্যাভেজ ঐ পাশের ঘরে লুকাইয়া আছে। সে আমাদের চোখে ধূলা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু এখন আর তাহার কোন চালাকি খাটিবে না। চলুন তাহার সঙ্গে দেখা করি; সে কি করিয়া আত্মসমর্থন করিবে তাহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পল্‌স মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া হল-ঘরের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত কক্ষের দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি দ্বারে করাঘাত করিয়া হাতল ঘুরাইলেন, তাহার পর দ্বার ঠেলিতেই তাহা খুলিয়া গেল।

ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পল্‌স মর্টিমার স্যাভেজের মুখের দিকে চাহিয়া প্রচ্ছন্ন

বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "এই যে মিঃ স্যাভেজ, আপনি ঘরেই আছেন ত! আপনার খানসামা বলিতেছিল আপনি বাহিরে গিয়াছেন! এ ভুল বোধ হয় তাহার জ্ঞাতসারে হয় নাই?"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্‌টরের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার কাঁধের উপর দিয়া মর্টিমারের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই সুসজ্জিত কক্ষটি তখন তাম্রকূট-ধূমে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তাঁহাদের উভয়কে অনাহূত ভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মর্টিমার স্যাভেজ বিদ্যুদ্বেগে চেয়ার হইতে উঠিয়া এক লম্ফে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল।

তখন তাহার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর; তাহার মুখ আরক্তিম, মানসিক উত্তেজনায় ও ক্রোধে তাহার নীলাভ চক্ষুতারকা হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। তাহার পিতার মৃত্যুতে বিশেষতঃ সে দস্যুর সন্তান এই সংবাদ অবগত হইবার পর তাহার প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা বিস্ময়জনক। তাহার প্রফুল্লতা, উদ্যম, উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি, দেশভ্রমণের প্রবৃত্তি, শিকারের আগ্রহ বিলুপ্ত হইয়াছিল। বন্ধুসমাজে মিশিতেও আর তাহার ইচ্ছা হইত না। সে সর্ব্বদা বিরলে বসিয় তাহার ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিত। মিঃ ব্লেক কয়েক দিন পূর্ব্বেও যে আমোদপ্রিয় সদাহাস্যময় সুরসিক সদাশয় যুবককে দেখিয়াছিলেন, আজ আর তাহার সে ভাব দেখিতে পাইলেন না। তাহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

মর্টিমার স্যাভেজ ইন্‌স্পেক্টর সার্পলস্‌কে লক্ষ্য করিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পলস্‌, তোমার এই ব্যবহার অত্যন্ত আপত্তিজনক; তুমি কি বুঝিতে পার নাই যে,এখানে এই ভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়া তুমি শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছ; তবে যদি তুমি তল্লাসী পরোয়ানা লইয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাক তাহা হইলে আমার আপত্তি চলিতে পারে না।"

ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পলস্‌ গভীর স্বরে বলিলেন, "ইচ্ছা করিলেই আমি তল্লাসী পরোয়ানা আনিতে পারিতাম, কিন্তু তাড়াতাড়ি তাহা আনিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় নাই। তুমি দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া আছ, এবং

কেহ তোমার খোঁজ করিলে তুমি বাড়ীতে আছ এ সংবাদ গোপন করিতেছ, ইহার কি কোন সঙ্গত কারণ আছে? আমি তোমাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি; তুমি সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া সতর্কভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিও, নতুবা—"

মর্টিমার বলিল, "নতুবা কি?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "নতুবা তোমার বিপদের আশঙ্কা আছে।"

মর্টিমার বলিল, "কোনও বিপদকে আমি গ্রাহ্য করি না, তোমার দরদ দেখাইবারও প্রয়োজন নাই; তোমার কি বলিবার আছে বলিতে পার। আমি কাহারও সহানুভূতি বা বন্ধুত্ব প্রার্থনা করি না।"—মিঃ ব্লেককে ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে দেখিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই সে এ কথা বলিল।

মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিলেন না। ইন্‌স্পেক্টর সার্পলস বলিলেন, "আজ বেলা দুইটা আঠার মিনিটের সময় তুমি কি অবস্থায় কোথায় ছিলে জানিতে চাই।"

মর্টিমার উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমার বিনানুমতিতে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ কি তাহাই আমি আগে জানিতে চাই।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ কারণ আছে। আজ বেলা ঠিক দুইটা আঠার মিনিটের সময় যোসেল গুইলার নর্দামবারল্যাণ্ড এভিনিউর কস্‌মোপলিটান হোটেলের সম্মুখে নিহত হইয়াছে; আততায়ী তাহাকে গুলী মারিয়া হত্যা করিয়াছে।"

এই সংবাদ শুনিয়া মর্টিমার হ্যাতেজ ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে দুই হাতে টেবিল ধরিয়া সামলাইয়া লইল। তাহার চক্ষুতে কৌতূহল ও বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল; সে বিহ্বল দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর সার্পলসের মুখের দিকে চাহিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন মর্টিমার তাহার পিতৃহন্তার হত্যাকাণ্ডের সংবাদ এই প্রথম শুনিল, তাহার এইরূপ বিচলিত ভাব সুদক্ষ অভিনেতার অভিনয় নহে; সে সত্যই

নিরপরাধ, তাহাকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ নাই।—তাঁহার বুকের উপর হইতে যেন দুর্ব্বহ পাষাণ-ভার নামিয়া গেল।

মর্টিমার স্যাভেজ তাহার কেশরাশির ভিতর অঙ্গুলি চালনা করিয়া শুষ্ক হাস্যে বলিল, "যোয়েল গুইলার সত্যই নিহত হইয়াছে? এই সংবাদের জন্য তুমি আমার ধন্যবাদের পাত্র ইন্‌স্পেকটর! তুমি আমার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করিয়া যে অশিষ্টাচরণ করিয়াছ আমি তাহা মার্জ্জনা করিলাম। সেই পাজী ছুঁচো রাস্কেলটা কাহার গুলীতে মরিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

ইন্‌স্পেকটর সার্পলস বলিলেন, "আমি ত সেই কথাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি; তুমি এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নাই। আমি জানিতে চাই আজ বেলা দুইটা আঠার মিনিটের সময় তুমি কোথায় ছিলে? তোমাকে অবিলম্বে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।"

কিন্তু মর্টিমার স্যাভেজ ইন্‌স্পেকটরের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া ইন্‌স্পেকটর সার্পলস অসহিষ্ণু ভাবে কি বলিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তিনি আর কোন কথা উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই সেই কক্ষস্থ টেবিলের অন্যপ্রান্তে স্প্রিংএর শব্দ হইল, এবং একখানি প্রকাণ্ড 'আর্মচেয়ার' ঘুরিয়া আসিলে একটি ভদ্রলোক তাহা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ইন্‌স্পেকটর সার্পলস ও মিঃ ব্লেকের সম্মুখীন হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি বোধ হয় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া আপনাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারি।—যদি এ কথা জানিয়া কাহারও কিছু লাভ থাকে তাহা হইলে আমি আনন্দের সহিত তাহাকে জানাইতেছি যে, আমি ও মিঃ মর্টিমার স্যাভেজ আজ বেলা দুইটা বাজিবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্ব হইতে এই কক্ষে বসিয়া আছি। এই দীর্ঘকালের মধ্যে মিঃ স্যাভেজ একবারও আমার নিকট হইতে উঠিয়া যান নাই।"

সেই কক্ষটি নিবিড় তাম্রকূট-ধূম্রে তখন পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন ছিল, এজন্য ইন্‌স্পেকটর সার্পলস বক্তার মুখ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে না পাওয়ায় উদ্ধত স্বরে বলিলেন,

"আপনি কে মহাশয় এভাবে মোড়লী করিতেছেন? আমি যাহাকে প্রশ্ন করিলাম সে কোন কথা বলে না, আর আপনি গায়ে পড়িয়া—"

কিন্তু ইন্‌স্পেক্‌টর এই বাক্যোচ্ছ্বাস সহসা রুদ্ধ হইল; তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পূর্ব্বোক্ত বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমাকে ক্ষমা করুন মিঃ ডেলকোর্ট! কথাটা আপনি বলিয়াছেন—ইহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই; আপনি এখানে আছেন তাহাও জানিতাম না।"

চতুর্থ প্রস্তাব

নূতন প্রস্তাব

ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পলসের কথা শুনিয়া মিঃ হর্টন ডেলকোর্ট মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে একটু হাসিলেন; তাঁহার সেই হাসির অর্থ ইন্‌স্পেক্‌টর তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া প্রথমে যে ভাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ত্রুটি তিনি মার্জ্জনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি কোটের দুই পকেটে হাত পুরিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! মিঃ ব্লেক, আপনিও এখানে?"

তিনি দুই এক পা অগ্রসর হইয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে হাত বাড়াইলে মিঃ ব্লেক তাঁহার হাত ধরিয়া ঝাঁকাইয়া দিলেন; কিন্তু ইন্‌স্পেক্‌টর সার্পলসের সাপের ছুঁচো ধরার মত অবস্থা হইল। তিনি মর্টিমার স্যাভেজের সন্ধানে তাহার বাড়ীতে আসিয়া হর্টন ডেলকোর্টের মত সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইবেন ইহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া ভীষণ অজগর!

মিঃ ডেলকোর্ট লণ্ডনের অভিজাত সমাজে সুপরিচিত; লণ্ডনের অধিকাংশ রাজনীতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। ইংলণ্ডের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের তিনি পরিচালক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন তিনি 'জষ্টিস্ অফ দি পিস্', রাজকীয় কারাগার সমূহেরও কমিশনর ছিলেন। লণ্ডন পুলিসের বিখ্যাত চীফ কমিশনর সার হেনরী ফেয়ারফক্স তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই সকল কারণে পুলিশ কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে অত্যন্ত সমীহ করিয়া চলিতেন। অনেক ইন্‌স্পেক্‌টর তাঁহাকে মুরুব্বি মনে করিতেন। পুলিশের সাধ্য কি—তাঁহার প্রতি তাচ্ছীল্য প্রদর্শন করে?

মর্টিমার স্যাভেজ দুই এক মিনিট স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে হাত বাড়াইল; তাহার পর মৃদু স্বরে বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন ইহা আগে জানিতে পারি নাই মিঃ ব্লেক! আমি

তোমাদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, কেহ যেন এখানে আসিয়া আমাদিগকে বিরক্ত না করে। আজ কাল আমার মনের অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, কোন বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হয় না। কেহ দেখা করিতে আসিলেও দেখা করি না। আর সত্য কথা বলিতে কি, আমার বন্ধু-সংখ্যা এখন খুব কমিয়া আসিয়াছে।"

মিঃ ব্লেকও তাহা জানিতেন; মর্টিমার স্যাভেজের পিতা দস্যু ছিলেন, ডাকাতিতে তিনি অনেক টাকা মারিয়া তাঁহার দলভুক্ত দস্যুদের প্রতারিত করায় সেই দলেরই একজন তাঁহাকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে—এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় মর্টিমারের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাহার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিল; তাহার সহিত আলাপ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইত। এমন কি, মর্টিমার যে সকল ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক ও সভ্য ছিল,সেই সকল ক্লাবের সম্পাদকেরা তাহাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিল সে যেন ভবিষ্যতে তাহাদের ক্লাবে যোগদান না করে। সুতরাং মর্টিমার সকল ক্লাবের ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া 'এক-ঘরে' হইয়াছে। তবে মর্টিমার প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ডের মালিক, এ সংবাদ জানিতে পারায় তাহার স্তাবকেরও অভাব হয় নাই; মক্ষিকার দল মধুর লোভে চারি দিক হইতে তাহার নিকট গুঞ্জন করিতে আসিত; কিন্তু সে তাহাদিগকে কাছে ঘেঁসিতে দিত না, অগত্যা তাহাদেরও নীতিজ্ঞান প্রবল হইয়া উঠিল! একদিন তাহার দয়ায় যাহারা পেট ভরিয়া খাইয়া বাঁচিয়াছে, তাহারাও তাহার কাছে ঘেঁসিতে না পারিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিতে লাগিল, "ওটা পাকা ডাকাতের ছেলে, পাপের পয়সায় বড়লোক; উহার কি ছায়া মাড়াইতে আছে?"

মিঃ ব্লেক মর্টিমারের হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "মিঃ সার্পলস্কে কর্তব্যানুরোধ এখানে আসিতে হইয়াছে। যোয়েল গুইলার আততায়ীর গুলীতে নিহত হইলে—"

মর্টিমার বলিল, "সত্যই কি সে নিহত হইয়াছে? পাজীটা গুলী খে মরিয়াছে—এ কথা মিথ্যা নয়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের এখানে আসিবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে নর্দাম্বারল্যাণ্ড এভিনিউর কস্‌মোপলিটান হোটেলের বাহিরে সিঁড়ির ঠিক নীচেই সে আততায়ীর পিস্তলের গুলীতে নিহত হইয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে গুইলার গ্যারাট্ এই ছদ্মনামে কস্‌মোপলিটান হোটেলে ছদ্মবেশে বাস করিতেছিল। আজ বেলা দুইটার পরে সে যখন হোটেলের বাহিরে যাইতেছিল ঠিক সেই সময় আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম; সেই মুহূর্ত্তে একখানি কৃষ্ণবর্ণ মোটর-কার সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই মোটরকার হইতে নিক্ষিপ্ত গুলীর আঘাতে গুইলারের প্রাণহীন দেহ পথের উপর লুটাইয়া পড়িল। পিস্তলের গুলী তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিল। এই হত্যাকাণ্ড যেমন আকস্মিক সেইরূপ দুঃসাহসের কার্য্য।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মিঃ ডেলকোর্ট গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! প্রকাশ্য দিবালোকে এ রকম লোমহর্ষণ ব্যাপার?"

মর্টিমার স্যাভেজ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এই হত্যাকাণ্ড দেখিয়া আপনারা সিদ্ধান্ত করিলেন আমিই গুইলারকে হত্যা করিয়াছি? না মিঃ ব্লেক, আমার সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা সত্য নহে। নরহত্যার মত অপরাধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য এখনও আমি কৃতসঙ্কল্প হইতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিলেন না; মর্টিমারের উক্তিতে যে বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা উপভোগ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইল না।

স্যাভেজ বলিল, "না, গুইলারকে আমি গুলী করিয়া মারি নাই মিঃ ব্লেক! আমি পকেটে পিস্তল লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া যদি পথিমধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে তাহাকে গুলী করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতাম কি না সন্দেহের বিষয়। আপনি জানেন আমার নিজের একখানি কৃষ্ণবর্ণ মোটর-কার আছে, আমাকে সন্দেহ করিবার ইহাও একটা কারণ হইতে পারে; কিন্তু আমার সেই গাড়ী এখন শতাধিক মাইল দূরে আছে। আমি সেই গাড়ীতে পূর্ব্বে যখন বর্ণহামে গিয়াছিলাম, সেই সময় তাহা সেই স্থানেই রাখিয়া আসিয়াছিলাম, লণ্ডনে লইয়া আসি নাই।"

বর্ণহাম-অন-ক্রোচের সন্নিহিত একটি ক্ষুদ্র ভজনালয়ের নিভৃত প্রাঙ্গণে জন স্যাভেজের মৃতদেহ সমাহিত হইয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর সার্পল্‌স গম্ভীর স্বরে বলিলেন "তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে তোমাকে গুইলারের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করা সঙ্গত হয় নাই; তথাপি তোমার কথা বিশ্বাস করিতাম কি না সন্দেহ, কিন্তু মিঃ ডেলকোর্ট তোমার সাফাই সাক্ষী হওয়াতেই এ যাত্রা তোমার বিপদ কাটিয়া গেল। আপাততঃ তুমি নিরাপদ এবং আমরা এ ভাবে তোমার গৃহে প্রবেশ করিয়া শান্তিভঙ্গ করায় দুঃখিত; কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধেই আমাকে ইহা করিতে হইয়াছে।"

মিঃ ডেলকোর্ট ইন্‌স্পেক্টর সার্পল্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি ভাবিতেছি কে গুইলারকে গুলী করিয়া মারিল—তাহার মত পাজীলোকের আরও অনেক শত্রু থাকিবারই কথা। সে কস্‌মোপলিটন হোটেলে বাস করিতেছিল, পথেও বাহির হইয়াছিল, অথচ কেহই কোন দিন তাহাকে চিনিতে পারে নাই!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আন্তর্জাতিক বণিক-সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে কস্‌মোপলিটন হোটেলে এত অধিক লোকের সমাগম হইয়াছে যে, সকলের উপর লক্ষ্য রাখা অসাধ্য ব্যাপার; বিশেষতঃ কে সাধু; কে অসাধু, তাহাও স্থির করা কঠিন। তবে এ কথা আপনি স্থির জানিবেন যে, হত্যাকারীকে ধরা পড়িতেই হইবে। হয় ত তাহার অনুসরণকারী এতক্ষণ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন; সে তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে পলায়ন করিতে পারিয়াছে—এরূপ সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলে আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া দুই একটি কথা জানিয়া লইতে পারি।"

ইন্‌স্পেক্টর টেলিফোনে সংবাদ লইবার জন্য হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ডেলকোর্ট কি উদ্দেশ্যে মর্টিমার স্যাভেজের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তাহা জানিবার আগ্রহ হওয়ায় মিঃ ব্লেক তাঁহার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিলেন—যদি কোন-কৌশলে কথাটা বাহির করিয়া লইয়া পারেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা

সফল হইল না। মিঃ ডেলকোর্ট বা মর্টিমার স্যাভেজ সে সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিলেন না।

কয়েক মিনিট পরে ইন্‌স্পেক্টর সার্পলস্ সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আসুন আমরা যাই। আমাকে অবিলম্বে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফিরিয়া যাইতে হইবে। টেলিফোনের 'লাইন' খারাপ হওয়ায় সার্জেণ্ট ব্রাউনের কথাগুলি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তবে এটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হত্যাকারীর সন্ধান লইয়া থানায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

মিঃ হর্টন ডেলকোর্ট উৎসাহভরে বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার সন্ধান জানিতে পারিয়াছেন? বাহবা কুট্‌স্! কুট্‌সের কার্য্যদক্ষতায় আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। সার হেনরী তাঁহার গুণের পক্ষপাতী। বিশেষতঃ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কার্য্যপ্রণালীর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।"

মিঃ ব্লেক তখন ঘোর অন্যমনস্ক। তিনি জন স্যাভেজের মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট যে অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই কথাই তখন পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে পড়িতেছিল। তিনি হঠাৎ মর্টিমার স্যাভেজকে বলিলেন, "আগামী সপ্তাহে আমার সঙ্গে গিয়া একবাজি গল্‌ফ খেলিয়া আসিবে স্যাভেজ! তাহাতে তোমার যথেষ্ট উপকার হইবে। (It'd do you good.) আমি ও স্মিথ গাড়ী লইয়া তোমার এখানে আসিতে পারি।"

মর্টিমার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি এখন আপনার নিকট অঙ্গীকার করিতে পারিলাম না, পরে আপনাকে সংবাদ দিব। আমি কখন কোথায় থাকিব তাহার স্থিরতা নাই; ইংলণ্ডের উপর আমার অরুচি ধরিয়া গিয়াছে মিঃ ব্লেক! কিছুদিন বিদেশে ঘুরিয়া আসিবার জন্য আগ্রহ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বিদায় লইয়া ইন্‌স্পেক্টর সার্পলসের সহিত প্রস্থান করিলে মিঃ ডেলকোর্ট তাঁহার চেয়ারে বসিয়া একটি চুরুট ধরাইয়া লইলেন। মর্টিমার স্যাভেজ সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার ঠিক সম্মুখে বসিয়া পড়িল; সে কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ডেলকোর্টের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া

অস্ফুট স্বরে বলিল, "মিঃ ডেলকোর্ট, আপনি স্বেচ্ছায় আমার সাফাই সাক্ষী হওয়ায় আমি আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ; কিন্তু এ কায আপনি কেন করিলেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। আপনি ইন্‌স্পেক্‌টরকে বলিলেন,—আজ বেলা দুইটা বাজিবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্ব হইতে এই কক্ষে আমার কাছে বসিয়া আছেন! এ কথা বলিবার কারণ কি? উহারা এখানে আসিবার মিনিট দশ বার মাত্র পূর্ব্বে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।"

মিঃ ডেলকোর্ট বলিলেন, "উহাদিগকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিবার জন্য আমাকে ঐ কথা বলিতে হইয়াছিল। ঐকথা বলিয়া আমি সার্পল্‌সের মুখ বন্ধ না করিলে তাহার জেরায় তুমি অস্থির হইয়া উঠিতে, এবং তোমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করাও অসাধ্য হইত; ঘটনাচক্র তোমার কিরূপ প্রতিকূল তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? অথচ আমি জানি তুমি নিরপরাধ; সুতরাং নিরপরাধকে রক্ষা করিবার জন্য তুচ্ছ একটা মিথ্যা কথা বলায় যদি আমার আত্মা নরকস্থ হয়, তাহা হইলে সেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না।—তোমার সঙ্গে আমার গোপনীয় পরামর্শ ছিল। কাহারও সহিত আমার গোপনে পরামর্শ করিবার সময় হঠাৎ যদি সেখানে সরকারের এই শ্রেণীর নফরের আবির্ভাব হয় তাহা হইলে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করি। আমার যেন ছট্‌ফটানি ধরে!"

মর্টিমার হাসিয়া বলিল, "আপনার ছট্‌ফটানি ধরে! পুলিশের এই নফরগুলাকে দেখিয়া আপনার ব্যাকুল হইবার ত কোনও কারণ নাই; বরং উহারাই আপনাকে দেখিয়া কুণ্ঠিত হয়। উহারা কি আপনাকে কম খাতির করে?"

মিঃ ডেলকোর্ট স্তব্ধ ভাবে মিনিট-দুই ধূমপান করিয়া বলিলেন, "হাঁ, উহারা আমাকে যে যথেষ্ট খাতির করে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছ; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, পৃথিবীতে এরূপ অপরাধী একজনও নাই, আমার অপেক্ষা যাহার পুলিশকে অধিক ভয় করিবার কারণ আছে!"

মর্টিমার স্যাভেজ হতবুদ্ধির মত মিঃ ডেলকোর্টের মুখের দিকে চাহিয়া

রহিল। লোকটি তাহার পক্ষে দুরধিগম্য! তাহার ভাব দেখিয়া মিঃ ডেলকোর্ট হাসিয়া ফেলিলেন।

মর্টিমার বলিল, "আপনি বলিলেন—আপনি জানেন আমি নিরপরাধ! আপনি কিরূপে জানিলেন আমি নিরপরাধ? নরপশু যোয়েল গুইলারকে গুলী করিয়া হত্যা করি নাই?—আপনি আমার পক্ষসমর্থনের পর ইন্‌স্পেক্টরের নিকট আমি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি বটে আমি গুইলারকে হত্যা করি নাই; কিন্তু আমার ঐ কথা শুনিবার পূর্ব্বেই আপনি কিরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে আমি সত্যই নিরপরাধ?"

মিঃ ডেলকোর্ট চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কারণ —যোয়েল গুইলারকে কে হত্যা করিয়াছে তাহা আমি জানি:যে! জানি বলিলেই ঠিক হইল না, যোয়েল গুইলার আজ আমারই আদেশে নিহত হইয়াছে। —আমার কথা শুনিয়া তুমি ওরকম বিচলিত হইলে কেন?—স্থির হও, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরি কথা আছে মর্টিমার!"

মিঃ ডেলকোর্ট হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার "পর" অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটা অদূরবর্ত্তী অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া, দুই হাত পশ্চাতে বাঁধিয়া উত্তেজিত ভাবে সেই কক্ষে দুই তিনবার ঘুরিয়া বেড়াইলেন; অবশেষে তিনি মর্টিমার স্যাভেজের সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "স্যাভেজ, তোমার পিতা যখন জীবিত ছিলেন, সেই সময় তিনি এদেশে কেবলমাত্র আমাকেই বিশ্বাস করিয়া তাঁহার অতীত জীবনের সকল গুপ্তকথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন,—এ সংবাদ তোমার বোধ হয় জানা নাই?"

মর্টিমার বলিল, "আশ্চর্য্য বটে! আপনি কি সত্যই জানিতেন আমার পিতা আমেরিকায় জ্যাক্‌সন কন্‌ঙ্গন নামে পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ দস্যুদল তাঁহাকে 'অপরাধ-সচিব' নামে অভিহিত করিত?—এ সকল কথা তিনি আপনার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন? অন্য সকলকে অবিশ্বাস করিয়া তাহা কেবল আপনাকেই বলিয়াছিলেন?"

মিঃ ডেলকোর্ট বলিলেন, "তাঁহাকে আমার নিকট ওসকল কথা প্রকাশ

করিতে হয় নাই, আমি বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাহা জানিতাম। 'অপরাধ-সচিব' এই খেতাবটিতে তোমার পিতারই যে একচেটে অধিকার ছিল এরূপ নহে; এক একজনকে এক বৎসরের জন্য দলপতি নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাকে সেই সময়ের জন্য ঐ খেতাবটি দেওয়া হয়।—'অপরাধ' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিতে পার?"

মর্টিমার স্যাভেজ হতবুদ্ধি হইয়া মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল। তাহার মনে হইল মিঃ ডেলকোর্ট হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে! নতুবা তিনি এরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন কেন?

তাহাকে নীরব দেখিয়া মিঃ ডেলকোর্ট বলিলেন, "একথা কি কোন দিন তোমার মনে হয় নাই যে, অপরাধ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সুপ্রযুক্ত হইলে এবং যথাযোগ্যরূপে নিয়ন্ত্রিত হইলে (Crime, scientifically applied and properly controlled.) তাহা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীনতম পেশা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।"

মর্টিমার বলিল, "আমার বাবার ধারণাটা বোধ হয় ঐ রকমই ছিল!"—মিঃ ডেলকোর্ট তাহার কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস পাইলেন।

কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন, "অপরাধী কাহারা স্যাভেজ?"

মর্টিমার বলিল, "অপরাধীর সংজ্ঞা?—যাহারা আইন ভাঙ্গে, অর্থাৎ বে-আইনী কায করে তাহারাই অপরাধী।"

মিঃ ডেলকোর্ট বলিলেন, "হাঁ, তাহাই বটে; আর যাহারা অপরাধী তাহারা মানব-সমাজেরই অন্তর্ভূত; এই জন্য তাহারা যে আইন ভাঙ্গে, তাহার গঠনেও সাহায্য করে। (therefore .they help make the laws that they break.) পুনর্ব্বার বলিতেছি অপরাধ পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশাগুলির অন্যতম। সংপ্রতি ইহার আদিম নগ্নতা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে; সমাজের নীতি পদ্ধতির উপর অপরাধীর অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে।"

মর্টিমার ক্ষণকাল চিন্তার পর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আপনি অপরাধটাকে

পেশার পর্য্যায়ভুক্ত করিতেছেন ; কিন্তু একথা আপনি সাধারণ ভাবে কি করিয়া বলিতে পারেন ?—কতকগুলি অপরাধ যে সমাজের অশেষ অনিষ্টকর !"

মিঃ ডেন্সকোর্ট বলিলেন, "সে কথা সত্য ; কিন্তু প্রত্যেক বৈধ পেশা সম্বন্ধেই ত ওকথা খাটে। যৌথ কারবারের নাম করিয়া কত প্রতারক জনসাধারণের অর্থ লুণ্ঠন করিতেছে। আইন ব্যবসায়ী, চিকিৎসা ব্যবসায়ী—সকল ব্যবসায়ীদের মধ্যেই পরস্বাপহারক লোভী নরপশু দেখিতে পাইবে। ব্যবসায়ীর মুখোস পরিয়া তাহারা সমাজের শোণিত শোষণ করিতেছে। আমাদের পুলিশ বিভাগেও আজ কাল কলুষিতচরিত্র লোকের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। (Recently we have discovered that there are corrupt men iu our police forces.)

"অপরাধীর সংখ্যা-হ্রাসের জন্ম আইনে নানা নূতন ধারা সংযোজিত হইতে পারে, তাহাদের শাস্তি দানের জন্য নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, কারাগারে তাহাদের স্থানাভাব হইলে নূতন কারাগার নির্ম্মিত হইতে পারে ; কিন্তু আইন আদালত অপরাধীর মন হইতে অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি নির্ম্মূল করিতে পারে না। আইনের ভয়ে কেহ অপরাধ করিবে না—ইহা আশা করা যায় কি ? সমাজে অপরাধ ও অপরাধী উভয়ের অস্তিত্ব থাকিবেই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অপরাধের হীনতর উপাদানগুলি অপসারিত করিয়া তাহা যথাযোগ্য ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করাই (should be properly organised and controlled, and purged of the baser elements) কি সুসঙ্গত নহে ? তুমি কি আমার প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিবে না ?"

মর্টিমার বলিল, "হাঁ, অবশ্যই স্বীকার করিব।"

মিঃ ডেন্সকোর্ট বলিলেন, "আমরা সেই কাযই করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। এই উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, সেই আন্দোলনটিকে সাফল্য-গৌরবে মণ্ডিত করিবার জন্য একদল কর্ম্মীকে সঙ্ঘবদ্ধ করা হইয়াছে; তোমার পিতা ছিলেন—সেই কর্ম্মীদলের অন্যতম পরিচালক। তুমি কি কোন দিন আই, এল, সি-র নাম শুনিতে পাও নাই ? অনেকে জানে উহা 'ইণ্টার্-

ন্যাসনাল লীগ অফ কমার্সে'র (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সমিতি) সংক্ষিপ্ত নাম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (crime) সমিতি' ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আজ রাত্রে লণ্ডনে এই সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে দেশ দেশান্তরের সদস্যমণ্ডলী সম্মিলিত হইবে। আজ ১৩ই অক্টোবর রাত্রে সেই সভায় আগামী বৎসরের জন্য সমিতির সভাপতি অর্থাৎ 'অপরাধ-সচিব' নির্ব্বাচিত হইবে।"

মিঃ ডেলকোর্টে'র কথা শুনিয়া মর্টিমার সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। কথাগুলি হঠাৎ বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তবে কি আপনার কথা হইতে ইহাই বুঝিব যে, জনসাধারণ যাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশন বলিয়া জানিয়াছে—তাহা প্রকৃতপক্ষে দেশ দেশান্তরের দুষ্কৃতি-কারীগণের একটা বিরাট 'জল্‌সা' মাত্র?"

মিঃ ডেলকোর্ট বলিলেন, "হাঁ, ইহা সমগ্র সভ্যজগতের অপরাধী সমূহের এক বিরাট সম্মিলনী। আমিই গত বৎসর এই সমিতির 'অপরাধ-সচিব' অর্থাৎ কর্ণধার ছিলাম, আজ আমি সেই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিব। অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে আর একজনকে আমি আমার পদে নির্ব্বাচিত করিবার প্রস্তাব করিব। আমার ইচ্ছা ছিল আমি তোমার পিতাকেই দ্বিতীয়বার এই পদ গ্রহণের প্রস্তাবে সম্মত করাইব; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যোয়েল গুইলার এই সমিতির সংস্রব ত্যাগ করিয়া তোমার পিতার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক টাকা আদায়ের চেষ্টায় লণ্ডনে আসিয়াছিল। সে বিফলমনোরথ হইয়া তোমার পিতাকে হত্যা করিয়াছিল। আজ সে তাহার এই বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছে।

মর্টিমার স্যাভেজ স্তম্ভিতভাবে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ!—কিন্তু এ সকল কথা আপনি আমাকে বলিতেছেন কেন?"

মিঃ ডেলকোর্ট অবিচলিত স্বরে বলিলেন, "কারণ তুমি জন স্যাভেজের পুত্র, এ কথা ত আমি ভুলিতে পারি নাই। বিশেষতঃ আমি এ কথাও জানি এবং বিশ্বাস করি যে. যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে না-ও পার,

আমি তোমাকে যে অনুরোধ করিব তাহা যদি প্রত্যাখ্যান কর—তাহা হইলেও তুমি আমার গুপ্ত কথাগুলি গোপন রাখিবে, কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিবে না।"

মর্টিমার বলিল, "অনুরোধ? আমি আপনার কোন্ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিব বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন? আপনার প্রস্তাবটি কি?"

মিঃ ডেল্‌কোর্ট বলিলেন, "আমার অনুরোধ এই যে, আজ রাত্রে তুমি আমার সঙ্গে কস্‌মোপলিটান হোটেলে গিয়া আমাদের বার্ষিক সম্মিলনীতে যোগদান কর।"

মর্টিমার স্ন্যাভেজের চক্ষু সহসা কৌতূহলে ও উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার ধমনীতে শোণিতের বেগ প্রখর হইল। সে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দুর্ভেদ্য তমসারাশির মধ্যে যেন একটা উজ্জ্বল আলোকরশ্মি দেখিতে পাইল! সে রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, "আপনি আমাকে আপনাদের সভায় লইয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন কেন?"

মিঃ ডেল্‌কোর্ট উঠিয়া দাঁড়াইয়া মর্টিমারের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "কেন উৎসুক হইয়াছি শুনিতে চাও? কারণ আমার পরলোকগত বন্ধু ভূতপূর্ব্ব অপরাধ-সচিব জন স্ন্যাভেজের উপযুক্ত পুত্রকে আগামী বৎসরের জন্য অপরাধ-সচিবের দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্ব্বাচিত করিবার প্রস্তাব করিব—ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

'তুমি এরূপ সুযোগ ত্যাগ করিবে কেন? এই পদ গ্রহণে তোমার কুণ্ঠিত হইবারই বা কারণ কি?—সুনাম হারাইবার আশঙ্কা করিতেছ? লোকনিন্দা ও সামাজিক নিগ্রহের ভয় হইতেছে?—তোমার পিতা জ্যাক্‌সন কর্ল্‌ন দস্যুদলপতি ছিলেন, এ সংবাদ সকলেই শুনিয়াছে, তুমি তাঁহার পুত্র—এই অপরাধে সমাজে তুমিও অচল হইয়া উঠিয়াছ! সকলেই তোমার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে; বিনা অপরাধে তুমি আজ অবজ্ঞাত, লাঞ্ছিত; এই জন্য তুমি দেশত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ; মনের ভার লঘু করিবার জন্য, নূতন পথে চলিয়া উন্মাদনা ও প্রফুল্লতা লাভের আশায় তুমি দেশান্তরে গমনের সঙ্কল্প করিয়াছ; কিন্তু আমি তোমাকে

দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি—যদি তুমি আন্তর্জাতিক অপরাধ সমিতির অধ্যক্ষতা গ্রহণ কর, আগামী বৎসরের জন্য অপরাধ-সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত হও—তাহা হইলে বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া দিতে পারিবে, তোমার হৃদয় উন্মাদনায় পূর্ণ হইবে ; একক জীবনের এই হতাশ ভাব, দুঃখ, বিষাদ পরিহার করিয়া তুমি একটি বিশাল জনসঙ্ঘের পরিচালনের আনন্দ লাভ করিতে পারিবে ; আর নিত্য নূতন বিপদকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তোমার যে প্রবল আগ্রহ—তাহাও অপূর্ণ রহিবে না। তুমি যাহা চাও—তাহা সমস্তই পাইবে। এরূপ সুযোগ জীবনে দ্বিতীয়বার পাইবে না মরুটিমার !—আমার সকল কথাই শুনিলে—এখন তোমার অভিপ্রায় কি বল, আর অধিক সময় নাই।"

পঞ্চম প্রস্তাব

আইনের উদ্যত বজ্র

কেহ কোন অপরাধ করিলে সরে-জমিনে সেই অপরাধের তদন্ত প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ থাকিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টাই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। সুযোগ্য পুলিশ-কর্ম্মচারীগণ সর্ব্বাগ্রে এই পন্থারই অনুসরণ করেন। রহস্য-লহরীর পাঠকগণের মধ্যে বহুদর্শী ও পদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীর অভাব নাই; তাঁহারা সকলেই এই উক্তির সমর্থন করিবেন। দস্যু গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিতেছে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা না করিয়া যে পুলিশ-কর্ম্মচারী লুণ্ঠিতসর্ব্বস্ব গৃহস্থের এজাহার লইতে ও তাহার কোন্ কোন্ দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে তাহারই তালিকা প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকিয়া যায়।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বুঝিয়াছিলেন যোয়েল গুইলারের হত্যাকারীর অনুসরণ করাই তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য; এইজন্য তিনি মিঃ ব্লেককে কস্‌মোপলিটান হোটেলের দ্বারপ্রান্তে রাখিয়া পুলিশের ভ্রাম্যমান শকটে উঠিয়াছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ হত্যাকারীর কালো মোটর-কারের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

তিনি হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং হত্যাকারীর মোটর-কারের নম্বরটিও দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার গাড়ী কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছিল তাহা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া তিনি আততায়ীকে গ্রেপ্তার করিতে ছুটিলেন। কুট্‌স জানিতেন মিঃ ব্লেক সরেজমিনে তদন্তের ব্যবস্থার কোন ত্রুটি করিবেন না, সুতরাং তাঁহার দুশ্চিন্তার কোন কারণ ছিল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পুলিশের ভ্রাম্যমান শকটের চালককে বলিলেন, "হত্যাকারীকে ধরা চাই উইল্‌স! সে কতদূর পলাইবে? তাহার কালো মোটর-কারের নম্বর এল, এন্ ০০১২৩। তাহা নদীতীরের পথে পলায়ন ক[illegible]।"

মোটরচালক তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। সে জানিত যে শকট আইন-নির্দ্দিষ্ট বেগ অপেক্ষা অধিক বেগে গাড়ী চলিয়া, সম্মুখের গাড়ী পশ্চাতে ফেলিয়া-রাখিয়া পলায়ন করিতেছিল, তাহা বিভিন্ন ঘাটীর প্রহরীদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া অদৃশ্য হইতে পারিবে না।

ভ্রাম্যমান পুলিশ-কার বায়ুবেগে ধাবিত হইল। যে বেগে গাড়ী চালাইয়া যাওয়া আইন অনুসারে নিষিদ্ধ, সেইরূপ বেগে চলিলেও কোনও পুলিশ প্রহরী তাহার গতিরোধের জন্য একটি অঙ্গুলিও তুলিল না; কারণ পুলিশের ভ্রাম্যমান শকটগুলি দেখিতে সাধারণ শকটের অনুরূপ হইলেও তাহাতে এরূপ কোন গোপনীয় চিহ্ন থাকে যে, পুলিশ-কর্ম্মচারীরা সেই সকল গাড়ী দেখিলেই চিনিতে পারে। ফায়ার-ব্রিগেড ভিন্ন অন্য সকল গাড়ী অপেক্ষা তাহাদের দ্রুত গমনের অধিকার আছে।

যে প্রহরী নর্দামবারল্যাণ্ড-এভিনিউর মোড়ে পাহারায় ছিল, সে পুলিশের গাড়ী দেখিয়া চিনিতে পারায় হাত তুলিল না। সে বুঝিতে পারিল ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে কালো মোটর গাড়ী তাহার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বায়ুবেগে ছুটিতেছিল, পুলিশের গাড়ী তাহারই অনুসরণ করিয়াছে। এই জন্য সে পুলিশের গাড়ীকে ইঙ্গিতে পলাতকের পথ দেখাইয়া দিল। তদনুসারে পুলিশের গাড়ী উচ্চ বংশিধ্বনি করিয়া চেয়ারিংক্রশ রোডে ধাবিত হইল। সাধারণ ভাড়াটে ট্যাক্সির ড্রাইভারেরা তাহার অসংযত গতিতে বিব্রত হইয়া গালি দিতে দিতে তাহার পথ ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইতে লাগিল। পথিকেরা ফুটপাথে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে পুলিশ ড্রাইভারের শকট-পরিচালনকৌশল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সঙ্কল্প হইল যদি প্রাণ হারাইতে হয় তাহা হইলেও তিনি আসামীর গ্রেপ্তারের চেষ্টায় বিরত হইবেন না; প্রাণ থাকিতে তিনি তাহাকে না ধরিয়া ফিরিবেন না। কালো গাড়ী বায়ুবেগে কোন্ পথে পলায়ন করিয়াছে তাহা নির্ণয় করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল না। অবশেষে তিনি জানিতে পারিলেন কালো গাড়ী মুহূর্ত্তপূর্ব্বে পার্শ্বস্থ পথে পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু সে আধ মাইল [illegible] দূরে যাইতে পারে নাই।

সার্জেণ্ট উইল্‌স পাকা সোফেয়ার। সে অধিকতর উৎসাহে নানা জাতীয় লরী, ব'স প্রভৃতির পাশ কাটাইয়া অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত গাড়ী চালাইতে লাগিল, "ঐ যায়, ঐ গেল! কালো গাড়ী ঐ সম্মুখে!"—এই সকল কথা শুনিতে পাইলেও সে কালো গাড়ী দেখিতে পাইল না; তথাপি সে সমান বেগে ছুটিতে লাগিল।

এক মিনিটের মধ্যেই সে হলবর্ণে উপস্থিত; পর মুহূর্ত্তেই সে ক্লার্কেনওয়েলের পথে! ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "উইল্‌স, আর একটু তাড়াতাড়ি যাইতে পারিব না?" (can't we go any faster?)

উইল্‌স কোনও কথা না বলিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া যথাসাধ্য বেগে ছুটিল; অবশেষে ইস্‌লিংটনের পথে আসিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কালো মোটর-গাড়ীখান অচল অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। অসংখ্য গাড়ীতে পথটি অবরুদ্ধ, কালো গাড়ী দুই পাশের দুইখানি মোটর-ব'সের ভিতর দিয়া সবেগে বাহির হইবার চেষ্টা করায় তাহাদের গায়ে বাধিয়া গিয়াছিল; সুতরাং তাহার আর অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না।

কিন্তু একজন কন্‌ষ্টেবল তাড়াতাড়ি পথের গাড়ীগুলি সরাইয়া দেওয়ায়, সম্মুখের পথ মুক্ত দেখিয়া কালো মোটর বিদ্যুদ্বেগে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল। পুলিশের গাড়ী তখনও কুড়ি পঁচিশ গজ পশ্চাতে ছিল। কুট্‌স ধরি ধরি করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। তিনি দাঁত বাহির করিয়া গোঁফ ফুলাইয়া সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পাহারওয়ালাটাকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিলেন; বেচারার দুর্ভাগ্য সে একটু দূরে থাকায় তাঁহার ঘুসির আস্বাদনে বঞ্চিত হইল।

কালো মোটরকে হাইবারির দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর ক্ষিপ্তবৎ হইয়া সেইদিকে ছুটিলেন। প্রায় এক শত গজ দূরে তাহা তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইল; কিন্তু আবার কতকগুলা গাড়ী তাহার সম্মুখে পড়ায় কালো মোটরখানা পুনর্ব্বার অদৃশ্য হইল।

চারি দিকে 'গেল, গেল' শব্দ শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গাড়ীর ভিতর সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মাথা বাড়াইয়া দেখিলেন, কালো মোটর স[illegible]টা

মোড় ঘুরিতে গিয়া হঠাৎ পথের ধারের একটা ইষ্টক-প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া পার্শ্বস্থ খোলা ড্রেনের পাশে কাত হইয়া পড়িয়া আছে! চারি দিকে লোকের ভিড়।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কিছু দূরে গাড়ী থামাইয়া নামিয়া পড়িলেন এবং সম্মুখের ভিড় ঠেলিয়া কালো গাড়ীর কাছে উপস্থিত হইলেন, ব্যগ্রভাবে গাড়ীর ভিতর চাহিয়া দেখিলেন—শূন্য পিঞ্জর, পাখী উড়িয়া গিয়াছে! আরোহী ও চালক উভয়েই অদৃশ্য!

গাড়ীর কাছে যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল হাত মুখ নাড়িয়া তাহাদের জেরা করিতে গিয়া কুট্‌স একটা লম্বা জোয়ানের পাল্লায় পড়িলেন! তাঁহার অশিষ্ট প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া সে তাঁহার নাকের উপর প্রচণ্ড ঘুসি তুলিল; 'বেটা এখানে মোড়লী করিতে আসিয়াছ, লম্বা লম্বা কথা বলিতেছ; আমরা কি তোমার তাবেদার? হঠো!'—বলিয়া সেই জোয়ানটা তাঁহার ভুঁড়িতে এমন ধাক্কা দিল যে, তিনি চিৎ হইয়া পড়িতে পড়িতে আর একজন পথিকের ঘাড়ে পড়িলেন। সে এক ধাক্কায় তাঁহাকে সোজা করিয়া দিল; কালো গাড়ী হইতে কে কখন নামিয়া গিয়াছে তাহা কেহই তাঁহাকে বলিতে পারিল না।

অবশেষে একজন ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রী একটা আলোক-স্তম্ভের মাথা মেরামত করিতে করিতে তাহার সিঁড়ির উপর হইতে বলিল, "গাড়ীখানা যখন প্রাচীরে ধাক্কা খায় তখন গাড়ীতে কেহই ছিল না,একটু আগে গাড়ীখানা কিছুদূরে থাকিতে যখন পথের ভিড়ের ভিতর দিয়া ধীরে চলিতেছিল তখন উহার আরোহী ও চালক নীচে লাফাইয়া পড়িয়া একখানি ব'সে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। চালকহীন গাড়ী চলন্ত অবস্থায় ঐ প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া ঘুরিয়া গিয়া নর্দ্দামায় কাত হইল। ভাবিলাম এ ত বড় মজার কাণ্ড! মালিক গাড়ী ফেলিয়া পলাইল কেন? পুলিশ উহাদের পিছনে তাড়া করিয়াছে তা কি তখন জানি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "কেবল ছুটোছুটি, আর এখানে আসিয়া ধাক্কা খাওয়াই সার হইল! সেই লোক দু'টোর চেহারা কেমন বল ত বাবা!"

[illegible]টাকে একটু তৈলাক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

মিস্ত্রী বলিল, "এত দূরে থাকিয়া তাহাদের মুখ দেখিতে পাই নাই; তবে একজন লম্বা, আর একজন বেঁটে। লম্বা লোকটা সিগারেট ফুঁকিতেছিল—তাহা দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

কুট্‌স বলিলেন, "সিগারেট খাইতে দেখিলে অথচ মুখ দেখিতে পাইলে না? তোমার মত নিরেট মিস্ত্রীর ঐ তারের বিদ্যুতে পুড়িয়া মরাই উচিত। এতগুলা লোকের মধ্যে কাহারও কপালে কি চোখ ছিল না যে, লোক দুটোকে চিনিয়া রাখে?"

একজন বলিল, "চিনিয়া রাখিয়া রাখিয়া লাভ? এ রকম নিষ্কর্ম্মা কে আছে যে, পুলিশের মামলায় সাক্ষী দেওয়ার জন্য কায নষ্ট করিয়া তোমাদের পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইবে? তোমারা কি চীজ্‌ তাহা কি জানি না?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল! যোয়েল গুইলারের হত্যাকারী তাঁহার চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে চম্পট দান করিয়াছে।—এ অবস্থায় তিনি কি করিবেন তাহা স্থির করিলেন; হত্যা-কারীর যে কালো মোটর-কার জখম হইয়া ড্রেণের পাশে কাত হইয়া পড়িয়া ছিল, তাহা স্থানান্তরিত করিবার অযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় তিনি তাহা তাঁহাদের শকটের পশ্চাতে বাঁধিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টানিয়া লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তাহার পর তিনি অদূরবর্ত্তী টেলিফোনের কলের নিকট উপস্থিত হইয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিলেন এবং সেই কালো মোটর-কারের নম্বরটি বলিয়া, সেই গাড়ীর মালিকের সন্ধান করিতে অনুরোধ করিলেন; তাহার পর হোটেল কস্‌মোপলিটানের বাহিরে যে নরহত্যা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সকল বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন কর্ম্মচারী টেলিফোনে তাঁহাকে সকল কথা জানাইলে তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আততায়ীর গুলীতে যোয়েল গুইলার নিহত হইয়াছে?—যে আমেরিকান দস্যু মর্‌টিমার স্যাভেজের বুড়ো বাপ্‌কে হত্যা করিয়াছিল, তাহাকেই এইভাবে হত্যা করা হইয়াছে? গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া মর্‌টিমারের পিতার হত্যাকারীকে আমরা কোথায় [illegible]ছি!

—অবশেষে সে সহরের বুকের উপর সদর রাস্তায় আততায়ীর গুলীতে নিহত হইল ?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স রিসিভার নামাইয়া-রাখিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “হুম্‌! বুঝিতে পারিয়াছি। মরটিমার স্যাভেজকে ধরিয়া জেরা করিলেই যোয়েল গুইলারের হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যাইবে। মরটিমার এ সম্বন্ধে কিছু জানে না—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।”

মর্টিমার স্যাভেজ সম্বন্ধে ইন্‌স্পেক্টর সার্পালসের যেরূপ ধারণা হইয়াছিল ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের ধারণাও ঠিক সেইরূপ হইল; বস্তুত মরটিমারকে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের আদেশে উইল্‌স মাথাভাঙ্গা কালো মোটর-গাড়ীখানিকে তাহার গাড়ীর পশ্চাতে বাঁধিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লইয়া চলিল। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অদূরবর্ত্তী ক্যানন রোডে তাহা খুলিয়া লইয়া, আততায়ীর অঙ্গুল-চিহ্ন আবিষ্কারের জন্য তাহার চাকা, পরিচালন-চক্র এবং দরজার হাতল পরীক্ষা করা হইল; কিন্তু কোন স্থানেই অঙ্গুলি-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন, সেই শকটের আরোহী ও চালক উভয়েরই অঙ্গুলিগুলি দস্তানায় আবৃত ছিল।

অতঃপর ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আফিসে প্রবেশ করিয়া, সেই গাড়ীর মালিকের সন্ধান হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করায় সার্জেণ্ট ব্রাউন বলিল, “হাঁ, গাড়ীর মালিকের সন্ধান হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তদন্তের কোন সুবিধা হইবে না। গাড়ীখান সেণ্ট-জেম্‌স স্কোয়ারে রাখিয়া উহার মালিক পুলিশ কমিশনারের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন; যোয়েল গুইলার নিহত হইবার আধঘণ্টা পূর্ব্বে উহা সেই স্থান হইতে অপসারিত হইয়াছিল। গাড়ীতে তখন কেহই ছিল না; পুলিশ-সাহেবের গাড়ী কেহ চুরি করিবে—ইহা যে ধারণার অতীত!”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সবিস্ময়ে বলিলেন, “পুলিশ সাহেবের গাড়ী ?”

সার্জেণ্ট ব্রাউন বলিল, “হাঁ, উহা মফস্বলের একজন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের

গাড়ী, তিনি কোন জরুরি কাযে বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কায শেষ করিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিতে গিয়া দেখেন গাড়ী অদৃশ্য হইয়াছে! তখন তিনি পুলিশে সংবাদ দিলেন।"

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গভীর উত্তেজনায় মেঘমন্দ্র-শব্দে নাক ঝাড়িয়া তাঁহার টুপিটা টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হত্যাকাণ্ডের পর কস্‌মোপলিটান হোটেলে তদন্তের ভার কাহার উপর পড়িয়াছিল?"

ব্রাউন বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর সার্পল্‌স তদন্ত করিয়াছিলেন; মিঃ রবার্ট ব্লেকও না কি সেখানে ছিলেন শুনিয়াছি। তিনি ইন্‌স্পেক্টর সার্পল্‌কে সাহায্য করিয়াছিলেন।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "হাঁ, আমি তাহা জানি। হত্যাকাণ্ডটা আমার চক্ষুর উপরেই ঘটিয়াছিল; সে সময় মিঃ ব্লেক আমার সঙ্গেই ছিলেন।—খুব নূতন কথা শুনাইলে বটে!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দ্বারের দিকে চাহিতেই তিনি ব্লেককে ইন্‌স্পেক্টর সার্পল্‌সের সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। মর্টিমার স্যাভেজ ও হর্টন ডেলকোর্টের সহিত সাক্ষাতের পর তাঁহারা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর সার্পল্‌স হত্যাকাণ্ডের তদন্ত-সংক্রান্ত সকল কথা কুট্‌সের গোচর করিলে কুট্‌স বলিলেন, "মর্টিমার স্যাভেজকে তোমরা জেরা করিয়াছিলে, সুযোগ পাইলে আমিও তাহাকে জেরা করিতাম; কিন্তু হর্টন ডেলকোর্টের সাফাইএর উপর নির্ভর করা তোমাদের উচিত হয় নাই। মর্টিমার বোধ হয় তাহার প্রিয় পাত্র, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ডেলকোর্ট মিথ্যা কথা বলে নাই—ইহার কি প্রমাণ পাইয়াছ? এই হত্যাকাণ্ড একটা জটিল রহস্য ব্লেক! যদি মর্টিমার স্যাভেজ যোয়েল গুইলারকে হত্যা না করিয়া থাকে তবে তাহাকে হত্যা করিবার জন্য আর কাহার মাথা ব্যথা করিয়াছিল? যোয়েলের প্রতি আর কাহার আক্রোশ থাকিতে পারে?

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সার্জ্জেণ্ট উইল্‌স হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার চক্ষুদুটি হাস্য-প্রদীপ্ত। সে বলিল "ইন্‌স্পেক্‌টর আমি একটা সূত্র আবিষ্কার করিয়াছি! হাঁ, ব্লড-হাউণ্ডে যাহা না পারে আমি তাহাই করিয়াছি। আমি সেই কালো গাড়ীর প্রত্যেক ইঞ্চি পরীক্ষা করিয়াছি। আমি গাড়ীর গদি, রং প্রভৃতি নামাইয়া ফেলিয়াছিলাম। তাহার পর প্রত্যেক জোড়ের মুখ ও ফাঁক পরীক্ষা করিয়াও কিছু ধরিতে পারিলাম না; অবশেষে দরজার পেনেলের স্ক্রুগুলি খুলিয়া তাহা আলগা করিয়া জানালার ফাঁকের ভিতর এই জিনিসটি দেখিতে পাইলাম।

সে একটি ম্যাচ্‌বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে যে জিনিসটি বাহির করিল তাহা টোটার পিত্তলনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র আবরণ। (a small brass cartridge-case.)

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য হাত বাড়াইলে উইল্‌স বলিল, "ছুঁইবেন না, ছুঁইবেন না, উহাতে অঙ্গুলি-চিহ্ন আছে।"

কুট্‌স ব্যগ্রভাবে হাত টানিয়া লইলেন; কিন্তু তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ স্থায়ী হইল না। তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হঃ, যে লোক এই টোটা পিস্তলে ভরিয়াছিল—সেই যে গুইলারকে গুলী করিয়া মারিয়াছে—ইহার প্রমাণ কোথায়?"

উইল্‌স বলিল, "আমার ধারণা এই যে, পিস্তল হইতে গুলী বাহির হইবার পর এই খোলসটা খুলিয়া লইয়া গাড়ীর ভিতর ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হত্যাকারী তাহা কুড়াইয়া লইয়া বাহিরে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহা বাহিরে না পড়িয়া ফ্রেমে বাধিয়া দরজার ফাঁকের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। এই জন্যই উহা দরজার শার্সির তলায় আটকাইয়া ছিল।—তবে সে উহা ইচ্ছা করিয়াই হয় ত ঐস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল—এই অনুমানও অসঙ্গত না হইতে পারে।"

কুট্‌স বলিলেন, "ব্রাউন, আমার টুপিটা দাও ত, আমার মাথার ভিতর সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে! আমি মন স্থির করিয়া খানিক ভাবিয়া দেখি।—আমাদের পুলিশের এই গাড়োয়ানগুলা দস্তুরমত গাড়ী চালাইতে পারুক না পারুক

অনধিকারচর্চ্চায় বেশ ওস্তাদ! উড়ো ফ্যাসাদ বাধাইয়া ভাবাইয়া মারে। উইল্‌স, তুমি বলিতেছ কার্ত্তুসের ঐ খোলসটায় যে অঙ্গুলি-চিহ্ন আছে—তাহা হত্যাকারীরই অঙ্গুলি-চিহ্ন ?"

উইল্‌স বলিল, "হাঁ, তাহাই বটে ; ঐ অঙ্গুলি-চিহ্ন পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিব—আমাদের আফিসের অঙ্গুলি-চিহ্নের খাতায় উহার অনুরূপ অঙ্গুলি-চিহ্ন আছে কি না। আমার বিশ্বাস, আমাদের দপ্তরে উহা পাওয়া যাইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স টোটার খোলসটা একজন সহকারীর হাতে দিয়া বিশেষজ্ঞের নিকট পাঠাইলেন। সে উহার ফটো লইয়া খাতার চিহ্নগুলির সহিত মিলাইয়া দেখিবে।

তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "অন্ধকারের ভিতর এখন যেন একটু আলো দেখা যাইতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু কাযটা সহজ হইবে না। যোয়েল গুইলার আমেরিকান দস্যু। যে তাহাকে হত্যা করিয়াছে সে সম্ভবতঃ আমেরিকান দস্যু বা সিকাগোর কোন গোলন্দাজ ; তাহাদেরই গুলী ঐরূপ অব্যর্থ। এই হত্যাকাণ্ড যদি কোন আমেরিকানের দ্বারা হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ অঙ্গুলি-চিহ্ন আমেরিকার পুলিশের নিকট পাঠাইতে হইবে ; তাহার পর পরীক্ষার ফল জানিতে একটি মাস কাটিয়া যাইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "এত বিলম্ব হইবে কেন ? আমরা যে এখন বে-তারেই অঙ্গুলি-চিহ্ন দেশান্তরে পাঠাইতে পারি ; এ সংবাদ জান না বুঝি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জানি সব, কিন্তু পরের হাতের কায ; তাহারা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের খাতক নয় ত।"

প্রায় পনের মিনিট পরে সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া একখানি টাইপ-করা কার্ড ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের হাতে দিল।

কুট্‌স তাহার উপর চোখ বুলাইয়া বলিলেন, "দশ মিনিটের মধ্যে কিস্তীমাৎ ! যাহার অঙ্গুলি-চিহ্ন তাহার ঠিকুজি পাওয়া গিয়াছে ব্লেক !

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে আসিয়া সেই কার্ডখানি দেখিতে

লাগিলেন।—দুইটি অঙ্গুলি-চিহ্নের ফটো পাশাপাশি সংরক্ষিত; একটি টোটার খোলস হইতে গৃহীত, অন্যটি দপ্তর হইতে সংগৃহীত, অভিন্ন অঙ্গুলি-চিহ্ন।

যাহার অঙ্গুলি-চিহ্ন, কার্ডে তাহার এই পরিচয় লিখিত ছিল—ফ্রাঙ্ক গারভিন, বণিক; প্রবঞ্চনার অভিযোগে ওল্ড বেলীর বিচারক কর্ত্তৃক চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। সাত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। পরে তাহাকে আর কোন দণ্ডভোগ করিতে হয় নাই। এখন পেশা বণিক-বৃত্তি।”

কুট্‌স মিঃ ব্লেকের মুখের উপর বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “লোকটা সিকাগোর কোন গোলন্দাজ নহে তাহা বুঝিতে পারিলে কি?”

মিঃ ব্লেক এই বিদ্রূপে বিচলিত না হইয়া বলিলেন, “ঐ মামলার কথা আমার স্মরণ আছে। গারভিন প্রতারণার অভিযোগে অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়া কয়েক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে মুক্তি লাভ করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, আজ সে লণ্ডনের বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি; সে প্রচুর ধন মানের অধিকারী হইয়াছে। যদি তাহার পূর্ব্বের অঙ্গুলি-চিহ্নের সহিত এই অঙ্গুলি-চিহ্নের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য না থাকিত তাহা হইলে যোয়েল গুইলাবের হত্যাকাণ্ডের সহিত তাহার সংস্রব আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “ইহা ত বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নহে, তোমার সম্মুখে অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান। এই উভয় চিহ্ন যে একই আঙ্গুলের; সুতরাং ফ্রাঙ্ক গার্ভিনের অপরাধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমি তাহাকে এখানে আনিয়া তাহার জবাব লিখিয়া লইব।—সন্ধ্যার আর অধিক বিলম্ব নাই বটে, কিন্তু আশা করি তাহার আফিসে সন্ধান লইলে এখনও তাহাকে সেখানে পাওয়া যাইতে পারে। ব্লেক, তুমি আমার সঙ্গে যাইবে ত? ব্রাউন, তোমাকেও আমার সঙ্গে গার্ভিনের আফিসে যাইতে হইবে। আমি একাকী যাইব না।”

পুলিশের একখানি গাড়ী আফিসের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহারা সেই গাড়ীতে উঠিয়া বাঁধের ধার দিয়া নগরের দিকে চলিলেন।

কিং উইলিয়ম ষ্ট্রীটের অদূরে মিল্‌ডেন লেনে ফ্রাঙ্ক গার্ভিন লিমিটেডের প্রকাণ্ড আফিস। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া সেই আফিসে প্রবেশ করিলেন; আফিসে অসংখ্য কেরানী; ছুটীর সময় হইয়াছে দেখিয়া তাহারা পাততাড়ি গুটাইতেছিল। (making ready to pack up for the day.)

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স একজন প্রবীন কর্ম্মচারীকে গার্ভিনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "দুঃখের বিষয় মিঃ গার্ভিন এখন আফিস হইতে চলিয়া গিয়াছেন; কাল সকালে ভিন্ন আপনি তাঁহাকে ধরিতে পারিতেছেন না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমি তাহাকে আজই পাকড়াইতে চাই। মিঃ গার্ভিন আজ সারাদিন আফিসে ছিলেন কি?"

কেরানী বলিল, "না, তিনি বিকালে চারিটার সময় আফিসে আসিয়া পাঁচটার সময় চলিয়া গিয়াছেন।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন—রিজেন্ট পার্কে বিড্‌ম্যান্স গার্ডেন্‌সে গার্ভিনের বাস-ভবন। ইন্‌স্পেক্টর সদলে রিজেন্ট পার্কে চলিলেন।

ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া মিঃ ব্লেককে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "গার্ভিন আজ বেলা চারিটার পূর্ব্বে আফিসে আসে নাই, তাহা শুনিয়াছ ত ব্লেক! হত্যাকাণ্ডের সময় সে আফিসে ছিল—এরূপ সাফাই আর খাটিবে না। যদি আজ বেলা দুইটা কুড়ি মিনিটের সময় যোয়েল গুইলারকে হত্যা করিয়া পলায়নের আধ ঘণ্টা পরেও হাইবারিতে তাহার মোটর-বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলেও বেলা চারিটার সময় আফিসে উপস্থিত হওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সে যদি বেলা দুইটা হইতে আফিসে থাকিত তাহা হইলে গুইলারের হত্যাকাণ্ডের সহিত তাহার সংস্রব প্রতিপন্ন করা কঠিন হইত; কিন্তু হত্যাকাণ্ডের সময়টিতে আফিসে তাহার অনুপস্থিতি তাহার বিরুদ্ধে একটা মারাত্মক প্রমাণ; কিন্তু ইহা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ ব্যাপার! গার্ভিনের মত লোক কি কারণে যোয়েল গুইলারকে ও-ভাবে হত্যা করিল তাহা আমার ধারণার অতীত!"

বিড্‌ম্যান গার্ডেন্‌স বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস-পল্লী; পথের দুই ধারে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাস-ভবন। তাঁহারা গার্ভিনের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাহার হল-ঘরটি উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত দেখিলেন। দ্বারের সম্মুখে আসিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দ্বারে ধাক্কা দিলেন। মুহূর্ত্ত পরে একটি সুবেশধারিণী পরিচারিকা দ্বার খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের প্রশ্নে পরিচারিকা বলিল, "মিঃ গার্ভিন বাড়ী নাই; আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি বাহিরে গিয়াছেন।"

কুট্‌স বলিলেন, "কখন ফিরিবেন বলিয়া গিয়াছেন কি?"

পরিচারিকা বলিল, "তিনি সাজ-পোষাক করিয়া বাহিরে গিয়াছেন, এজন্য মনে হইতেছে তাঁহার বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইবে।" (I don't think he will be back until late.)

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ভাল ঝক্‌মারিতে পড়া গেল! আমি যে জরুরি কার্য্যে আসিয়াছি। তিনি কোথায় গিয়াছেন তাহা কি আন্দাজ করিয়া বলিতে পার না?"

পরিচারিকা বলিল, "বোধ হয় পারি; কারণ তিনি সাজ-পোষাক করিয়া বাহিরে যাইবার সময় সর্দ্দার-খানসামাকে বলিতেছিলেন, তিনি কস্‌মোপলি না কস্‌মোপলি কি একটা হোটেলে যাইবেন; রাত্রে সেখানে না কি একটা খুব বড় মজলিস্‌ আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হোটেল কস্‌মোপলিটানে যাইবেন বলিয়া গিয়াছেন? হাঁ, আজ রাত্রে সেখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইবে। তোমার মনিব কি সেই সভায় যোগদান করিতে গিয়াছেন?"

পরিচারিকা বলিল, "তাঁহার কথা শুনিয়া ঐরূপই বুঝিয়াছিলাম। সেই হোটেলে প্রকাণ্ড সভা; কিন্তু কোন্‌ বিষয়ের সভা তাহা আমার জানা নাই আমি তাঁহার ডেস্কের উপর একখান নিমন্ত্রণ-পত্র দেখিয়াছিলাম, তাহা সেই সভায় যোগদানের নিমন্ত্রণ-পত্র।"

ইনস্পেক্টর কুট্‌স সঙ্গীগণের সহিত তাঁহার গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি নির্ব্বাক ভাবে গাড়ীতে বসিয়া রহিলেন; মিঃ ব্লেকও নিস্তব্ধ; তাঁহারা আকাশ পাতাল ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; গার্ভিন কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যেখানে নরহত্যা করিয়াছিল, সভায় যোগদানের জন্য পুনর্ব্বার সেইস্থানে গিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অবশেষে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! ফ্রাঙ্ক গার্ভেন হয় নিরেট গাধা, না হয় বেহায়া পাজী। উঃ, লোকটার কি অসীম সাহস! আজ বেলা দুটো আড়াইটার সময় সে কস্‌মোপলিটান হোটেলের বাহিরে যোয়েল গুইলারকে গুলী করিয়া হত্যা করিল, আর এই সন্ধ্যার সময় অকম্পিত হৃদয়ে সেই হোটেলেই বণিক-সম্মিলনীতে যোগদান করিতে ফিরিয়া গেল!"

তাঁহারা কস্‌মোপলিটান হোটেলের দ্বার-প্রান্তে গাড়ী হইতে নামিলেন। তাহারই অদূরে যোয়েল গুইলার যাহার গুলীতে নিহত হইয়াছিল, তাহারই সন্ধানে তাঁহারা সেই হোটেলে প্রবেশ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ফ্রাঙ্ক গার্ভিনকে কোথায় পাওয়া যাইবে তাহা জানিতে পারিয়াছি, ইহাই সুখের বিষয়। কথিত আছে, হত্যাকারী যেখানে নরহত্যা করে, সেই স্থানে তাহাকে পুনর্ব্বার যাইতে হয়।—এই প্রবাদটি গার্ভিন সম্বন্ধে খাটিতেছে বটে! তবে সে এত শীঘ্র এখানে ফিরিয়া আসিতে সাহস করিবে ইহা পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গার্ভিন লণ্ডনের বণিক সমাজের প্রতিনিধি-বণিকগণের অন্যতম; সুতরাং বণিক সম্প্রদায়ের বার্ষিক সম্মিলনীতে যোগদানের জন্য সে নিমন্ত্রিত হইলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। গুইলার ছদ্মবেশে এই হোটেলেই বাস করিতেছিল তাহা গার্ভিন নিশ্চিতই জানিতে পারিয়াছিল। এখন কথা এই যে, যদি সে স্বয়ং গুইলারকে হত্যা করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই কায সে কেন করিল? অকারণ কেহ কাহাকেও হত্যা করে না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চিন্তা করিয়া বলিলেন, "গুইলার ভদ্রলোকের কলঙ্ক প্রচারের ভয় দেখাইয়া উৎকোচ আদায় করিত, স্যাভেজ-সংক্রান্ত ব্যাপারেই আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। সম্ভবতঃ সে গার্ভিনের নিকট [illegible] ঐভাবে

উৎকোচের দাবী করিয়াছিল, গার্ভিনের অতীত কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিবে বলিয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল। হয় ত সে বলিয়াছিল প্রকাশ্য সভায় তাহার পূর্ব্ব অপকীর্ত্তির কথা প্রকাশ করিয়া তাহার সম্ভ্রম নষ্ট করিবে, তাহার কারবারটির পশার মাটী করিবে। এই ভাবে ভয় প্রদর্শন করিয়া ঘুস চাহিলে তাহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য আগ্রহ না হয় কার? গার্ভিন চিরদিনের জন্য তাহার মুখ বন্ধ করিয়াছে; মরা মানুষ ত কোন কথা বলিতে পারে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার এই অনুমান সত্য হইতেও পারে। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্যে গার্ভিন ঐরূপ গর্হিত কায করিয়া থাকিলেও তাহার সমর্থন করিবার উপায় নাই। গার্ভিন জানিত জন স্যাভেজকে হত্যা করায় পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতেছিল, তাহার সন্ধানে ঘুরিতেছিল; সুতরাং পুলিশকে তাহার সন্ধান বলিয়া দেওয়া গার্ভিনের পক্ষে কঠিন হইত না। এই কাযটি সে অনায়াসেই করিতে পারিত। পুলিশ এই সংবাদ পাইবার পর দশ মিনিটের মধ্যেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পুরিতে পারিত; গুইলারকে তখন গার্ভিনের ভয়ের আর কোন কারণ থাকিত না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ বলিলেন, "এ সকল কথা লইয়া মাথা ঘামাইয়া কোন ফল নাই; আমরা গার্ভিনকে গ্রেপ্তার করিলেই সকল কথা জানিতে পারিব। বণিক-সম্মিলনীর অধিবেশনের আর অধিক বিলম্ব নাই; আমরা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া গার্ভিনকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিলে সভার কার্য্যে হয় ত একটু বিঘ্ন ঘটিবে, সভ্যগণ ক্ষুব্ধ হইবে; এ অবস্থায় আমরা যাহাতে সভার শান্তি-ভঙ্গ না করিয়া চুপে চুপে গার্ভিনকে বাহির করিয়া আনিতে পারি সেইরূপই চেষ্টা করিতে হইবে।"

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। কস্‌মোপলিটান হোটেল তখন উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত; নানাবর্ণের বিজলীর-মালায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝল্‌মল্ করিতেছিল। হোটেলের ধূমপানের কক্ষগুলি সুবেশধারী প্রফুল্লহৃদয় ধূমপান-কারীদের কলধ্বনিতে ঝঙ্কারিত। হলঘরও জনকোলাহল-মুখরিত। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ ও মিঃ ব্লেক যখন হল-ঘরের ভিতর দিয়া হলের অন্য প্রান্তস্থিত লিফ্‌টের

দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন কেহই তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না।

হোটেলের কোন্ তালার কোন কক্ষে সেই বিরাট সভার অধিবেশন হইবে তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইল না, কারণ সর্ব্বত্রই 'নোটিশ' ঝুলিতেছিল। তাঁহারা উভয়ে দোতালায় উঠিয়া একটি কক্ষের রুদ্ধ-দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দুইজন লোক সান্ধ্যপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সেই দ্বার রক্ষা করিতেছিল। তাহাদের কোটের বোতামের ছিদ্রে লাল ও কালো রঙের এক এক জোড়া কৃত্রিম গোলাপ শোভা পাইতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মিঃ ফ্রাঙ্ক গার্ভিন এখানে আছেন কি? আমরা কোন জরুরী কাযে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

একজন দ্বাররক্ষী সভ্যগণের নামের 'টাইপ-করা' তালিকাখানি পরীক্ষা করিয়া বলিল, "মিঃ ফ্রাঙ্ক গার্ভিন? হাঁ, তিনি সভায় যোগদান করিয়াছেন; তিনিও এই সভার সদস্য। কিন্তু এখন আপনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবেন না।—সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে, এজন্য সভার কার্য্যে আপনাকে ব্যাঘাত ঘটাইতে দিতে পারিব না। আপনাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়ার অধিকার আমাদের নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স নীরস স্বরে বলিলেন, "দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু আমরা সভায় প্রবেশ করিলে যদি সভার কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলেও সে কায আমাকে করিতেই হইবে। আমি পুলিশ-কর্ম্মচারী, সরকারী কাযের জন্য মিঃ গার্ভিনের সহিত আমি অবিলম্বে দেখা করিতে বাধ্য এবং তাহাই এখন আমার প্রথম কর্ত্তব্য।"

দ্বাররক্ষীদ্বয় সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আপনি পুলিশ-কর্ম্মচারী!"—তাহারা উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর উভয়েই দ্বার-প্রান্ত হইতে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া, এক জন কুট্‌সকে বলিল, "এ অবস্থায় আপনারা নিজেদের দায়িত্বে ভিতরে প্রবেশ করিলে আমরা কি করিতে

পারি? আপনারা কিছুদূর যাইয়া 'মার্ব্বল-হলে'র বাহিরে দুইজন প্রহরীকে দেখিতে পাইবেন; তাহাদের নিকট মিঃ গার্ডিনের সন্ধান পাইবেন।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স ব্লেকের সঙ্গে দ্বার অতিক্রম করিয়া একটি বৃহৎ কক্ষ দেখিতে পাইলেন; তাহা হোটেলের পানাগার। সেখানে তাঁহারা কতকগুলি খালি গ্লাস ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেই কক্ষের এক প্রান্তে পর্দ্দার অন্তরালে 'মার্ব্বল-হলের' সুদৃঢ় দ্বার। সেই দ্বারের সম্মুখে দুইজন বিশালকায় বলিষ্ঠ প্রহরী দণ্ডায়মান। তাহারা ইন্স্পেক্টর কুট্স ও ব্লেককে সম্মুখে দেখিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিল।

ইন্স্পেক্টর কুট্স 'মার্ব্বল-হলে' প্রবেশ করিবার জন্য অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন; তাঁহাদের সেখানে গমনের উদ্দেশ্যও বলিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া একজন প্রহরী মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "না মহাশয়, আপনারা ভিতরে প্রবেশ করিতে পাইবেন না। কোনও বাহিরের লোককে এখন দ্বার খুলিয়া দেওয়ার আদেশ নাই; ভিতরে যাওয়া আপনাদের পক্ষে অসম্ভব। সভার কার্য্যে বাধা দেওয়ার উপায় নাই। আর আপনাদের সেখানে যাইবার অধিকারও নাই, কারণ উহা হোটেলের সাধারণ কক্ষ নহে।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স সক্রোধে বলিলেন, "দরজা ছাড়িয়া শীঘ্র সরিয়া দাঁড়াও; বেশী গোলমাল করিলে পুলিশের কর্ত্তব্যে বাধা দেওয়ার জন্য আমি তোমাদের গ্রেপ্তার করিব। ভিতরে যাহারা মজলিস করিতেছে তাহাদিগকে ডাকিয়া দরজা খুলিয়া দিতে বল।"

প্রহরীদ্বয় সভয়ে সরিয়া গেল। পুলিশ সর্ব্বত্রই বাঘ, সাদা কালো সকলের দেশেই সমান প্রতাপশালী! ইন্স্পেক্টর কুট্স দরজার হাতল ধরিয়া প্রচণ্ড বেগে ঝাঁকুনী দিতে লাগিলেন। দ্বার ভিতর হইতে অর্গলরুদ্ধ; ধাক্কা দিলেও তাহা খুলিল না। তখন ইন্স্পেক্টর কুট্স কপাটে কাঁধ বাধাইয়া তাহাতে সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু সুদৃঢ় দ্বার অবিচলিত রহিল।

তখন কুট্স উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও; আইনের সম্মান রাখিতে চাহ ত অবিলম্বে দ্বার খোল।"

মিঃ ব্লেক প্রহরীদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহাদের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া কি ইঙ্গিত করিল, যেন সেই স্থান হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচে!

মুহূর্ত্ত পরে তাহারা উভয়েই অদৃশ্য হইল। ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স তাহা লক্ষ্য না করিয়া দ্বারে ধাক্কা দিয়া পুনর্ব্বার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ভাল চাও ত আইনের সম্মান রক্ষার জন্য শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও।"

ষষ্ঠ প্রস্তাব

সম্মিলনীর অধিবেশন

সেইদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় মর্টিমার স্যাভেজ তাহার পৈতৃক অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া একখানি মোটর-কারে উঠিয়া বসিল। তাহার মন তখন নানা চিন্তায় বিচলিত হইলেও তাহার আকার-প্রকারে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। সে শ্বেতকাঞ্চনের কৌটা হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া মুখে গুঁজিল, এবং একটি দীপশলাকা জুতার তলায় ঘসিয়া তদ্দ্বারা সিগারেটটি ধরাইয়া লইল।

মিঃ হটন ডেলকোর্ট তাহাকে যে সকল অদ্ভুত কথা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। মিঃ ব্লেকের সহিত ইন্‌স্পেক্টর সার্পলিন্‌কে হঠাৎ তাহার গৃহে আসিতে দেখিয়া ও তাঁহাদের কথা শুনিয়া তাহার মন অধিকতর চঞ্চল হইয়াছিল।

মোটর-কার তাহাকে লইয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল; মর্টিমার মনে মনে বলিল, "মিঃ ডেলকোর্ট বোধ হয় আমার সঙ্গে পরিহাস করিয়াছেন! লোকটি কিরূপ পরিহাস-রসিক—তাহা কি আমি জানি না? কিন্তু এত লোক থাকিতে আমারই কাঁধে চাপিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল কেন? যদি আমি এখন সোজা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকাশ করি যে, আজ রাত্রিতে কস্‌মোপলিটান হোটেলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সমিতির যে বার্ষিক অধিবেশন হইবার কথা আছে তাহা বণিক-সম্মিলনী নহে, তাহা দেশ দেশান্তর-সমাগত দস্যু-তস্করগণের একটি বৈঠকমাত্র তাহা হইলে তাহারা আমার কথা কেবল হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে না, আমার মাথা খারাপ হইয়াছে ভাবিয়া আমাকে কোন পাগলা-গারদে রাখিয়া আসিবে। আমার কথা অবিশ্বাস করিলে আমি তাহাদের বুদ্ধির নিন্দা করিতে পারি না।"

কিন্তু মর্টিমার স্যাভেজ জানিত না যে, অল্পকাল পূর্ব্বে এরূপ দুই একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেজন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড তাহার কথা শুনিলে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেও পারিত। তাহার অদ্ভুত কাহিনী তাহারা অসম্ভব গল্প বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিত—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

ফ্ল্যাস জিম হাডনের স্ত্রী স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের আফিসে আসিয়া যে কার্ডখানি দিয়া গিয়াছিল, তাহাতে ১৩ই অক্টোবর তারিখ, 'আই, এল, সি'-এই অক্ষর তিনটি, ও যে সংখ্যাটি লেখা ছিল—তাহা দেখিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কোন কোন কর্ম্মচারী রহস্যভেদের চেষ্টা করিতেছিলেন।

মর্টিমার স্যাভেজ যখন কস্মোপলিটান হোটেলের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিল তখন হোটেল আলোকমালায় বিভূষিত। মর্টিমার পথের যে অংশ দিয়া হোটেলের সোপানে উঠিল—ঠিক সেই স্থানেই তাহার পিতৃহন্তা যোয়েল গুইলার আততায়ীর গুলীতে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে নিহত হইয়াছিল। সে অজ্ঞাতসারে সেই মাটী মাড়াইয়া হোটেলে উঠিল; কিন্তু সেই লোমহর্ষণ হত্যা-কাণ্ডের কথা তখন সকলেই যেন ভুলিয়া গিয়াছিল! হোটেলের সর্ব্বত্র তখন আনন্দের স্রোত বহিতেছিল। দর্শকগণ উৎসবের বেশে সজ্জিত হইয়া উৎসাহ ভরে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, অনেকে বিভিন্ন স্থানে বসিয়া গল্প করিতেছিল।

মর্টিমার স্যাভেজ বারান্দা পার হইয়া 'লিফ্‌টের' নিকট উপস্থিত হইল। সেই স্থানে একখানি বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছিল; তাহা পাঠ করিয়া সে জানিতে পারিল সভার কার্য্য তখন আরম্ভ হইয়াছিল। দোতালার মার্ব্বল-হলে স্থানাভাব হওয়ায় তাহার পার্শ্বস্থ দুই তিনটি কক্ষেও দর্শকগণের উপবেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সে দোতলায় উঠিয়া প্রহরীগণকে দ্বার রক্ষা করিতে দেখিল। মর্টিমার প্রথমে সভাস্থলে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইল না; বাধা পাওয়ায় সে বিরক্ত হইয়া নিজের নাম বলিল, এবং হর্টন ডেলকোর্ট-প্রদত্ত নামের কার্ডখানি দেখাইলে তাহাকে সভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল।

যে সকল কক্ষে দর্শকগণের উপবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাদের পার্শ্বস্থ কয়েকটী কক্ষে শুভ্র পরিচ্ছদধারী কতকগুলি আর্দ্দালী মদের বোতল খুলিয়া সভ্যগণের পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করিতেছিল। সেই সকল কক্ষে সান্ধ্য পরিচ্ছদধারী এক একদল লোক দাঁড়াইয়া গুঞ্জন করিতেছিল। মর্টিমার স্যাভেজ এক গ্লাস পাণীয়ের আদেশ করিয়া, একটি কক্ষের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথা শুনিতে লাগিল। ফরাসী জর্ম্মান স্প্যানীশ, ইতালীয় ও কোন কোন প্রাচ্য দেশবাসীর মিশ্র কণ্ঠধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিল। সে তাহার চতুর্দ্দিকে যে দৃশ্য দেখিল, তাহা দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে হইল না যে, পৃথিবীর বহু দিগ্দেশাগত নানা শ্রেণীর অপরাধী ও দস্যু তস্করের দল তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছে। অনেকগুলি ইংরাজের চেনা-মুখও সে সেখানে দেখিতে পাইল। তাহার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে সে যখন লণ্ডনের বিভিন্ন ক্লাব, রেস্তরাঁ, প্রমোদাগার প্রভৃতিতে মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইত, সেই সময় যাহাদিগকে দেখিতে পাইত, তাহাদের অনেককেই সেই স্থানে উপস্থিত দেখিল। তাহারা কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছিল তাহা শুনিবার জন্য মর্টিমারের আগ্রহ হইল। সে কয়েক মিনিট উত্তকর্ণে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শুনিতে পাইল তাহার অদূরে তিন চারিজন লোক মুখোমুখী হইয়া কোন কোন কোম্পানীর যৌথ কারবারের সেয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল; চৌর্য্যবৃত্তি সম্বন্ধে কোন আলোচনা সে শুনিতে পাইল না। সে কিরূপে বিশ্বাস করিবে—উহা দস্যুদলের পরামর্শ সভা?

মর্টিমার স্যাভেজ অন্য দিক হইতে একটি যুবকের কথা শুনিতে পাইল; সেই যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ইহাও সে তাহার কথার ভাবে বুঝিতে পারিল। যুবকটি তাহার সঙ্গীকে বলিল যদি আগামী বৎসর নৌকা-দৌড়ে (boat race) অক্সফোর্ডের দল বাজি জিতিতে না পারে তাহা হইলে সে পাঁচ শিলিং হারিতে রাজি। মুহূর্ত্ত পরে একটি বিরাটদেহ চীনাম্যান ক্ষুদ্র চক্ষু দুটিতে মিটু মিটু করিয়া চারি দিকে চাহিতে চাহিতে মর্টিমারের গা-ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল, এবং বিশুদ্ধ ইংরাজীতে এক গ্লাস হুইস্কি সোডা দিতে আদেশ করিল। তাহার গলায় একছড়া

হীরার হার বিদ্যুতালোকে ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল। মর্টিমার স্যাভেজ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিল, ইহারাও সভ্য হইয়াছে এবং চণ্ডুর নল ছাড়িয়া মদের গ্লাস ধরিতে শিখিয়াছে!

কিন্তু কতকগুলি লোকের ভাব ভঙ্গি, তাহাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, কুণ্ঠিত ভাবে ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া পরস্পরের সহিত পরামর্শ—প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া মর্টিমারের সন্দেহ হইল সেই সকল লোকের অভিসন্ধি কখন সৎ হইতে পারে না; তাহারা কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে সভায় যোগদান করিতে আসে নাই। বস্তুতঃ মিঃ ডেলকোর্ট সম্মিলনী সম্বন্ধে তাহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য কি তামাসামাত্র তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সে যখন বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় মিঃ ডেলকোর্ট ভীড় ঠেলিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "এই যে স্যাভেজ, আসিয়াছ? আমি তোমাকেই খুঁজিতেছিলাম যে!'

মিঃ ডেলকোর্টের পরিচ্ছদ দেখিয়া ও তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল তিনি সম্মিলনীর একজন প্রধান নায়ক। তাঁহার কণ্ঠস্বরে ও চাল-চলনে কর্ত্তৃত্বের আভাস ছিল। তাঁহাকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দর্শকগণ সম্ভ্রমভরে দূরে সরিয়া গেল এবং তাঁহাকে মর্টিমারের সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া সকলেই কৌতূহল ভরে মর্টিমারের দিকে চাহিল। তাহার দীর্ঘ দেহ, ব্যায়ামপুষ্ট মাংসপেশী, উজ্জ্বল মুখকান্তি এবং সুনীল নেত্রের দিকে সকলেই প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

অনেকে ডেলকোর্টকে অভিবাদন করিল; তিনিও হাসিমুখে তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। তাঁহারও কণ্ঠে হীরকখচিত হার প্রলম্বিত ছিল, এবং শুভ্র সার্টসমাবৃত বক্ষঃস্থলে কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণের একটি ফিতা দোদুল্যমান হইয়া তাঁহার পদমর্য্যাদার পরিচয় প্রদান করিতেছিল।

মিঃ ডেলকোর্ট মৃদুহাস্যে স্যাভেজকে বলিলেন, "এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তোমার কি মনে হইতেছে স্যাভেজ!"—তিনি স্যাভেজকে সঙ্গে লইয়া মদ্যপানের আসরে উপস্থিত হইলেন, এবং মদ্যপরিবেশককে দুই গ্লাস স্যাম্পেন দেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

মর্টিমার স্যাভেজ বলিল, "আমি এখানে নূতন আসিয়াছি; হঠাৎ আমি কি অভিমত প্রকাশ করিব? এখানে নানা শ্রেণীর লোক দেখিতেছি, তাহাদের মধ্যে আমার চেনা-মুখেরও অভাব নাই।"

ডেলকোর্ট বলিলেন, "এই সম্মিলনীতে যে সকল লোক উপস্থিত হইয়াছে তাহাদিগকে দেখিয়া তুমি মুহূর্ত্তের জন্ম ধারণা করিতে পারিবে না—আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি কি বিরাট শক্তির আধার! ইহার ব্যাপকতা কি বিশাল! কিন্তু আমি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের সমিতিগুলির ব্যাপকতা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। আজ প্রায় দুই সহস্র প্রতিনিধি এই সম্মিলনীতে যোগদান করিতে আসিয়াছে; ইহাদের প্রত্যেকে যে সকল সমিতির প্রতিনিধি সেই সকল সমিতির প্রত্যেকটিতে পঞ্চাশজন হইতে পঞ্চাশ হাজার অপরাধী সদস্য আছে এবং এই সকল সমিতি পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই বর্ত্তমান। তাহারা এই সম্মিলনীর অধিনায়ককে যে কোন স্বেচ্ছাপরতন্ত্র সম্রাট অপেক্ষাও অধিক সম্মান ও ভয় করে। আমি এই এক বৎসর কাল পৃথিবীর অপরাধীগণের পরিচালন-ভার বহন করিয়া আসিতেছি, তাহারা আজ্ঞাবহ সৈনিকের মত তাহাদের নায়কের প্রত্যেক আদেশ নতশিরে পালন করিয়া আসিয়াছে। আমি এক বৎসর যে দায়িত্বপূর্ণ ও গৌরবমণ্ডিত আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, আজ সেই আসন শূন্য হইবে। আগামী বৎসরের জন্য—"

মিঃ ডেলকোর্ট মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "এস স্যাভেজ, আমি তোমাকে একটি মহিলার সহিত পরিচিত করিয়া দিই; তাঁহার ন্যায় অসাধারণ সুন্দরী, প্রতিভাময়ী অথচ উগ্রপ্রকৃতি তেজস্বিনী নারী সমগ্র পৃথিবীতে আর একটিও আছে কি না জানি না।"

মিঃ ডেলকোর্টের কথা শুনিয়া মর্টিমারের মনে হইল—এই নারী কি জগৎপ্রসিদ্ধা মিস্ আমেলিয়া কার্টার—যাহার বুদ্ধিচাতুর্য্যের ও অসমসাহসের পরিচয়ে ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার সকল দেশের অধিবাসী সমভাবে মুগ্ধ? না, সে অদ্ভুত শক্তিশালিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিভাশালিনী নাতালী—যে আমেরিকার কানাডা রাজ্যের দস্যুদলের বিরুদ্ধে একাকিনী সমর ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, এবং তাহার

অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল? স্যাভেজ কোন্ মহিমান্বিতা মনস্বিনী মহিলার দর্শন লাভ করিবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া উৎসুক নেত্রে সেই কক্ষের চারি দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল; কিন্তু কোন রমণীকে সে দেখিতে পাইল না; কোন নারী সেই অপরাধী-সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

মিঃ ডেলকোর্ট মর্টিমারের কাঁধে হাত দিয়া সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে একটি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সেই দ্বারের পর্দা সরাইয়া যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন, সেখানে অনেকগুলি লোক একখান গোল টেবিলের চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে বসিয়া পরামর্শ করিতেছিল। মর্টিমার সেই টেবিলের এক প্রান্তে একটি পরমাসুন্দরী যুবতীকে দেখিতে পাইল।

মিঃ ডেলকোর্ট মর্টিমারের সঙ্গে সেই যুবতীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ব্যারণেস, আমার বন্ধু মর্টিমার স্যাভেজকে আপনার সহিত পরিচিত করিতে পারি কি?"

যুবতীর সম্মুখে আসিয়া মর্টিমার বুঝিতে পারিল—মিঃ ডেলকোর্ট যুবতীর যে রূপের কথা বলিয়াছিলেন তাহা অত্যুক্তি নহে। তাহার রূপের প্রভায় সেই কক্ষ উদ্ভাসিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার রূপ দেখিলে চক্ষু শীতল হয় না, চক্ষু ঝলসিয়া যায়! সৃষ্টির আদি যুগে যে ভুবন-মনোমোহিনী মোহিনীর অপরূপ রূপপ্রভা নিরীক্ষণ করিয়া কলহপরায়ণ দৈত্যদল মুগ্ধ হইয়াছিল, এই ব্যারণেসের সৌন্দর্য্যও সেইরূপ উন্মাদনাময়। মর্টিমার স্যাভেজ মুগ্ধ হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল—কে এই ব্যারণেস্? অপরাধীসমাজে তাঁহার এরূপ প্রভাবের কারণ কি?

মিঃ ডেলকোর্টের কথা শুনিয়া রমণী মৃদু হাসিয়া মর্টিমার স্যাভেজের সম্মুখে হাতখানি বাড়াইয়া দিল; সেই শুভ্র সুগোল হস্ত হইতেও যেন লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছিল!—মর্টিমার স্যাভেজ এরূপ সুন্দরী জীবনে প্রত্যক্ষ করে নাই। (the most beautiful creature he had set eye on.) যুবতীর সুলোহিত ওষ্ঠের মৃদু হাসি শরৎ-সায়াহ্নের পশ্চিম গগনবিলম্বী হিঙ্গুলবর্ণ মেঘের কোলে ক্ষীণ বিজলি প্রভার মত ফুটিয়া উঠিল।

মিঃ ডেলকোর্ট মর্টিমারকে যুবতীর সহিত পরিচিত করিবার জন্য বলিলেন, "স্যাভেজ, ইনি ব্যারণেস্ ষ্টিফেনী।"—অনন্তর তিনি যুবতীর পার্শ্বোপবিষ্ট একটি যুবককে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি আমাদের সম্মিলনীর শক্তিশালী ও সর্ব্বজন-বরেণ্য সদস্য মিঃ ফার্গস্ ক্রীল। আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই তোমরা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইবে।"

মর্টিমার সেই কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় ফার্গস্ ক্রীলকে ব্যারণেসের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করিতে দেখিয়াছিল; মর্টিমারের সহিত পরিচয়ের জন্য ব্যারণেস্ ষ্টিফেনী ক্রীলের সহিত আলাপ বন্ধ করায় ক্রীল সক্রোধে মর্টিমারের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ বাঁকা করিল। লোকটার উভয় স্কন্ধ অস্বাভাবিক প্রশস্ত, কিন্তু তাহার হাত পা সেই অনুপাতে অসাধারণ ক্ষুদ্র! মাথাটি প্রকাণ্ড, অথচ ঘাড় ছিল না বলিলেও চলিত। (as though he had no neck at all.) মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া লাল্চে রঙের চুল।—এই মূর্ত্তি দেখিয়া একজন হাব্‌শি যোদ্ধার ছবি মর্টিমার স্যাভেজের মনে পড়িল। বৃটিশ মিউজিয়মের গ্যালারীতে সে সেই ছবি দেখিয়াছিল। সে মনে মনে বলিল, "লোকটাকে দেখিয়া মুখের লোমবর্জ্জিত ভদ্র পরিচ্ছদাবৃত একটা গরিলা বলিয়া মনে হয়।"

ক্রীল অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে মর্টিমার স্যাভেজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, এবং অকারণ তাহাকে প্রতিদ্বন্দী মনে করিয়া তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। মর্টিমারও তাহাকে দেখিয়া সুখী হইতে পারিল না; তাহার মন বিরাগে ও বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইল। কিন্তু ব্যারণেস্ ষ্টিফেনী ক্রীলকে উপেক্ষা করিয়া মর্টিমারকে সমাদরে কাছে বসাইয়া বলিল, "মিঃ স্যাভেজকে পূর্ব্বে কোন দিন দেখিতে পাই নাই—ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়। উনি কি সংপ্রতি আমাদের সমিতির সহিত সহানুভূতি প্রদর্শনের সুযোগ পাইয়াছেন?"

কথাটা মিঃ ডেলকোর্টকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও স্যাভেজ স্বয়ং ইহার উত্তর দিল, বলিল, "কেবল সংপ্রতি বলিলে ঠিক হইবে না; এই মুহূর্ত্তে বলিলেই সঙ্গত হয় ব্যারণেস!"

মর্টিমার স্যাভেজের কথা শুনিয়া ক্রাল বিষম ক্রুদ্ধ হইল এবং আরক্তনেত্রে স্যাভেজের মুখের দিকে চাহিয়া ঠিক গরিলার মতই মুখভঙ্গি করিল !

মিঃ ডেলকোর্ট ক্রীলের ঈর্ষ্যার কারণ বুঝিতে পারিয়া সকৌতুকে আড়চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। লোকটাকে তিনি খল ও হিংস্রপ্রকৃতি বলিয়া অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করিতেন; তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইয়াছিল। তিনি মর্টিমার স্যাভেজের কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিলেন, "খাসা জবাব দিয়াছ ব্রাদার!—এখানে তোমার যেমন একটি নূতন বন্ধু জুটিল, তেমনই তুমি একটি মহাশত্রু সৃষ্টি করিলে। আমার আশঙ্কা ইহারা উভয়ে তোমার পক্ষে সমান বিপজ্জনক হইবে।—সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হইবার সময় হইয়াছে। তুমি সকল ভার আমার উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক স্যাভেজ!"

সহসা সুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি হওয়ায় সমাগত সদস্যগণের গুঞ্জন নীরব হইল। যাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল তাহারা নিঃশব্দে মার্ব্বল-হলের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

সেই মুহূর্ত্তে ছয় জন প্রহরী মার্ব্বল-হলের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া সতর্ক ভাবে দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। যাহারা দ্বার অতিক্রম করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিতেছিল, প্রহরীরা তাহাদের প্রত্যেকেরই আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। প্রবেশের সময় প্রত্যেককে একটি সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করিতে হইল; কিন্তু তাহা এরূপ অস্ফুট যে, মর্টিমার স্যাভেজ শব্দটি ঠিক বুঝিতে পারিল না। মিঃ ডেলকোর্ট তাহার হাত ধরিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করায় তাহার ঐরূপ শব্দ উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন হইল না। কর্ত্তা স্বয়ং যাহার মুরুব্বি ও সঙ্গী, কে তাহার গমনে বাধা দিবে?

প্রকাণ্ড হল; কতকগুলি দীর্ঘাকার টেবিল ঘোড়ার নালবন্দের আকারে (in the form of a horse-shoe) সেই হলের মধ্যস্থলে সজ্জিত ছিল। হর্টন ডেলকোর্ট শ্রেণীবদ্ধ টেবিলগুলির মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়া তিনি মর্টিমার স্যাভেজকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ব্যারণেস্

ষ্টিফেনী তাঁহার বাম পার্শ্বে উপবেশন করিল। ফার্গস্ ক্রীল তাঁহাদের অল্প দূরে বসিয়া একটা বিরাটদেহ বিকটাকার চীনাম্যানের সহিত মৃদুস্বরে গল্প করিতে লাগিল। স্যাভেজ কিছুকাল পূর্ব্বে সেই চীনাম্যানটাকেই কক্ষান্তরে তাহার গা-ঘেঁসিয়া ব্যগ্রভাবে মদ্যের সন্ধানে যাইতে দেখিয়াছিল।

হল-ঘরের প্রত্যেক বাতায়নে পুরু পর্দ্দা প্রসারিত ছিল। সম্মিলনীর সদস্যগণ সকলেই সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেই সুবৃহৎ দ্বার ভিতর হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে অর্গলরুদ্ধ হইল।

মর্টিমার স্যাভেজ সেই কক্ষে বসিয়া যে বিস্ময়াবহ অদ্ভুত দৃশ্য সন্দর্শন করিল তাহা সে সত্য মনে করিতে পারিল না! তাহার মনে হইল সে জাগ্রত অবস্থাতেই স্বপ্ন দেখিতেছিল। বস্তুতঃ, তখনও তাহার ভ্রম দূর হইল না; যে সকল সুবেশধারী, গম্ভীরপ্রকৃতি, বিভিন্ন দেশের অধিবাসী সেই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছিল, তাহারা সত্যই যে নানা দিগ্‌দেশাগত দস্যুতস্কর, গুণ্ডা, বাটপাড়, প্রবঞ্চক ও জালিয়াৎ, এবং এই সকল অপরাধী তাহাদের বার্ষিক সম্মিলনীতে যোগদান করিতে আসিয়াছে —ইহা বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

যাহাহউক, সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে সকলেই নীরব হইল, সভাস্থলে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। মিঃ ডেলকোর্ট চেয়ার হইতে উঠিয়া-দাঁড়াইয়া, তাঁহার হস্তস্থিত গজদন্ত নির্ম্মিত ক্ষুদ্র হাতুড় দ্বারা টেবিলে আঘাত করিয়া বক্তৃতারম্ভের সূচনা করিলেন।

তিনি মধুর কণ্ঠে সুস্পষ্ট ও গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমরা—আই, এল, সি-র প্রতিনিধিবর্গ—ইহার বিগত অধিবেশনে সমবেত হইবার পর পূর্ণ দ্বাদশ মাস অতীত হইল; কিন্তু আজ আমাদের সম্মিলনীর লণ্ডনের এই অধিবেশন দুর্ভাগ্যক্রমে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনায় মিলনের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিল না। আমাদের এই সমিতির প্রাচীনতম সদস্যবৃন্দের অন্যতম সদস্য—যিনি এই শক্তিশালী ও সুবিশাল প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—সংপ্রতি সহসা ইহলোক হইতে অপসারিত হওয়ায় আমরা তাঁহার অভাব অত্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।"

মিঃ ডেলকোর্টের এই আক্ষেপোক্তিতে সভাস্থলে মৃদুগুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইলেও সমাগত সভাগণ সকলেই স্তব্ধভাবে ও অবনত মস্তকে মৃত অধিনায়কের উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন করিল।

মিঃ ডেলকোর্ট ক্ষুব্ধ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "সেই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ গর্হিত কার্য্যের আলোচনা করিতে আমার ঘৃণা হইতেছে; এসম্বন্ধে আমি এইমাত্র মন্তব্য প্রকাশ করিব যে, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের বিধি ব্যবস্থা অনুসারে প্রকৃত অপরাধী তাহার অপকর্ম্মের উপযুক্ত দণ্ড লাভ করিয়াছে।"

এইরূপ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য দ্বারা সভাপতি হর্টন ডেলকোর্ট জন স্যাভেজের শোচনীয় মৃত্যু এবং তাঁহার হত্যাকারী যোয়েল গুইলারের হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ শেষ করিলেন। যোয়েল গুইলার সভারম্ভের প্রায় ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বে আততায়ীর অব্যর্থ গুলীতে হোটেল কস্মোপলিটানের বহির্দ্বারের সম্মুখে কি ভাবে নিহত হইয়াছিল, তাহা অনেকেরই স্মরণ ছিল; কিন্তু সে যে জন স্যাভেজের হত্যাকারী বলিয়া এই ভাবে নিহত হইয়াছিল—ইহা মিঃ ডেলকোর্টের মন্তব্য শুনিয়া তখনই সকলে জানিতে পারিল, এবং গভীর বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু মর্টিমার স্যাভেজ কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট এ সকল কথা জানিতে পারিয়াছিল। এই হত্যাকাণ্ডের সন্ধান জানিবার জন্যই ইন্স্পেক্টর সার্পল্স্ মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া মর্টিমারের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তাহাকেই যোয়েল গুইলারের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন—ইহা স্মরণ হওয়ায় মর্টিমার অত্যন্ত বিচলিত হইল। সে মাথা তুলিয়া সেই সুপ্রশস্ত কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং একজন ব্যতীত সকলেরই মুখে সহানুভূতি ও ক্ষোভের চিহ্ন দেখিতে পাইল। ফার্গস্ ক্রৗল চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, আর এক একবার মর্টিমারের মুখের দিকে চাহিতেছিল। তাহার সেই দৃষ্টিতে অবজ্ঞা ও তাচ্ছীল্য সুপরিস্ফুট।

কিন্তু সেদিকে মিঃ ডেলকোর্টের দৃষ্টি ছিল না; তিনি সংক্ষেপে তাঁহার বিষয়ের অবতারণা করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "যে এক বৎসর কাল

আমি এই সম্মিলনীর পরিচালন-ভার বহন করিয়াছি, সেই এক বৎসরের মধ্যেই আমাদের সমিতির সভ্য-সংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক হইয়াছে; তবে এ কথাও সত্য যে, সেই সময়ে আমরা কয়েক সহস্র সভ্য হারাইয়াছি; অনেকে দৈব-দুর্ঘটনায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, অনেকে আইনের কবলে পড়িয়া আমাদের সভার সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

"পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমিতিগুলির সাহায্যে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডারে যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে—তাহার পরিমাণ এক কোটী পাউণ্ড! আমাদের বিশ্বাস, চেষ্টা করিলে আগামী বৎসর আমরা এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যক্ষেত্র আরও অধিকদূর সম্প্রসারিত করিয়া নানা নূতন সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব। আমি এ কথার উল্লেখ করিতে গর্ব্ব অনুভব করিতেছি যে, আমাদের এই প্রতিষ্ঠান কি স্বাবলম্বনে, কি শক্তি-সামর্থ্যে, কি অর্থে ও প্রতিপত্তিতে পৃথিবীর অন্য সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।"

সভ্যগণ মৃদুস্বরে এই উক্তির সমর্থন করিল; সকলেরই মুখ হইতে প্রশংসাধ্বনি নির্গত হইল। মর্টিমারের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে যাহা শুনিল তাহা কি সত্য? পৃথিবীর অপরাধীগণের সমিতিসমূহের ভাণ্ডারে এক কোটী পাউণ্ড সঞ্চিত! লক্ষাধিক লোক সেই সকল সমিতির সদস্য! আর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অদূরবর্ত্তী একটি হোটেলে পৃথিবীর সকল দেশের অপরাধীরা একত্র সমবেত হইয়া ধীরভাবে তাহাদের অনুসৃত অপরাধতত্ত্বের আলোচনা করিতেছে!

হটন ডেলকোর্ট মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু এক বৎসর পর আজ আমার কর্ত্তৃত্বের—আমার নেতৃত্বের এই অবসানকালে আমি আপনাদের নিকট একটি আব্দার করিতেছি; তাহা কেবল আব্দার নহে, এই সম্মিলনীর অবসরপ্রাপ্ত সভাপতিরূপে ইহাতে আমার সঙ্গত অধিকার আছে বলিয়াও মনে করিতেছি। আমার এই অধিকার কেহ অস্বীকার করিলে আমি তাহা গ্রাহ্য করিতে অসম্মত।—আমার অধিকারটি এই যে, আমি আগামী [illegible]রের জন্য যাঁহাকে আমার পরিত্যক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিব—আপনাদের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করিব—আপনারা বিনাপ্রতিবাদে আমার

সেই নির্ব্বাচন শিরোধার্য্য করিবেন।"—তিনি চতুর্দ্দিকে সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

মিঃ ডেলকোর্ট নীরব হইলে সভাস্থলে এরূপ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল যে, মরটিমার স্যাভেজ তাহার মণিবন্ধস্থিত ঘড়ির টিক্-টিক্ শব্দও সুস্পষ্ট শুনিতে পাইল! অদূরবর্ত্তী নর্দাম্বারল্যাণ্ড এভিনিউ দিয়া যে সকল শকট পণ্যভার বহন করিয়া যাতায়াত করিতেছিল—তাহাদের চক্রধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইল, এবং পার্লিয়ামেণ্ট-ভবনের শীর্ষস্থিত 'বিগ্ বেনে'র সুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি তাহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিল! সমবেত সভ্যমণ্ডলী হটন ডেলকোর্টের দীর্ঘদেহ ও গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ডেলকোর্ট তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট মর্টিমারের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "আমি এই যুবক—মরটিমার স্যাভেজকে আগামী বৎসরের জন্য এই সুপরিচালিত সম্মিলনীর সভাপতি ও অপরাধ-সচিবের দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্ব্বাচিত করিবার প্রস্তাব করিতেছি।"

এই প্রস্তাব শুনিয়া সম্মিলনীর সভ্যগণ সকলেই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। ফার্গস্ ক্রীলের মুখমণ্ডল ক্রোধে অরুণাভ হইল। সে মরটিমার স্যাভেজের মুখের দিকে আরক্তনেত্রে চাহিয়া ঘৃণাভরে মুখ বিকৃত করিল।

মিঃ ডেলকোর্ট অবিচলিত স্বরে বলিলেন, "মরটিমার স্যাভেজ পরলোকগত জন স্যাভেজের পুত্র। জন স্যাভেজ আপনাদের অনেকেরই নিকট জ্যাক্সন কন্‌লন নামে পরিচিত ছিলেন, এবং তিনিই আমাদের এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অপরাধ-সচিব। আমি গত এক বৎসর কাল যে কর্ত্তব্য-ব্রত পালন করিয়াছি, এই যুবক সেই কর্ত্তব্য-ভার গ্রহণের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র।"

সভার অন্য প্রান্ত হইতে একজন সভ্য উঠিয়া বলিল, "আমি আনন্দের সঙ্গে মিঃ ডেল্‌কোর্টের প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছি।"

ফার্গস্ ক্রীল সবেগে লাফাইয়া উঠিল, তাহার পর উত্তেজিত ভাবে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল; "আমি এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছি।"

মুহূর্ত্তপরে বিশালদেহ চীনাম্যানটা উঠিয়া ষাঁড়ের মত গর্জ্জন করিয়া বলিল,

"অবসর গ্রহণোন্মুখ সভাপতি মহাশয় তাঁহার অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করিতেছেন ! তাঁহার এই আব্দার অসহ্য। আমরা স্বীকার করি তিনি তাঁহার দায়িত্বপূর্ণ পদে অন্য লোক মনোনীত করিতে পারেন। তিনি পারেন বটে ; কিন্তু একথা সর্ব্ববাদী-সম্মত যে, তিনি যাহাকে মনোনীত করিবেন সেই ব্যক্তি এই সম্মিলনীর সুপরিচিত ও দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন সদস্য হইবে। সমিতির সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ও বহুদর্শী কর্ম্মঠ সভ্যই এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য।"

মিঃ ডেলকোর্ট অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "অথবা যাহার যোগ্যতার উপর বিদায়-গ্রহণোন্মুখ সভাপতির সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। চাওৎসন্, তুমি কি আমার মনোনীত ব্যক্তিকে আমার পদে নির্ব্বাচিত করিতে অসম্মত ?"

চীনাম্যান বলিল, "সম্পূর্ণ অসম্মত। আমার বিশ্বাস, এই সম্মিলনীর বহু সভ্য আমারই উক্তির প্রতিধ্বনি করিবেন ; এই সভায় এরূপ সভ্য বিস্তর আছেন যাঁহারা আমার যুক্তির সমর্থন করিবেন। এই মরটিমার স্যাভেজ লোকটা কে ? —আমরা তাহাকে পূর্ব্বে কোনও দিন দেখি নাই ! আজ প্রথম সে আমাদের এই সম্মিলনীতে উপস্থিত হইয়াছে। আপনি কোন্ যুক্তিতে তাহাকে আপনার পদে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ?"

মিঃ ডেলকোর্ট বলিলেন, "মরটিমার স্যাভেজ জন স্যাভেজের উপযুক্ত পুত্র।"

চাওৎসন্ বিদ্রূপভরে বলিল, "কুকুরের মধ্যে মাষ্টিফ আছে, আবার খেঁকিরও অভাব নাই। ঈগল ও গলিত শবভুক্ শকুনী উভয়েই পক্ষী।"

এই অশিষ্ট ইঙ্গিতে মিঃ ডেলকোর্টের চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। মরটিমার স্যাভেজ বুঝিতে পারিল একদল সদস্য বিদ্রোহ প্রচারের জন্য উৎসুক। সে রুদ্ধ-নিশ্বাসে এই বিরোধের পরিণামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মিঃ ডেলকোর্ট বলিলেন, "আমার প্রস্তাব অনুমোদিত ও সমর্থিত হইয়াছে। এই সম্মিলনীর সভ্যগণ ভোটের সাহায্যে ইহার ফলাফল পরীক্ষা করিতে পারেন।"

পূর্ব্বোক্ত চীনাম্যানটা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "উত্তম। আমিও প্রস্তাব করিতেছি—আমাদের সম্মিলনীর সুযোগ্য সদস্য ফার্গস্ ক্রীলকে আগামী বৎসরের জন্য 'আই, এল, সি'-র সভাপতিপদে বরণ করা হউক।"

টেবিলের বিপরীত দিক হইতে একটা হাঁড়ি-মুখো জোয়ান উঠিয়া দাঁড়াইয়া পেচকের মত গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি এই প্রস্তাবের সমর্থন করি।"

এই কথা শুনিয়া ফার্গস্ ক্রীল পুনর্ব্বার দণ্ডায়মান হইল। সে মানসিক উল্লাস গোপন করিতে না পারিয়া সেই সভার সভ্যগণের দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; বোধ হয় তাহাদের মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিল। অবশেষে সে ব্যারণেস্ ষ্টিফেনীর মুখের দিকে চাহিল। ব্যারণেস্ তখন একটি সিগারেট মুখে গুঁজিয়া অন্যমনস্ক ভাবে কি চিন্তা করিতেছিলেন—তাঁহা কাহারও বুঝিবার শক্তি ছিল না।

ক্রীল তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ব্যারণেস্, বেশ জানি আমি আপনার সহায়তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি। এই সম্মিলনীর উপর আপনার প্রভাব অসাধারণ, কে ইহা অস্বীকার করিবে? আপনি কি আমার নির্ব্বাচনের সমর্থন করিবেন না?"

ক্রীলের কথা শুনিয়া ব্যারণেস্ ধীরে ধীরে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতেই সকলের আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ক্রীলের মুখের দিকে চাহিয়া মর্টিমার স্যাভেজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। মর্টিমারের কৌতূহলপূর্ণ উজ্জ্বল নীল চক্ষুর সহিত তাঁহার দৃষ্টির বিনিময় হইল। তাঁহার মনে হইল চতুর্দ্দিকস্থ অসংখ্য নেকড়ের মধ্যে সে পুরুষ-সিংহ!

হর্টন ডেলকোর্ট রুদ্ধশ্বাসে ব্যারণেসের মন্তব্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন ব্যারণেস্ যাহার পক্ষ সমর্থন করিবেন—সভাপতির পদে তাহারই নির্ব্বাচন অপরিহার্য্য। যদি তিনি ডেলকোর্টের পক্ষ সমর্থন করেন তাহা হইলে ডেলকোর্ট সমিতির প্রাচ্য শাখার দুই জন প্রধান অধিনায়ক চাওৎসন্ ও ফার্গস ক্রীলকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করিয়া নিজের জিদ বজায় রাখিতে পারিবেন।

ব্যারণেস্ ষ্টিফেনী ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমাদের সভার নিয়মানুসারে অবসর-গ্রহণোন্মুখ অপরাধ-সচিবের মনোনীত ব্যক্তির নির্ব্বাচনের সমর্থন করাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, মিঃ ডেলকোর্টের বিচার-শক্তির উপর আমাদের সকলেরই

যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে; এতদ্ভিন্ন আমাকে ক্ষোভের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে—একজন চীনাম্যান স্পর্দ্ধাভরে যাহাকে নির্ব্বাচিত করিবার প্রস্তাব করিয়া গত বৎসরের সুবিজ্ঞ সভাপতি মহাশয়ের যোগ্যতায় ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানে অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছে—তাহাকে আগামী বৎসরের জন্য সভাপতি নির্ব্বাচিত করিতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই।"

চীনাম্যান ব্যারণেসের কথায় অপমান বোধ করিল। সে প্রাচ্য দেশীয় সমিতি সমূহের প্রতিনিধি বলিয়াই কি ব্যারণেসের উপেক্ষার পাত্র? চাওৎসনের পীতবর্ণ গণ্ডদ্বয় ক্রোধে আরক্তিম হইল; তাহার ক্ষুদ্র সুগোল চক্ষু দুটি হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নিঃসারিত হইল।

কিন্তু তখন ক্রোধ প্রকাশ নিষ্ফল বুঝিয়া সে অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিল। ফার্গস ক্রীলের মুখ বিবর্ণ হইল; তাহার দম্ভ চূর্ণ হওয়ায় ঈর্ষানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। সে নীরস স্বরে বলিল, "আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, ব্যারণেস্! আপনার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম আপনি ও ডেলক্রোর্ট এই অপরিচিত আগন্তুকটাকে আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া আমাকে ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন! উত্তম, তাহাই হউক; আমি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে পারিব, এবং যখন সুযোগ আসিবে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া চাওৎসন্ বলিল, "আর আমিও ব্যারণেস্‌কে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আর এক বৎসর পরে আমাদের প্রাচ্যের পিকিন নগরে এই সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন হইবে।—হাঁ, আমার স্বদেশ চীনের রাজধানীই আগামী বর্ষের অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্যারণেস্, আশা করি বৎসরান্তে আপনিও সেই অধিবেশনে যোগদান করিবেন।"

ব্যারণেস্ ষ্টিফেনী শান্তভাবে বলিলেন, "চাওৎসন্, যদি তুমি আশা করিয়া থাক সেই সম্মিলনীতে যোগদানের উপলক্ষে আমি পিকিনে উপস্থিত হইলে তুমি ও তোমার স্বদেশীয় বন্ধুরা অতিথি-সৎকারের সুযোগ ত্যাগ করিবে না, তাহা হইলে আমি এই মাত্র বলিয়া তোমাকে সতর্ক করিতে পারি যে, আমি পিকিনের সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ মঠের তত্ত্বাবধায়ক মহাজ্ঞানী ভীক্ষু সপ্তকের নিমন্ত্রিত অতিথি;

সেখানে তাঁহারাই আমাকে আশ্রয় দান করিবেন; সুতরাং সেখানে আমি লণ্ডন অপেক্ষাও অধিকতর নিরাপদে কালযাপন করিতে পারিব।"

চীনাম্যান ব্যারণেসের মন্তব্য শুনিয়া আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না; সে স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল।

অতঃপর মিঃ ডেলকোর্ট হাতুড়ি দ্বারা টেবিলে আঘাত করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ব্যারণেস্ এবং সমাগত প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী ভোট দিতে পারেন। ভোট গণনার পর সভাপতি-নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইবে; এখন প্রত্যেক প্রতিনিধির ভোট গ্রহণ করা হউক।"

অতঃপর প্রতিনিধিগণের ভোট লইবার জন্য ভোট সংগ্রহের বাক্স সভাস্থলে ঘুরিতে লাগিল। প্রত্যেক সভ্যকে দুইখানি কার্ড দেওয়া হইল; একখানি সাদা, অন্যখানি লাল। সাদা কার্ডখানি মর্টিমার স্যাভেজের অনুকূলে—লালখানি ফার্গস্ ক্রীলের অনুকূলে প্রদত্ত ভোটের নিদর্শন-পত্র।

মিঃ ডেলকোর্ট মর্টিমারকে বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, অনেকেই ফার্গস্ ক্রীলের অনুকূলে ভোট দিবে, তবে তোমার পরাজয়ের আশঙ্কা অল্প; কারণ ব্যারণেসের মনের ভাব সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে। অনেকেই তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য তোমার পক্ষ সমর্থন করিবে।"

মর্টিমার স্যাভেজ আগ্রহ ভরে ফলাফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এই সম্মিলনীতে যোগদানের জন্য কিছুকাল পূর্ব্বেও তাহার আগ্রহ ছিল না; কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। ডেলকোর্ট যে দায়িত্বভার তাহার স্কন্ধে স্থাপন করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন, ব্যারণেস্ তাহাকে যে সম্মানের যোগ্য পাত্র মনে করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে আর তাহার ইচ্ছা হইল না। উৎসাহে, উত্তেজনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। সেই সময় ব্যারণেস্ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে আশ্বস্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

প্রতিনিধিবর্গের ভোট সংগৃহীত হইলে ভোটের বাক্সটি সেই কক্ষের এক প্রান্তে পর্দ্দার অন্তরালে লইয়া যাওয়া হইল। ফার্গস্ ক্রীল অসহিষ্ণু ভাবে মাথা

চুলকাইতে লাগিল। তাহার বন্ধু চাওৎসন্ স্থির ভাবে বসিয়া ফলাফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিবার উপায় ছিল না।

মিঃ ডেলকোট দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "প্রথম হইতে এইরূপই আশঙ্কা করিতেছিলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম ফার্গস্ ক্রীল ও চাওৎসন উভয়ে ষড়যন্ত্র করিয়া এরূপ একটি ভীষণ বিভ্রাট ঘটাইবে যে, তাহার ফলে আমাদের এই পরাক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে দলাদলি আরম্ভ হইবে, সুতরাং ইহা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। দায়িত্বজ্ঞান-বর্জ্জিত স্বার্থপর ইতর ব্যক্তি ইহার নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে ইহার কল্যাণের আশা থাকিবে না; আমাদের দীর্ঘকালের চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম সকলই বিফল হইবে। সমিতির কার্য্যের সকল শৃঙ্খলা বিলুপ্ত হইবে। যে এক কোটী পাউণ্ড আমাদের ধনভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে, তাহা লুণ্ঠিত ও অদৃশ্য হইবে। সমিতির সভ্যগণ নানাপ্রকার ইতরতাপূর্ণ ঘৃণিত অপরাধে (lowest form of crime) প্রবৃত্ত হইবে।—এইজন্যই আমি তোমার মত দৃঢ়চিত্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, শক্তিশালী যুবককে পৃথিবীব্যাপী এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের অধিনায়কের কার্য্যে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি স্যাভেজ!"

মর্টিমার স্যাভেজ বলিল, "ধন্যবাদ; কিন্তু আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমি এই দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যপাত্র বলিয়া আপনার ধারণা হইবার কারণ কি? আমি আপনাদের—"

মর্টিমার স্যাভেজের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সভাস্থ প্রতিনিধিগণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। যে ব্যক্তির উপর ভোট গণনার ভার ছিল—সকলেই তাহার মুখের দিকে আগ্রহ ভরে চাহিয়া রহিল; কারণ সে তখন পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া সভাপতির নিকট অগ্রসর হইতেছিল। মিঃ ডেলকোট সভ্যগণকে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে নিস্তব্ধ হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তাহার পর ভোট গণনা করিয়া বলিলেন, সাদা কার্ডে মর্টিমার স্যাভেজের ভোট-সংখ্যা একশত উনপঞ্চাশ; আর এই লাল কার্ডে ফার্গস্ ক্রীলের ভোট-সংখ্যা একশত এক। এই সভায় উপস্থিত আড়াই শত প্রতিনিধি এইরূপ

ভোট দিয়াছেন ; সুতরাং মর্‌টিমার স্যাভেজ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা আটচল্লিশ ভোট অধিক পাওয়ায় আগামী বৎসরের জন্য সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।"

সভ্যগণ ভোটগণনার ফল শুনিয়া উত্তেজিত ভাবে স্ব-স্ব অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিল। সভাস্থলে পুনর্ব্বার অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল। ব্যারণেস্ ষ্টিফেনী তাঁহার হস্তস্থিত মদের গ্লাস ঊর্দ্ধে তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সহযোগীগণ, আমি আমাদের সম্মিলনীর নূতন সভাপতি ও অপরাধ-সচিব মর্টিমার স্যাভেজের স্বাস্থ্যপানের প্রস্তাব করিতেছি।"

সভ্যগণ সকলেই তাহাদের হস্তস্থিত মদের গ্লাস ঊর্দ্ধে তুলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল; ঠিক সেই সময় সেই কক্ষের দ্বারে দুম্-দাম্ শব্দ আরম্ভ হইল!

দুম্, দুম্, দুম্! ধাক্কার উপর ধাক্কা!

সেই শব্দ শুনিয়া হর্টন ডেলকোট উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "দরজায় কে ধাক্কা দিতেছে? হারমান ও জিরার্ড দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে। তাহারা দ্বারে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া সভার শান্তিভঙ্গ করিবে—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য।"

পুনর্ব্বার দ্বারে মুষ্ট্যাঘাতের শব্দ হইল, সেই সঙ্গে কে দ্বারের বাহিরে বলিয়া উঠিল, "যদি আপনাদের মর্য্যাদা রক্ষার ইচ্ছা থাকে, তবে এই মুহূর্ত্তে দ্বার খুলিয়া দাও।"

এই কথা শুনিয়া সকলের মুখে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। তাহারা বুঝিতে পারিল পুলিশই সেই কক্ষে প্রবেশের দাবী করিতেছে! সভাস্থলে বহু কণ্ঠের গুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইল। সকলেরই মুখে এক কথা, "পুলিশ আসিয়াছে! উহারা দ্বার খুলিতে বলিতেছে কেন? উহাদের উদ্দেশ্য কি?"

ফার্গস্ ক্রাল চেয়ারের পাশে লাফাইয়া পড়িয়া, মর্টিমার স্যাভেজের মুখের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল, "এই লোকটাই পুলিশের গুপ্তচর; ঐ আমাদিগকে ধরাইয়া দিতে আসিয়াছে। মিঃ ডেলকোট, তুমিই উহাকে এখানে আনিয়াছ; তুমি ইতর, কপট, বিশ্বাসঘাতক!"

মিঃ ডেলকোর্ট তাহার কথা শুনিয়া তাঁহার গ্লাসের সমস্ত মদ ফার্গস্ ক্রৌলের চোখে মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে স্যাভেজের পার্শ্বোপবিষ্ট একটি পক্ককেশ প্রৌঢ় পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তাহা স্যাভেজের পাঁজরে চাপিয়া ধরিল এবং কঠোর স্বরে বলিল, "মিঃ প্রেসিডেণ্ট, আমি সতর্ক থাকিলাম; যদি পুলিশ এখানে খানাতল্লাস আরম্ভ করে তাহা হইলে সে জন্য তুমিই দায়ী। যোয়েল শুইলার যে পিস্তলের গুলীতে নিহত হইয়াছে, তোমাকেও সেই পিস্তলের গুলীতে নিহত হইতে হইবে।"

পুনর্ব্বার বাহিরে শব্দ হইল, "শীঘ্র দরজা খুলিয়া দাও; নতুবা আইনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরা দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিব।"

হর্টন ডেলকোর্ট একজন প্রহরীকে বলিলেন, "দরজা খুলিয়া দাও। আমি সকল দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিলাম। আমার বিশ্বাস, ভয়ের কোন কারণ নাই।—ফার্গস্ ক্রৌল, তুমি বিদ্বেষবশে মিঃ স্যাভেজের যে অপমান করিলে, তাঁহার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিলে, সেজন্য তোমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে।"

মার্ব্বল- হলের দ্বার উন্মুক্ত হইলে ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে মিঃ রবার্ট ব্লেক ও একজন স্থূলকায় ছদ্মবেশী ডিটেক্‌টিভকে দেখিতে পাওয়া গেল।

মিঃ ডেলকোর্ট ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে দেখিয়া বলিলেন, "মিঃ কুট্‌স, এরূপ ব্যবহারের অর্থ কি? ব্যবসায়ীরা গোপনে কোন স্থানে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের বৈষয়িক কার্য্যের আলোচনা করিলে—সেখানে পুলিশ আসিয়া হানা দেয় এরূপ নিয়ম কত দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে?"—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স লণ্ডনের একজন মহা সম্ভ্রান্ত নাগরিক ও 'জষ্টিস্ অফ দি পিস্'কে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর ভাবে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; অবশেষ তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মিঃ ডেলকোর্ট, প্রয়োজন হইলে কেবল এইরূপ ভা কেন, সকল স্থানেই আমাদের প্রবেশের অধিকার আছে। যাহা হউক, ভাবে এখানে আসিয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে হইল, এজন্য আমি দুঃখিত; কিন্তু আমরা একজন লোকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি;

আমি জানি সে এই স্থানে আপনাদের মধ্যেই বসিয়া আছে।—এই জন্যই আমি আপনাদের শান্তিভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছি।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া সম্মিলনীর আড়াই শত প্রতিনিধি ব্যাকুল হইয়া উঠিল; তাহাদের সকলেরই চোখে মুখে আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন লক্ষিত হইল।

পৃথিবীর নানা দিগ্দেশ হইতে আড়াই শত দস্যু তস্কর সেই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছিল; তাহাদের প্রত্যেকেই মনে করিল—পুলিশ তাহাকেই গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে! তাহারা সকলেই স্পন্দমান বক্ষে বিস্ফারিত নেত্রে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সপ্তম প্রস্তাব

বিদ্রোহ

অপরাধী-সম্মিলনীর সভ্যগণ স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; সকলেরই দৃষ্টি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের উপর সন্নিবদ্ধ। মিঃ ব্লেক এতগুলি দস্যু তস্করকে কখন একস্থানে সমবেত দেখিতে পান নাই; কিন্তু তাহারা সত্যই যে নানাদেশের অপরাধী ইহা তিনিও বুঝিতে পারিলেন না। তাহাদের অপরাধ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। (he was blissfullyignorant of the fact.) তিনি সেই সভাস্থলে অনেকগুলি পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলেন; তন্মধ্যে একটি পরমাসুন্দরী নারীর পার্শ্বে মর্টিমার স্যাভেজকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ব্যারণেস্ ষ্টিফেনীকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, সেরূপ রূপবতী নারী তিনি জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছেন।

হটন ডেল্‌কোর্ট নিঃশঙ্কচিত্তে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান ছিলেন; তাঁহার মুখ গম্ভীর, নির্নিমেষ চক্ষুর দৃষ্টি ভাবহীন; কিন্তু তাঁহার ধমনীতে শোণিতের বেগ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার পশ্চাতে আড়াই শত প্রতিনিধি বিপদের আশঙ্কায় স্পন্দিত বক্ষে পুলিশের কঠোর আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল;

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “আমি এখানে যে অপরাধীর সন্ধানে আসিয়াছি, জানি সে এই সভায় যোগদান করিয়াছে।”

ডেলকোর্ট বলিলেন, “আপনি বলিতেছেন কি ইন্‌স্পেক্টর? আপনার উক্তি অত্যন্ত অপমানজনক, আপত্তিকর। আপনি নিশ্চিতই ভুল করিয়াছেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না মিঃ ডেলকোর্ট, ইন্‌স্পেক্টর ভুল করেন নাই; উনি আপনাদের সভার শান্তিভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেও পুলিশের কর্ত্তব্যই পালন করিয়াছেন। আমরা যে লোকটির সন্ধানে আসিয়াছি, কেবল তাহাকেই চাই; অন্য কাহারও অসুবিধা ঘটাইবার ইচ্ছা আমাদের নাই।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মিঃ ডেলকোর্ট আশ্বস্ত হইলেন; তিনি বুঝিতে পারিলেন পুলিশ কেবল একজন লোককে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে, তাহারা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সভায় হানা দিতে আসে নাই। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে যে সকল অপরাধী সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিল তাহাদিগকে একস্থানে সমবেত দেখিয়া গ্রেপ্তার করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ সভা গৃহে প্রবেশ করে নাই; একজন মাত্র অপরাধী তাহাদের লক্ষ্য। ডেলকোর্টের বুকের উপর হইতে পাষাণ-ভার নামিয়া গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন সম্মিলনীর উদ্দেশ্য এবং সমাগত প্রতিনিধিগণের প্রকৃত পরিচয় পুলিশের অজ্ঞাত।

মিঃ ডেলকোর্ট সভাস্থ প্রতিনিধিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সম্মিলনীর সভ্যগণ, আপনাদের মধ্যে এমন একজন লোক আছে, যে কোন অপরাধ করিয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ করায় পুলিশ তাহার সন্ধানে আসিয়াছে। আপনাদের সম্মিলনীর অধিবেশনে বাধাদান করা পুলিশের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং আমাদের বিচলিত হইবার কারণ নাই। এখানকার একজন মাত্র লোকের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ। ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ভুল সংবাদ পাইয়া এখানে আসিয়াছেন কি না জানি না, তাঁহার ভুল হইতেও পারে; কিন্তু তিনি যে কার্য্যে এখানে আসিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য; অপ্রীতিকর হইলেও আমাদিগকে সেই কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। আপনারা যেখানে আছেন সেইস্থানেই স্থির ভাবে বসিয়া থাকুন; কেহই চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবেন না, আমরা কাহাকেও বাহিরে যাইতে দিব না। ইন্‌স্পেক্টরের কার্য শেষ হইলেই আমাদের সম্মিলনীর কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিবে।—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, আপনি আপনার আসামীকে সভার ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সার্জেণ্ট ব্রাউনকে দ্বাররক্ষার ভার দিয়া মিঃ ব্লেকের সঙ্গে সেই কক্ষের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া দেখিলেন। মিঃ ডেলকোর্ট তাঁহাদের সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ চেয়ারগুলির পাশ দিয়া চলিতে চলিতে প্রত্যেক সভ্যের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আশা

করিয়াছিলেন তিনি প্রকৃত অপরাধীর চোখে মুখে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিবেন, এবং তাহাকেই গ্রেপ্তার করিবেন; কিন্তু তিনি সকল সভ্যের মুখেই উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। কারণ প্রত্যেকেই মনে করিতেছিল তাহার কোন অপরাধের জন্ম ইন্স্পেক্টর তাহাকেই গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছেন। ইন্স্পেক্টর যখন তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন তখন তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী সভ্যেরা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর কুট্সকে হতাশ ভাবে ঘুরিতে দেখিয়া আমোদ বোধ করিলেন, তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল।

ইন্স্পেক্টর কুট্স্ চলিতে চলিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন; তিনি মর্টিমার স্থাভেজের মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! মিঃ স্থাভেজ, তুমি এখানে কেন? তুমি কোন ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত আছ ইহা ত জানিতাম না। তুমিও এই সম্মিলনীর সভ্য না কি? তোমার সহিত এই সম্মিলনীর কি সম্বন্ধ?"

মর্টিমার স্থাভেজ কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া হর্টন ডেলকোর্টের মুখের দিকে চাহিল। তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই ডেলকোর্ট ইন্স্পেক্টর কুট্সকে বলিলেন, "মিঃ স্থাভেজ আমার অতিথিরূপে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। মিঃ কুট্স, আমি মিঃ স্থাভেজকে এই সম্মিলনীতে উপস্থিত হইবার জন্ম নিমন্ত্রণ করিতেই আজ অপরাহ্নে উহার বাড়ীতে গিয়া উহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আমাদের এই সম্মিলনীর কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য বহু বিভিন্ন দেশ হইতে বণিক-সম্প্রদায়ের যে সকল প্রতিনিধি এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্ম উহার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স বলিলেন, "হাঁ, আপনার কথা সত্য।"—ইহার মুহূর্ত্ত পরেই একটি পক্বকেশ, প্রৌঢ়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; সেই লোকটিই মর্টিমার স্থাভেজের পাঁজরে পিস্তলের নল চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ফ্রাঙ্ক গার্ভিন, আমি তোমারই সন্ধানে আসিয়াছি; তোমাকে অবিলম্বে আমার সঙ্গে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাইতে হইবে।"

ফ্রাঙ্ক গার্ভিন এই ভাবে ধরা পড়িয়া বিব্রত ভাবে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল। মুহূর্ত্ত পরে সে তাহার পিস্তলটি পকেট হইতে বাহির করিয়া চেয়ারের পাশে ফেলিয়া দিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তৎক্ষণাৎ পিস্তলটি কুড়াইয়া লইয়া বিদ্রূপ ভরে বলিলেন, "সম্ভ্রান্ত বণিকগণের এই সম্মিলনীতে এ রকম জঘন্য খেলার জিনিস (a nasty kind of toy) লইয়া আসা সঙ্গত হইয়াছে কি? আমার সন্দেহ হইতেছে তুমি তোমার কালো মোটর-কারে বসিয়া এই পিস্তলের সাহায্যেই যোষেল গুইলারকে হত্যা করিয়াছিলে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স জানিতেন না যে, সে সেই পিস্তলের সাহায্যেই মর্টিমার স্যাভেজকেও হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া সেই সভায় সমবেত সভ্যমণ্ডলী যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল; প্রত্যেকেরই মনে হইল আর তাহার গ্রেপ্তারের আশঙ্কা নাই, পুলিশ যাহাকে ধরিতে আসিয়াছিল, তাহাকে সনাক্ত করিয়াছে; সুতরাং তাহারা সকলেই নিরাপদ।

ফ্রাঙ্ক গার্ভিন ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের আদেশে উঠিয়া দাঁড়াইল, সে ঘাড় বাঁকাইয়া ঈষৎ হাসিল; কিন্তু তাহার ক্রূর হাস্য মুহূর্ত্তমধ্যে ওষ্ঠপ্রান্তে মিলাইয়া গেল। তাহার পর সে গম্ভীর স্বরে বলিল, "ব্যারনেস্ ট্রিফেনী ও সমাগত সভ্য মহোদয়গণ, আমার ব্যক্তিগত কার্য্যের জন্য আমিই দায়ী। আমার সন্ধানে পুলিশ এই সভায় প্রবেশ করায় সম্মিলনীর কার্য্যে যে সাময়িক বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, এজন্য আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি ও এই পুলিশ-কর্ম্মচারী এই কক্ষত্যাগ করিলে আপনাদের বিঘ্ন দূর হইবে। নমস্কার!"

ফ্রাঙ্ক গার্ভিন ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেকের সঙ্গে নিঃশব্দে সেই কক্ষের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া-দ্বার

রক্ষা করিতেছিল, সে তাঁহাদের সঙ্গে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। মিঃ ডেলকোর্ট তাঁহাদের সঙ্গে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলে ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষোভের সঙ্গে বলিলেন, "মিঃ ডেলকোর্ট, আপনাদের সভার কার্য্যে আমি যে বাধা দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম তাহা আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি; এজন্য আমি দুঃখিত। আপনি আমাদের সাড়া পাইবামাত্র দ্বার খুলিয়া দিলে কার্যটি অনেক সহজ হইত, আপনাদেরও অধিক সময় নষ্ট হইত না; কিন্তু আপনারাই আমার কর্ত্তব্য কঠিন করিয়া তুলিয়াছিলেন।—এই লোকটি কি আপনার সুপরিচিত?"

মিঃ ডেলকোর্ট বলিলেন, "না, তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই; তবে একথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি যে, উনি যোয়েল গুইলারকে গুলী করেন নাই; জানি না এই অভিযোগেই আপনি উঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন, কি উঁহার বিরুদ্ধে অন্য কোন অভিযোগ আছে। মিঃ কুট্‌স, আপনি আজ অপরাহ্নে দুইটি ভ্রম করিয়াছেন; আজ রাত্রে পুনর্ব্বার আর একটি ভ্রম করিলেন—ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।"

ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স বলিলেন, "কিন্তু গার্ভিনকে যখন বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইবে, তখন উঁহার বিচার-ভার আপনার উপর অর্পিত হইবে না; সুতরাং আপনার এই রায় প্রকাশ নিস্ফল। নমস্কার মিঃ ডেলকোর্ট।"

গার্ভিন কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমার টুপি ও কোট পরিচ্ছদাগারে রাখিয়া সভায় প্রবেশ করিয়াছিলাম; আপনারা কি আমাকে মাতালের মত এই অসম্পূর্ণ বেশে রাজপথ দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন?"

ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স তাহাকে তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া পরিচ্ছদাগার হইতে কোট ও টুপি আনিবার অনুমতি দান করিলেন।

দুইজন প্রহরী দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছিল। তাহারা উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে ফ্রাঙ্ক গার্ভিনের মুখের দিকে চাহিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গার্ভিন ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের সহিত বারান্দা দিয়া লিফ্‌টের দিকে অগ্রসর হইল। সার্জেণ্ট ব্রাউন লিফ্‌টের ঘণ্টায় আঙ্গুলের চাপ দিতেই লিফ্‌ট

উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া লিফ্টের প্রহরী লিফ্টের পথ খুলিয়া দিল।

ফ্রাঙ্ক গার্ভিন শান্ত ভাবে সেই লিফ্টে চড়িয়া বসিল। সেই মুহূর্ত্তে সে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও সার্জ্জেন্ট ব্রাউনের বুকে একসঙ্গে এরূপ প্রচণ্ডবেগে দুই ঘুসি মারিল যে, তাঁহারা লিফ্টের কিনারা হইতে দুই হাত দূরে ছিটকাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন। মিঃ ব্লেক এই দৃশ্য দেখিয়া এরূপ হতবুদ্ধি হইলেন যে, তিনি তখন কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি গার্ভিনকে ধরিবার জন্য লিফ্টে উঠিবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই গার্ভিন লিফ্টের রক্ষকের হাত হইতে পরিচালন-দণ্ডটি (control handle) কাড়িয়া লইয়া হাউইএর মত বেগে ছাদের দিকে উঠিয়া গেল।

ফ্রাঙ্ক গার্ভিন যে কাণ্ড করিল মিঃ ডেলকোর্ট দূর হইতে তাহা দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন; তাঁহার বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল এবং মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি ম্লান মুখে মার্ব্বল-হলে প্রবেশ করিয়া দ্বারের অর্গল রুদ্ধ করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ঘর্ম্মাপ্লুত হওয়ায় তিনি রুমাল দিয়া ললাট ও মুখের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, "এ রকম অপ্রীতিকর কাণ্ড আমার জীবনে আর কখনও ঘটে নাই। ব্যারণেস্ ষ্টিফেনী ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কি জানিতে পারিয়াছেন—যে ভদ্রলোকটি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সহিত এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি বেকার ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক?"

মিঃ ডেলকোর্টের কথা শুনিয়া প্যাঁচার মত মুখ একটা জোয়ান বলিল, "কি বলিলেন? যে লম্বা লোকটা মুখে চুরুট গুঁজিয়া ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সে গোয়েন্দা ব্লেক? আপনি এ কথা আগে বলেন নাই কেন? তাহা হইলে আমি কি তাহাকে এই কামরায় থাকিতে যাইতে দিতাম? এক গুলীতে তাহাকে এখানেই সাবাড় করিতাম। উঃ, কত বড় একটা সুযোগ চলিয়া গেল! ব্লেক আমার সম্মুখ হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রাণ লইয়া চলিয়া যাইতে পারিল!"

ফার্গস্ ক্রীল চেয়ার হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া আরক্তনেত্রে মর্টিমার স্যাভেজের

মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাদের এই সম্মিলনীর কোন সভ্য আইনের কবলে পড়িলে তাহার সম্বন্ধে কিরূপ বিধান আছে তাহা আমরা সকলেই জানি; আমাদের প্রতিষ্ঠানের সেই বিধান অনুসারে পুলিশ-কবলিত সভ্যকে মুক্তিদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়। আমি জানিতে চাই আমাদের নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি ফ্রাঙ্ক গাভিনকে পুলিশের কবল হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছে?"

হর্টন ডেলকোর্ট গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ক্রীন, তোমার প্রশ্ন নিয়মবহির্ভূত। মিঃ স্যাভেজ এখনও আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই, তিনি আজ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু আগামী কল্য দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিবেন। এ অবস্থায় আমি যখন এখনও দায়িত্ব-ভার ত্যাগ করি নাই তখন আমাকেই ও কথা জিজ্ঞাসা করা তোমার উচিত ছিল। আমিই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। গাভিন এক ঘণ্টার মধ্যেই মুক্তিলাভ করিবে; হাঁ, এক ঘণ্টার পূর্ব্বেও সে মুক্তিলাভ করিতে পারে।"

ডেলকোর্টের উত্তর শুনিয়া সভার সকল সভ্যই করতালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। মুহূর্ত্ত পরে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই ডেলকোর্ট টেবলের উপর হইতে টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইলেন। তিনি টেলিফোনে সাড়া দিয়া, রিসিভারটি কয়েক মিনিট কানের কাছে ধরিয়া তাহা নামাইয়া রাখিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

অতঃপর তিনি তাঁহার চুরুটটি টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের সহযোগী গাভিন মুক্তিলাভ করিয়াছে। সে পুলিশের কবল হইতে পলায়ন করিয়াছে।"

এই সংবাদ শুনিয়া মর্টিমার স্যাভেজ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাহার চক্ষুতে কৌতূহলের প্রভা ফুটিয়া উঠিল। ইন্স্পেক্টর কুটস কিরূপ সতর্ক ও সুদক্ষ পুলিশ-কর্ম্মচারী, তাহা সে জানিত; তিনি যাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লইয়া যাইতেছিলেন, সে তাঁহার কবল হইতে কি উপায়ে দশ মিনিটের মধ্যে পরিত্রাণ লাভ করিল তাহা জানিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ হইল।

তাহার বিস্মিত ভাব লক্ষ্য করিয়া ব্যাংনেস্ ষ্টিফেনী হাসিয়া বলিলেন, "মিঃ স্যাভেজ, তুমি যে অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছ? কথাটা বিশ্বাস হইল না বুঝি? তুমি আমাদের এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিতেছ, এখন অতি অল্প দিনেই তুমি জানিতে পারিবে—আমাদের আই. এল. সি-র অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। আজ রাত্রে তোমাকে যে প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বভার অর্পিত হইল, তাহার শক্তি কিরূপ অসাধারণ তাহা তোমার ধারণা করিবার শক্তি নাই। আজ রাত্রেই মিঃ ডেলকোট তোমাকে যথানিয়মে দীক্ষিত করিবেন; আগামী কল্য তোমাকে আফিসের মোহর ও ক্ষমতাপত্রাদি প্রদান করিবেন। তাহার পর তুমি এই বিশাল প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত অনেক গুপ্ত কথা জানিতে পারিবে এবং বুঝিতে পারিবে তুমি কি বিপুল শক্তির অধিকারী হইয়াছ। জগতের অতি অল্প-সংখ্যক সৌভাগ্যশালী নরপতি সেরূপ বিরাট শক্তির অধিকারী।"

মর্টিমার স্যাভেজের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। মিঃ ডেলকোর্টের কথা-গুলি সে অবিশ্বাস করিতে পারিল না। সে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে এই সম্মিলনীর অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিল; কিন্তু এখন সে বুঝিতে পারিল ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া পৃথিবীব্যাপী অপরাধী-সমাজের সহিত সে যে বন্ধনে আবদ্ধ হইল, তাহা দুশ্ছেদ্য।

হর্টন ডেলকোর্ট বলিলেন, "আমার বিবেচনায় বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের সম্মিলনীর অধিবেশনের উপসংহারই এখন বাঞ্ছনীয়। পুলিশ এখনও এই হোটেল ত্যাগ করে নাই। তাহারা গাভিনের সন্ধানে হোটেলের প্রত্যেক কক্ষ খানা-তল্লাস না করিয়া হোটেল ত্যাগ করিবে না। সম্মিলনীর প্রতিনিধিবর্গ! গতবৎসর আপনারা প্রাণপণে আমাদের সহায়তা করিয়াছেন, এজন্য আপনারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আমি আশা করি আপনারা আগামী বর্ষেও আপনাদের নব-নির্ব্বাচিত অপরাধ-সচিবের প্রতি সেইরূপ আনুগত্য ও সম্মান প্রকাশ করিবেন। মর্টিমার স্যাভেজ যোগ্যতার সহিত আপনাদিগকে পরিচালিত করিবেন—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

হর্টন ডেলকোর্টের কথা শেষ হইলে মর্টিমার স্যাভেজ ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া

উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহা দেখিয়া ফার্গস্ ক্রীল ও চাওৎসন ব্যতীত অন্য সকলেই সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া এক হাতে চক্ষু ও অন্য হাতে মুখ ঢাকিল।

হর্টন ডেলকোর্ট বলিলেন, "ইহা চোখ মুখ বুঁজিয়া আত্মসমর্পণের নিদর্শন।—সমিতির অধিবেশন শেষ হইল। আগামী বৎসর ১০ই অক্টোবর পিকিনের হিরণ্ময় ড্রাগন-হলে এই সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন হইবে।"

চাওৎসন বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল, "না, আমরা তাহার পূর্ব্বেই স্থানান্তরে মিলিত হইব।"

কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রতিনিধিগণ দলে দলে সেই কক্ষ ত্যাগ করিতে লাগিল, পৃথিবীর নানা দেশ হইতে কয়েক ঘণ্টার জন্য তাহারা সম্মিলনীতে যোগদান করিতে আসিয়াছিল, তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য অধীর হইয়া উঠিল।

ডেলকোর্ট স্যাভেজের হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে তাহাকে বলিলেন, "আগামী কল্য সকলেই নিজের দেশে ফিরিয়া যাইবে বা সেজন্য প্রস্তুত হইবে। কিন্তু আমাদের এখনও অনেক কায বাকি আছে স্যাভেজ! প্রভাতের পূর্ব্বেই আমার নিকট তোমাকে অনেক নূতন বিষয় জানিয়া ও শিখিয়া লইতে হইবে। এখন তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও, সেখানে আমার প্রতীক্ষা করিও। আমি এক ঘণ্টা পরে তোমার সঙ্গে দেখা করিব।"

ব্যারণেস্ ষ্টিফেনী সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ডেলকোর্টকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ডেলকোর্ট, ফার্গস্ ক্রীল ও চীনাম্যান চাওৎসন বোধ হয় বিদ্রোহী হইবে; আজ রাত্রে তাহারা অন্যান্য সভ্যের ন্যায় অপরাধ-সচিবের আনুগত্য স্বীকার করে নাই, ইহা কি তুমি লক্ষ্য কর নাই?"—ব্যারণেসের মুখ গম্ভীর; তাঁহার সুনীল নেত্রে উদ্বেগ ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

ডেলকোর্ট বলিলেন, "ফার্গস্ ক্রীলকে বা চাওৎসনকে আপনি ভয় করেন না বলিয়াই আমার বিশ্বাস; তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে ভাবিয়া কি আপনি ভীত হইয়াছেন?"

ব্যারণেস্ বলিলেন, "আমি তাহাদের ভয় করি না, গ্রাহ্যও করি না ; কিন্তু মিঃ স্যাভেজের জন্যই আমার ভয়।"

ডেলকোর্ট ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ব্যারনেস্, উঁহার বিপদের আশঙ্কায় আপনাকে বিচলিত হইতে হইবে না। উঁহার দেহে দৈত্যের ন্যায় বল আছে, হৃদয়ে সিংহের ন্যায় সাহস আছে।"

স্যাভেজ বিনীত ভাবে বলিল, "আশা করি আমি প্রাণভয়ে কর্ত্তব্য-পথভ্রষ্ট হইব না, বাধা বিঘ্নের জন্য দায়িত্ব-জ্ঞান বিসর্জ্জন করিব না। আমি আপনার অপরিচিত হইলেও আজ আপনি আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন ; এজন্য আপনার নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আশা করি আপনার সঙ্গে শীঘ্রই আমার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।"

মর্টিমার স্যাভেজ পরিচ্ছদাগার হইতে তাহার টুপি ও কোট লইয়া আসিল। তাহার পর দশ মিনিটের মধ্যে তাহার সুবৃহৎ নির্জ্জন গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

স্যাভেজ তাহার ভৃত্যকে বলিল, "কোমার, মিঃ ডেলকোর্ট অল্পকাল পরে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন। তিনি আসিলে তাঁহাকে আমার ঘরে পাঠাইয়া আসিয়া তুমি শয়ন করিতে যাইবে।"

ইহার পর সে তাহার চিরানুগত ভৃত্যকে আর জীবিত দেখিতে পায় নাই !

সেই অট্টালিকার পশ্চাতের একটি কক্ষ ধূমপানের কক্ষরূপে ব্যবহৃত হইত। স্যাভেজ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দীপগুলি নির্ব্বাপিত করিল। সে একটি সিগারেট ধরাইয়া উত্তেজিত ভাবে সেই কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিল, তাহার মন তখন নানা চিন্তায় আন্দোলিত হইতেছিল।

দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে সে যে সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা স্বপ্ন বলিয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল। সুন্দরী ব্যারণেস্ ষ্টিফেনীর অপরূপ রূপরাশি মুহুর্মুহু তাহার মানস নেত্রে সমুদিত হইয়া তাহার মনে যেন ইন্দ্রজালের বিভ্রম উৎপাদন করিতে লাগিল ; অবশেষে সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "কিন্তু আমি নিজের মন না বুঝিয়া এ কি করিয়া

ফেলিলাম? আমি স্বেচ্ছায় অপরাধ-সচিবের পদ গ্রহণ করিলাম! দেশ-দেশান্তরে যত দস্যু তস্কর আছে—আমাকে তাহাদেরই অধিনায়কের পদ গ্রহণ করিতে হইল? কিন্তু যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা কি সত্য? না, মিঃ ডেলকোর্ট আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিবেন—ও কিছু নয়, আমাকে লইয়া তাঁহারা কৌতুক করিয়াছেন মাত্র। হাতে-কলমে এমন ভয়ঙ্কর তামাসা বুঝি জগতে কেহ কাহাকেও আর কখন করে নাই! (the biggest practical joke ever played on a man.) কিন্তু তামাসাই যদি হইবে—তবে ডিটেক্‌টিভ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌সকে সেখানে দেখিলাম কেন? এই তামাসার সহিত তাঁহাদের কি সম্বন্ধ? ফ্রাঙ্ক গার্ভিনের গ্রেপ্তার, আমার প্রতি ক্রীল ও চীনাম্যানটার সেই আক্রোশ—ইহাও কি তামাসার বিষয় হইতে পারে?"

স্যাভেজ অধীর হইয়া উঠিল; সময় যেন আর কাটে না! ম্যাণ্টল্‌পিসে একটা ঘড়ি ছিল, সে পুনঃ পুনঃ সেই ঘড়ির দিকে চাহিতে লাগিল। অবশেষে সে দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি এবং পরিচারক কোমারের পদশব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিল মিঃ ডেলকোর্ট তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।

স্যাভেজ সেই কক্ষে বসিয়া মিঃ ডেলকোর্টের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় পাঁচ মিনিট অতীত হইল, কিন্তু ডেলকোর্ট সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন না, স্যাভেজ আর কোন শব্দও শুনিতে পাইল না। সেই বিশাল অট্টালিকা শ্মশানের ন্যায় নিস্তব্ধ। (was as silent as a tomb.) স্যাভেজ অধীর ভাবে উঠিয়া গিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিল।

দ্বার খুলিতেই সম্মুখে সে কৃষ্ণবর্ণ ছায়া-মূর্ত্তির ন্যায় একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। সঙ্গে সঙ্গে একটি পিস্তলের ডগা তাহার ললাট স্পর্শ করিল!

স্যাভেজ হতবুদ্ধি হইয়া সম্মুখেই চাহিতেই তাহার আততায়ী কর্কশ স্বরে বলিল, "দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া দাঁড়াও স্যাভেজ! শীঘ্র; নতুবা পিস্তলের গুলী তোমার ললাট বিদীর্ণ করিবে।"

স্যাভেজ নিরুপায় হইয়া দুই হাত মাথার উপর তুলিল।

এই আততায়ী ফার্গস্ ক্রীল! ওভারকোটের পালকনির্ম্মিত কলারে তাহার

মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগ আবৃত ছিল। তাহার আরক্ত নেত্র হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসারিত হইতেছিল।

ক্রোধ স্যাভেজের হৃদয়ে বিস্ময়ের স্থান অধিকার করিল; ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। স্যাভেজ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া হল-ঘরের মধ্যস্থলে ফার্গস ক্রৌলের সহযোগী চাওৎসনের দীর্ঘদেহ দেখিতে পাইল। তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্য কোমারের মৃতদেহ সেই চীনাম্যানটার পদপ্রান্তে অসাড় ভাবে পড়িয়াছিল, তাহাও স্যাভেজের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। কোমার চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকায় স্যাভেজ দেখিল তাহার মুখমণ্ডল রক্তাপ্লুত এবং তাহার দৃষ্টিহীন চক্ষু উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত।

ফার্গস্ ক্রৌল দাঁতে দাঁত চাপিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "এক পা আগাইলেই ঐ ঔষধের এক 'ডোজ্' তোমাকেও দেওয়া হইবে। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে তোমার ঐ খানসামা আমাদের গতিরোধ করিয়াছিল। সে তাহার ধৃষ্টতার কি প্রতিফল পাইয়াছে তাহা দেখিতেছ ত ?"

স্যাভেজ উত্তেজিত স্বরে বলিল "নরহন্তা! তোমরা কি উদ্দেশ্যে আমার গৃহে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছ ?"

ফার্গস্ ক্রৌল্ বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইব। হাঁ, ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাইতেই হইবে। স্যাভেজ, তোমার ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিয়া আমাদের দুঃখ হইতেছে। তোমার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এরূপ বিষয়ে তোমাকে বিজড়িত করা হইয়াছে। তাহাতে তোমার দোষ থাক আর না থাক, তোমাকে দণ্ডভোগ করিতেই হইবে। হাঁ, তুমি আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছ, সেজন্য তোমাকে পুড়িয়া মরিতেই হইবে। যদি তুমি আমার অবাধ্য হও অথবা পলায়নের চেষ্টা কর তাহা হইলে যেমন অকম্পিত হস্তে আমি ম্যাচ্ জ্বালি, সেইরূপ অকম্পিত হস্তে তোমাকে গুলী করিয়া মারিব।"

স্যাভেজ নিরুপায় হইয়া উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হস্তে হল-ঘরের মধ্যস্থলে আসিল। ব্যারনেস্ ষ্টিফেনী তাহার যে বিপদের আশঙ্কার কথা বলিয়া সতর্ক করিয়াছিলেন,

সেই কথা সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে তাহার স্মরণ হইল। ব্যারনেস্ তাহার এইরূপ আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনার কথা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

স্যাভেজ সিঁড়ির উপর কাহারও মৃদু পদধ্বনি শুনিতে পাইল; যেন একটা বিড়াল লঘু পদ-বিক্ষেপে সিঁড়ির উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল! হল-ঘরের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণ হইতে দুইজন চীনাম্যান নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে আলোকিত স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মুখাকৃতি গোল, মুখের রং বাদামী, এবং চক্ষুতে ধূর্ত্ততা ও পৈশাচিকতা পরিস্ফুট।

সেই চীনাম্যানদ্বয়ের একজন অগ্রসর হইয়া কাঁশরের মত আওয়াজে বলিল, "সব প্রস্তুত, হুজুর! কিন্তু আর পাঁচ মিনিটের অধিক সময় নাই।"—কথাটা সে চাওৎসনকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল।

চাওৎসন গম্ভীর স্বরে বলিল, "উত্তম, পাঁচ মিনিটেই আমাদের সকল কায শেষ হইবে। মাননীয় বন্ধু ক্রোল! এখান হইতে আমাদের সরিয়া পড়িতে আর বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

ফার্গস্ ক্রোল স্যাভেজকে বলিল,"তোমার টুপি ও কোট পরিয়া লও স্যাভেজ! তুমি আমাদের সঙ্গে হাঁটিয়া বাহিরে যাইবে, না তোমাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে? ইহাদের কোন্‌টি তোমার বাঞ্ছনীয়?"

স্যাভেজ আততায়ী-হস্তের উদ্যত পিস্তলের দিকে চাহিয়া তাহাদের সঙ্গে পদব্রজে বাহিরে যাইতে সম্মত হইল, এবং কোট ও টুপি পরিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিল। চাওৎসন তাহার অগ্রগামী হইল; ক্রোল পিস্তল-হস্তে তাহার অনুসরণ করিল।

সেই অট্টালিকার সম্মুখে পথের অন্তধারে একখানি সুবৃহৎ 'সেলুন-কার' দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার দ্বারে ড্রাগনের একটি স্বর্ণাভ মূর্ত্তি অঙ্কিত।

তাহারা অট্টালিকার বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলে ক্রোল স্যাভেজকে বলিল, "চল, এই পথটুকু পার হইয়া তোমাকে ঐ গাড়ীতে উঠিতে হইবে। এ সময় এদিকে-ওদিকে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছ কি মরিয়াছ।"

পথের কিছু দূর হইতে একখানি মোটর কারের ঘস্-ঘস্ শব্দ স্যাভেজের শ্রবণ-

ঘরের প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্তকাল পরে তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজপথের বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া মহাবেগে বার্কষ্টোন-স্কোয়ারের মোড়ে উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া ক্রীল স্যাভেজকে বলিল, "কেন বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র গাড়ীর ভিতর প্রবেশ কর।"

কিন্তু ক্রীলের কথা শেষ হইবার সঙ্গেই পূর্ব্বোক্ত শকটখানি চাওৎসনের গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে 'হস্' করিয়া একটা শব্দ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া স্যাভেজ বুঝিতে পারি তাহা 'সাইলেন্সার'-সংযুক্ত পিস্তল হইতে গুলী বর্ষণের শব্দ। মুহূর্ত্তমধ্যে ফার্গস্ ক্রীল গাড়ীর সম্মুখে ঘুরিয়া পড়িল, তাহার হাতের পিস্তল হাত হইতে খসিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

পুনর্ব্বার 'হস্' করিয়া শব্দ হইল, এবং কি একটা জিনিস ঊর্দ্ধ হইতে সবেগে পথের উপর পড়িল; পথে পড়িয়াই তাহা পচা ডিমের মত ফাটিয়া গেল! (burst like a rotten egg) মটিমার স্যাভেজ তৎক্ষণাৎ চক্ষুর যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া চোখ বুঁজিল এবং দুই হাতে চোখ ডলিতে লাগিল; তাহার উভয় চক্ষু হইতে ঝর-ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। সে চক্ষু মেলিয়া চারি দিকে চাহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চক্ষুর সম্মুখে সমস্তই অন্ধকার দেখিল। সে কিছুই দেখিতে না পাইলেও ভূপতিত ক্রীলের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। ক্রীল তখন পথের উপর পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাহাকে গালি দিতেছিল এবং অন্ধের মত দুই হাতে কি হাতড়াইতেছিল!

মুহূর্ত্তপরে ক্রীল ব্যাকুল স্বরে বলিল, "চাওৎসন্, তুমি কোথায়? এ কি হইল? আমি যে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না!"

চাওৎসন আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "এ কি ভয়ঙ্কর শয়তানী! আমার চোখে কে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে? আমার চোখ জ্বলিয়া গেল!"

ক্রীল ও চাওৎসনের আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া ডেনাকোর্ট দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "স্যাভেজ, এদিকে এসো।"—সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্যাভেজের হাত ধরিয়া তাহাকে পথের উপর দিয়া তাড়াতাড়ি টানিয়া আনিয়া তাঁহাদের গাড়ীর ভিতর ঠেলিয়া তুলিয়া দিলেন। স্যাভেজ সেই গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলে প্রস্ফুটিত পার্শ্বে

ভায়োলেট ফুলের সৌরভের মত মিষ্ট সৌরভ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল এবং একখানি কোমল করপল্লব তাহার মণিবন্ধ ধরিয়া তাহাকে গাড়ীর আসনে বসাইয়া দিল। স্যাভেজ তখনও চক্ষু মেলিয়া চাহিতে না পারিলেও সেই সুকোমল করস্পর্শে বুঝিতে পারিল যিনি তাহাকে টানিয়া লইয়া পাশে বসাইলেন তিনি রমণী।

ব্যারণেস্ ষ্টিফেনী কোমল স্বরে বলিলেন, "মিঃ স্যাভেজ, তোমার বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। আমার আশঙ্কা হইয়াছিল হয় ত আমরা ঠিক সময়ে এখানে আসিয়া পৌঁছিতে পারিব না; তোমাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা বিফল হইবে।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে হর্টন ডেলকোর্ট গাড়ীর ভিতর লাফাইয়া-পড়িয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং স্যাভেজের অন্য পাশে বসিয়া পড়িলেন, তাহার পর স্যাভেজকে বলিলেন, "তোমার চক্ষুর জন্য কোন চিন্তা নাই স্যাভেজ! তোমাকে অন্ধ হইতে হইবে না। তুমি ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছ শীঘ্রই তাহা ফিরিয়া পাইবে। আমি ক্রীলের সম্মুখে একটা 'কাঁদানে বোমা' (tear gas bomb) ছুঁড়িয়াছিলাম, তাহাতেই সে আর সেই চীনে কুকুরটা দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া বেসামাল হইয়াছিল। উহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য আমার আগ্রহ হয় নাই; তোমাকে উহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিবার অন্য কোনও উপায় ছিল না! উহাদের হাতে পিস্তল ছিল; কিন্তু উহাদিগকে দৃষ্টিহীন করিতে পারিলে উহারা পিস্তল ব্যবহার করিতে বা তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না বুঝিয়া আমি অগত্যা ঐ অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলাম।"

স্যাভেজ দুই হাতে মাথা রাখিয়া বলিল, "উহারা আমার বিশ্বাসী ভৃত্য—আমার সুখ দুঃখের সঙ্গী কোমারকে হত্যা করিয়াছে। আহা, বৃদ্ধ উহাদের উৎপীড়নে নিহত হইয়াছে। তাহার রক্তমাখা মুখ আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। উহারা আমাকে ধরিতে আসিয়াছিল কেন?"

ডেলকোর্ট বলিলেন, "সম্মিলনীর অধিবেশনে অপদস্থ ও নিরাশ হইয়া উহারা পাগলা-কুকুরের মত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার জন্য উহাদের ভয়ঙ্কর জিদ হইয়াছিল। অপরাধ-সচিবের সকল অধিকার তোমার

হস্তে সমর্পণ করিয়া তোমাকে আমাদের দলের অধিনায়ক করিবার পূর্ব্বেই উহারা তোমাকে চুরি করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু আমরা তাহাদের সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়াছি ।"

স্যাভেজ বলিল, "এখন আমরা কোথায় যাইতেছি ?"

ডেলকোর্ট বলিলেন, "এখন আমরা আমাদের সম্মিলনীর গুপ্ত আড্ডায় যাইব। অপরাধ-সচিবই সেই আড্ডায় প্রকৃত অধিকারী ।"

অষ্টম প্রস্তাব

অপূর্ণ সমস্যা

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও সার্জেণ্ট ব্রাউন্‌কে ফ্রাঙ্ক গার্ভিনের প্রচণ্ড ঘুসির তাড়নায় যুগপৎ ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক এরূপ হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন যে, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার কি কর্ত্তব্য তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। সেই অবসরে 'লিফ্‌ট' ফ্রাঙ্ক জার্ভিনকে লইয়া মহাবেগে অট্টালিকার সর্ব্বোচ্চ তালার দিকে উঠিয়া গেল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল।

কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই মিঃ ব্লেকের সেই ক্ষণিক বিহ্বলতা দূর হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের ঘাড় ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিলেন এবং উত্তেজিত স্বরে বলিলেন; "এই মুহূর্ত্ত 'এলাম' দিয়া সকলকে সতর্ক করিতে হইবে। হোটেলের সকল দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ করিতে হইবে; এক প্রাণীও যেন হোটেলের বাহিরে যাইতে না পারে।"

'লিফ্‌ট' অদৃশ্য হইলে সর্ব্বোচ্চ তালার লৌহ-বেষ্টনীর সংস্পর্শে তাহা হইতে ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দ উঠিল। সেই শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক সিঁড়ি দিয়া দ্রুতবেগে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন; কিন্তু হোটেলটি ছয়তলা উচ্চ; মিঃ ব্লেক তাহার উর্দ্ধতম তলায় উঠিতে উঠিতে হাঁপাইতে লাগিলেন। তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পলাতক গার্ভিনকে দেখিতে পাইলেন না; সে কয়েক মিনিট পূর্ব্বে লিফ্‌টে উঠিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। ছ'তালার বারান্দায় লিফ্‌ট স্থিরভাবে ঝুলিতেছিল, তাহার দ্বার উন্মুক্ত। দোলার রক্ষকটি (the attendant) দোলার পাশে দুই হাতে চুয়াল ধরিয়া হতাশভাবে বসিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি বিহ্বল। মিঃ ব্লেক তাহাকে তাহার দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন, "যে লোকটা দোলায় চাপিয়া এখানে আসিয়াছিল—সে কোথায়? কোন্‌ দিকে গিয়াছে শীঘ্র বল।"

দোলা-রক্ষী মুখের হাত সরাইয়া অতি কষ্টে বলিল, "সে দোলা হইতে নামিয়া ছাদে উঠিবার চেষ্টা করিলে আমি তাহাতে বাধা দিই; তখন সে এক ঘুসি মারিয়া আমাকে বারান্দার উপর চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিল, তাহার পর বারান্দা দিয়া ছাদের দিকে দৌড়াইল। আপনি তাহাকে দেখিতে পাইলে আমার হইয়া তাহার মুখে দুই ঘুসি মারিবেন। বেটা আমার চুয়াল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; মুখখান ফুলিয়া ঢাক হইয়াছে!"

মিঃ ব্লেক কিছু দূরে ছ-তলার বারান্দা হইতে ছাদে উঠিবার লৌহনির্ম্মিত সিঁড়ি দেখিতে পাইলেন। তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া সিঁড়ির মাথায় ছাদের দরজা খোলা দেখিলেন। তিনি দুই মিনিটের মধ্যে সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিলেন। খোলা ছাদের সুশীতল নৈশ সমীরণ তাঁহার চোখে মুখে লাগিল। ঊর্দ্ধে অন্ধকারাচ্ছন্ন মুক্ত আকাশ; তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লণ্ডন নগরের অগণ্য দীপমালা দেখিতে পাইলেন। চারি দিকে উচ্চশীর্ষ চিমনীগুলি যেন আকাশ চুম্বনের জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মিঃ ব্লেক ছাদের কিনারায় ঝুঁকিয়া-পড়িয়া 'ফায়ার-এস্কেপের' ঘূর্ণিত লোহার সিঁড়ি দেখিতে পাইলেন। সিঁড়িটি ছাদ হইতে হোটেলের পশ্চাতের প্রাচীর ঘেঁসিয়া নীচের তলা পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। হোটেলে হঠাৎ আগুন লাগিলে এবং সেই সময় তাড়াতাড়ি নীচে নামিবার অসুবিধা হইলে এই 'ফায়ার এস্কেপ'ই হোটেলের উপরতলা হইতে পলায়নের একমাত্র পথ।

মিঃ ব্লেক সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া সেই সিঁড়ি পরীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় ইন্স্পেক্টর কুট্স হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই স্থানে আসিয়া বলিলেন, "কে, ব্লেক না কি! তুমি তাহার সন্ধান পাইয়াছ?"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই ইন্স্পেক্টর কুট্সের হাতের বিজলী-বাতির তীব্র আলোকে তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি তাহার সন্ধান পাই নাই। আমার বিশ্বাস সে ছাদে আসিয়া ঐ 'ফায়ার এস্কেপে'র সাহায্যে নীচে নামিয়া গিয়াছে। দেখি তোমার বিজলি-বাতিটা আমার হাতে দাও।"—তিনি ইন্স্পেক্টর কুট্সের

হাত হইতে বিজলি-বাতিটা টানিয়া লইলেন, এবং 'ফায়ার এস্‌কেপে'র সিঁড়ির উপর তাহার তীব্র রশ্মিপাত করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,"ঐ—ঐ দেখ একটা লোক সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া যাইতেছে! হাঁ, ঐ লোকটা ঠিক গার্ভিনই বটে।" (that's Garvin right enough.)

ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের পাশে দাঁড়াইয়া পলাতককে দেখিতে লাগিলেন। হোটেলের পশ্চাদ্বর্ত্তী সান-বাঁধা আঙ্গিনায় সেই সিঁড়ির নিম্নতম সোপানে সংস্থাপিত। ছয় তলার ছাদ হইতে সেইস্থানে দৃষ্টিপাত করিলে মাথা ঘুরিয়া উঠে।

পলাতক আসামী তখন তিন তলার ছাদ পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। সে সেই সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির সোপানস্বরূপ লৌহদণ্ডে পা রাখিয়া অত্যন্ত তাড়াতাড়ি নীচে নামিতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিজলি-বাতির সাহায্যে পলাতকের সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, ঠিক, লোকটা গার্ভিন—এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তৎক্ষণাৎ পুলিশ-হুইশ্ল বাহির করিয়া তাঁহার সহযোগী পুলিশ কর্ম্মচারীদের সতর্ক করিবার জন্য সতর্কতাসূচক হুইশ্ল-ধ্বনি করিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া গার্ভিন থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দুইজন লোককে সেই সিঁড়ির মাথায় দণ্ডায়মান দেখিল। মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গার্ভিনকে ধরিবার জন্য সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া গার্ভিন একসঙ্গে দুই তিন ধাপ অতিক্রম করিয়া যথাসাধ্য দ্রুতবেগে নামিতে লাগিল; কিন্তু এইভাবে কিছু দূর নামিয়াই হঠাৎ তাহার একখানি পা পিছলাইয়া গেল! সিড়ির দুই পাশে অনুচ্চ রেলিং ছিল; পা পিছলাইবামাত্র সে ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া (lost his balance) উল্টাইয়া পড়িল। সে রেলিং ধরিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু 'রেলিং' তাহার জানুর নীচে থাকায় হাত বাড়াইয়াও সে তাহা ধরিতে পারিল না। রেলিংএ তাহার অঙ্গুলি স্পর্শ করিল মাত্র; সুতরাং সে অবলম্বনহীন হইয়া হেট-মুণ্ডে সবেগে নীচে পড়িতে লাগিল; তাহার কাতর আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত

হইল। সে যে স্থান হইতে উল্টাইয়া পড়িল, সেই স্থান হইতে নিম্নস্থিত ইষ্টকবদ্ধ দানের ব্যবধান চল্লিশ ফিট!

মুহূর্ত্ত পরে 'ধপ্' করিয়া শব্দ হইল, তাহার পর সব নিস্তব্ধ।

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স ভগ্নস্বরে বলিলেন, "সব শেষ! হতভাগাটার সর্ব্বাঙ্গ গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। এত উঁচু হইতে পড়িয়া কেহই বাঁচিতে পারে না।"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার কথা সত্য। এইরূপ অপমৃত্যুই উহার ভাগ্যে ছিল। নিজের বুদ্ধির দোষে বেচারা প্রাণ হারাইল; কিন্তু গার্ভিন যদি যোরেল গুইলারকে সত্যই গুলী করিয়া মারিয়া থাকে তাহা হইলে উহার পাপের উপযুক্তই প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। গার্ভিন ফাঁসিতে না মরিয়া এইভাবে মরিল।"

মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর কুট্‌স সতর্কতার সহিত সেই পিচ্ছিল, গোলাকার লৌহ-দণ্ডগুলির উপর পা রাখিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিলেন। তাঁহারা 'ফায়ার এস্‌কেপের' নিম্নতম সোপানে পদার্পণ করিয়া সিঁড়ির নীচে ফ্রাঙ্ক গার্ভিনের রক্তাক্ত দেহ নিপতিত দেখিলেন। দেহ নিশ্চল, মস্তকটি থেৎলাইয়া গিয়াছিল। কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী এবং হোটেলের একদল ভৃত্য রক্তাক্ত দেহটি পরিবেষ্টিত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

ইন্স্পেক্টর কুট্‌সকে সিঁড়ির ধাপ হইতে নীচে নামিতে দেখিয়া একজন কনষ্টেবল বলিল, "হাসপাতালের গাড়ীর জন্য আমি পূর্ব্বেই টেলিফোন করিয়াছি। লোকটা বোধ হয় এখনও বাঁচিয়া আছে।"

মিঃ ব্লেক সন্দিগ্ধ ভাবে মাথা নাড়িলেন; কিন্তু তিনি গার্ভিনের দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন তখনও সে জীবিত ছিল। তাহার অল্প অল্প শ্বাস বহিতেছিল; কিন্তু জীবনের আশা ছিল না।

অল্প কাল পরে হাসপাতালের গাড়ী আসিলে গার্ভিনকে দোলায় তুলিয়া গাড়ীতে স্থাপন করা হইল। ইন্স্পেক্টর কুট্‌স সার্জেণ্ট ব্রাউনকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

ব্রাউন আসিলে ইন্স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ব্রাউন, গার্ভিনকে হাসপাতালে

লইয়া যাও। যদি উঁহার জীবনের আশা না থাকে—তাহা হইলে উহার জবাব লিখিয়া লইবার চেষ্টা করিবে। গার্ভিন যোয়েল গুইলারকে হত্যা করিয়াছে ইহা স্বীকার করিলে আমাদের কাযের অনেক সুবিধা হইবে। আমি এখন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফিরিয়া যাইব। যদি গার্ভিনের চেতনা সঞ্চার হয় ও সে কথা বলে তাহা হইলে টেলিফোনে আমাকে সংবাদ দিবে।"

কিছুকাল পরে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইলেন। ফ্রাঙ্ক গার্ভিনের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া তাঁহারা উভয়েই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহার আফিসে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন সেই সময় একজন কন্‌ষ্টেবল সেই কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে মাথা বাড়াইয়া বলিল, "আজ রাত্রে একটা বড় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স!—একটা লোক একখান লেফাপা আনিয়া আপনার খোঁজ করিতেছিল, কিন্তু—"

কুট্‌স কন্‌ষ্টেবলটাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তোমার কি একবিন্দুও কাণ্ডজ্ঞান নাই টম্‌কিন্‌স! আমি সারা রাত্রি জাগিয়া হয়রান হইয়া আসিতেই তুমি আমাকে অদ্ভুত ব্যাপারের কথা বলিয়া কৃতার্থ করিতে আসিলে! কেন? কথাটা কি সকালে বলিলে চলিত না?"

টম্‌কিন্‌স বলিল, "হয় ত চলিত, কিন্তু একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার কি না? সে বলিল—লণ্ডন সাঁকোর নীচে জেটিতে সে কায করে। সে নদীর দিকে চাহিয়া জলে একটা বোতল ভাসিতে দেখিতে পায়; বোতলটা স্রোতের আঘাতে তীরে আসিলে, সে তাহা কুড়াইয়া লইয়া তাহার ভিতর একখানি কাগজ দেখিয়া বোতলটা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সেই কাগজ একখানি পত্র; পত্রখানি আপনার।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সবিস্ময়ে বলিলেন, "টেম্‌স নদীর জলে বোতল ভাসিয়া আসিল, সেই বোতলের মধ্যে আমার নামে পত্র? হাঁ, খুব অদ্ভুত ব্যাপার বটে! তা সে পত্র কোথায়?"

টম্‌কিন্‌স বলিল, "আপনি আফিসে না থাকায় পত্রখানা সে আমারই কাছে

রাখিয়া গিয়াছে কি না; এই জন্যই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিয়াছি।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমাকে পত্র লিখিয়া কে তাহা বোতলে ভরিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিল? যত উদ্ভুট্টি কাণ্ড! দেখি সেই লেফাপা।"

টম্‌কিন্‌স একখানা কোঁচকান ময়লা লেফাপা ইন্স্পেক্টর কুট্‌সের হাতে দিলে তিনি তাহার উপর কাপিং পেন্সিলে লিখিত এই অপরিস্ফুট কথাগুলি দেখিতে পাইলেন,—

"স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্স্পেক্‌টর কুট্‌সকে এই চিঠি বিলি করিবে—ইহা জরুরি চিঠি।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স পেন্সিল-লিখিত হস্তাক্ষরগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "হুম! এ লেখা ত আমি চিনি।"

অনন্তর তিনি মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ সকালে সোপি হোয়াইট নামক যে গুপ্তচরটা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, তাহার কথা তোমার মনে আছে ব্লেক?—এ তাহারই পত্র, বোধ হয় কোন গুপ্ত সংবাদ লিখিয়াছে; কিন্তু সে বোতলে চিঠি পুরিয়া আমাকে দেওয়ার জন্য তাহা নদীর জলে ভাসাইয়াছিল! তাহার এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ কি?"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স লেফাপাখানি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখণ্ড কার্ড বাহির করিলেন। তাহাতে এই কথাগুলি লেখাছিল,—

"উহারা আমাকে হাতে পাইয়াছে; আমাকে গুপ্তচর বলিয়া চিনিয়াছে, আর আমার রক্ষা নাই। আমাকে উহারা সাবাড় করিল, কিন্তু আমি উহাদের ঘরের খবর পাইয়াছি। উহারা বণিক নয়, চোর ডাকাত; উহাদের সম্মিলন—অপরাধীদের জলসা!"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স কার্ডখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়া বলিলেন, "এ কি ব্যাপার ব্লেক! সোপী হোয়াইট আমাকে ত মিথ্যা সংবাদ দিবে না।—দেশ দেশান্তরের বণিকদের এই সম্মিলন কি সত্যই আর কিছু?"

মিঃ ব্লেক কার্ডখানি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "তাজ্জবের কথা

বটে ! সেই ফরাসী বণিক ডুমাসের কথা তোমার মনে আছে ? তাহার পকেটেও ঠিক এই রকম কার্ড পাইয়াছিলাম। এই কার্ডের মত সেই কার্ডেরও অপর পৃষ্ঠায় '১৩ই অক্টোবর—সোমবার' ছাপা ছিল। কুট্স, আমার বিশ্বাস ক্রমশঃ আমরা অন্ধকারের ভিতর আলো দেখিতে পাইতেছি ! গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমার মনে যে সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছিল—তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি না হইলেও এখন আর অবিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। জিম হাডনের স্ত্রী যে কার্ডখানি তোমার নিকট রাখিয়া গিয়াছিল তাহা কোথায় ? তাহাতেও একটা নম্বর, তারিখ ও আই, এল, সি, এই অক্ষর তিনটি মুদ্রিত ছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্স বলিলেন, "আই, এল, সি, এই তিনটি অক্ষর 'ইণ্টার ন্যাসনাল লীগ অফ কমার্স' নামক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ 'আন্ত-র্জাতিক বাণিজ্যসঙ্ঘ'। এই বণিক-সম্মিলনীর অন্তরালে কোন নোংরা ব্যাপার সংগুপ্ত আছে বলিয়া তোমার সন্দেহ হইয়াছে কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার সন্দেহের কি কোন মূল্য আছে কুট্স ! অগ্রে ইহার গুপ্ত রহস্য ভেদ করিতে হইবে ; সেজন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্তের প্রয়োজন। সোপী হোয়াইট যাহা জানিতে পারিয়াছে তাহাই তোমাকে লিখিয়াছে। উহা 'অপরাধীসঙ্ঘ' হইতে পারে না কি ?"

কুট্স বলিলেন, "পাকা কথা বলিয়াছ ব্লেক ! পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলাম দেশ বিদেশের অপরাধীরা দল বাঁধিয়া লণ্ডন অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। দেশ-দেশান্তরের পুলিশ মহলে—প্যারিস, রোম, বার্লিন, নিউইয়র্ক—সর্ব্বস্থানের পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষের মনে এই দুশ্চিন্তার সঞ্চার হইয়াছিল—১৩ই অক্টোবর লণ্ডনে কি একটা বিভ্রাট ঘটিবে !—নিরীহ বণিকদলের সম্মিলনীতে কোন বিভ্রাটের, কোন বিপদের আশঙ্কা ছিল না। যে দিনটির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য আমরা অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, ঠিক সেই দিনই ঐ সম্মিলনীর অধিবেশন হইল। রহস্যটা জটিল নয় ? প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহ করিবার উপায় সম্পূর্ণরূপে গোপন করা হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জিম হাডন যে কার্ড পাইয়াছিল তাহা দেখিয়া বুঝিতে

পারিয়াছিলাম—এই সম্মিলনী-সংক্রান্ত অনেক কথাই তাহার বিদিত ছিল। পাছে সে গুপ্ত কথা প্রকাশ করে এই আশঙ্কায় তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। সোপী হোয়াইটের এই চিঠি পড়িয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে—তাহারও জীবন রক্ষা হয় নাই। সে এই সম্মিলনী সম্বন্ধে কোন গুপ্ত কথা জানিতে পারিয়াছিল বলিয়া তাহারও প্রাণ গিয়াছে। সে মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চিঠিখান বোতলে পুরিয়া কোন কৌশলে তাহা নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "ডুমাস নামক সেই ফরাসীটা, গুইলারের হত্যাকাণ্ডের পর, তাহার পকেট হইতে এইরূপ একখানি কার্ডই বোধ হয় বাহির করিয়া লইয়াছিল; সে সম্মিলনীর সভ্য, ইহা পুলিশ জানিতে না পারে—এই উদ্দেশ্যেই ডুমাস ঐ কায করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গার্ভিন গুইলারকে গুলী করিয়াছিল; গার্ভিনও ঐ সম্মিলনীর সভ্য; কারণ তুমি তাহাকে সভাস্থলেই গ্রেপ্তার করিয়াছিলে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কিন্তু এই সম্মিলনী পৃথিবীর নানাদেশের দস্যুতস্করের সম্মিলনী—একথা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না! মিঃ হটন ডেলকোট লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তিনি 'জষ্টিস্ অফ্ দি পিস্'—সরকারের পদস্থ কর্ম্মচারী, (a prominent Government official) তিনি দস্যুতস্করের দলে যোগদান করিয়া তাহাদের সভা পরিচালিত করিতেছিলেন—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? যদি আমি চীফ্ কমিশনরের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে এ সকল কথা বলি, তাহা হইলে তিনি আমাকে পাগল মনে করিবেন না কি? সোপী হোয়াইটের পত্রে নির্ভর করিয়া কোন কায করিতে আমার সাহস হয় না ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য; কোন অকাট্য প্রমাণ না পাইলে তুমি সম্মিলনীর সভ্যগণকে দস্যুতস্কর সন্দেহে ধর-পাকড় করিতে পার না। ঐ পথে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত হইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স টেলিফোনের রিসিভার লইয়া কস্‌মোপলিটান হোটেলের ম্যানেজারের সহিত আলাপ করিলেন, তাহার পর তিনি রিসিভার নামাইয়া

রাখিয়া হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "জুলি ডুমাস হোটেল হইতে চলিয়া গিয়াছে ব্লেক! ফরাসী দেশের যাত্রীরা সে বোট-ট্রেণে রাত্রিকালে চেয়ারিংক্রশ ষ্টেশন ত্যাগ করে, জুলি ডুমাস সেই ট্রেণেই স্বদেশে যাত্রা করিয়াছে। আমি ডোভারের পুলিশকে টেলিফোন করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডুমাসকে সেখানে আটক করিতে পারি, কিন্তু নিজের দায়িত্বে তাহার উপর এতখানি জুলুম করিতে আমার সাহস হইতেছে না। শেষে ত আমাকেই জবাবদিহি করিতে হইবে?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তবে একটা কায করা যাইতে পারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি কায?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা তাড়াতাড়ি মর্টিমার স্যাভেজের সঙ্গে দেখা করিয়া এই সম্মিলনী-সংক্রান্ত সকল কথা কোনও কৌশলে তাহার নিকট জানিয়া লইতে পারি। সে মিঃ ডেলকোর্টের নিমন্ত্রণে সম্মিলনীর অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সম্মিলনীর কাযকর্ম্ম দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সম্মিলনীর কার্য্য-বিবরণী সভাস্থলে পাঠ করা হইয়াছিল, সভ্যগণের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক এবং আন্দোলন আলোচনাও চলিয়াছিল; সুতরাং উহা সত্যই বণিক-সম্মিলনী অথবা কোন বে-আইনি মজলিস, তাহা মর্টিমার স্যাভেজের নিকট জানিতে পারিব। সে এই সম্মিলনীর কার্য্যপদ্ধতি আমাদের নিকট গোপন করিবে বলিয়া মনে হয় না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স নিরুদ্দিষ্ট সোপী হোয়াইটের সন্ধানে লোক নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়া মিঃ ব্লেকের সহিত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পথে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি লইয়া মর্টিমার স্যাভেজের সহিত সাক্ষাতের জন্য বার্কষ্টোন স্কোয়ারে যাত্রা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইবে না, এ সন্দেহ তাঁহাদের মনে স্থান পাইল না।

তাঁহারা বার্কষ্টোন স্কোয়ারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কিছু দূরে অগ্নিরাশির গগনব্যাপী লোল-জিহ্বা দেখিতে পাইলেন; অগ্নির লোহিতালোকে সেই পল্লীর অট্টালিকা সমূহ আলোকিত হইয়াছিল। মুহূর্ত্ত পরে একখানি ফায়ার-ইঞ্জিনের

ঢং-ঢং শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। ফায়ার-ইঞ্জিন অগ্নিনির্ব্বাণের জন্ত তাঁহাদের পাশ দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সম্মুখের পল্লীতে কি আগুন লাগিয়াছে ব্লেক! ঐ দিকের অটালিকাগুলি আলোকিত হইয়াছে; আকাশ পর্য্যন্ত আগুনের প্রভায় লাল হইয়া উঠিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্মুখেই ত বার্কষ্টোন স্কোয়ার; সেখানে কোন বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে বলিয়াই মনে হইতেছে।"

বার্কষ্টোন স্কোয়ারে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের ট্যাক্সি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। পথে লোকারণ্য, পথ রুদ্ধ। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক গাড়ী হইতে নামিয়া-পড়িয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। বার্কষ্টোন স্কোয়ারের প্রান্তস্থিত একখানি অট্টালিকার ছাদ পর্য্যন্ত তখন ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছিল। সেই অগ্নির লোলজিহ্বা অন্ধকারাচ্ছন্ন নৈশাকাশ চুম্বন করিতেছিল। ফায়ার-ইঞ্জিনগুলি অগ্নি-নির্ব্বাণের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল, এবং সর্ব্বশক্তিমান পুলিশের প্রহরীগুলা ব্যস্তভাবে চারি দিকে ঘুরিয়া 'আগুন সামাল' করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সহিত অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "উহা যে মর্টিমার স্যাভেজের বাড়ী; বাড়ীখান মশালের মত জ্বলিতেছে; এখনই ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কি বিভ্রাট!"

দেখিতে দেখিতে ঘরের ছাদ হুড়-মুড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেওয়ালগুলি সেই আঘাতে কাঁপিতে লাগিল; ইটগুলি সশব্দে পথের চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। দর্শকেরা প্রাণভয়ে দূরে পলায়ন করিল।

মিঃ ব্লেক মর্টিমার স্যাভেজের অনুসন্ধানে ক্ষিপ্তের ন্যায় চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও স্থানে তাহার পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলেন না।

মিঃ ব্লেক ফায়ার ব্রিগেডের কাপ্তেনকে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "লণ্ডনে এরকম ভীষণ অগ্নিকাণ্ড অল্প দিনের মধ্যে দেখা যায় নাই! একজন পাহারাওয়ালা প্রথমে এই বাড়ীতে আগুন দেখিয়া 'এলার্ম' দিয়াছিল।

সে বলিতেছিল—প্রথমে সে বোমা-ফাটার মত কয়েকটা গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল; তাহার পর তাহার চক্ষুর উপর সমস্ত বাড়ীখানা এক সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "বোমা-ফাটার মত শব্দ? তবে কি কেহ ইচ্ছা করিয়া এই বাড়ীতে আগুন লাগাইয়াছিল?"

ফায়ারম্যান বলিল, "চারি দিক হইতে এক সঙ্গে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; ইহার কি অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে? আমরা আগুন নিবাইতে আসিয়া বাড়ীর সকল পাশেই আগুন জ্বলিতে দেখিয়াছি।"

কুট্‌স বলিলেন, "বাড়ীর মালিক মিঃ স্যাভেজ কোথায়?"

ফায়ারম্যান বলিল, "তিনি ঘরের ভিতর পুড়িয়া মরিয়াছেন কি না জানি না। আমরা এখানে আসিয়া গৃহস্বামীকে দেখিতে পাই নাই। আগুনের উত্তাপে আমরা অট্টালিকার কোন কক্ষে প্রবেশ করিতে পারি নাই, কাহাকেও ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে দেখি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে সময় ঘরে আগুন লাগিয়াছিল সে সময় স্যাভেজ বাড়ীতে ছিল না বলিয়াই মনে হয়। আমার বিশ্বাস, সে বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বেই অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছিল; সে হয় ত এই অগ্নিকাণ্ডে তাহার সর্ব্বনাশের সংবাদ জানিতেও পারে নাই! কিন্তু স্যাভেজের খানসামা কোমারের কি হইল? সম্ভবতঃ সে ঘরেই ছিল। আহা, বুড়া বেচারা বোধ হয় ঘরের ভিতরেই পুড়িয়া মরিয়াছে।"

সেই বিশাল অট্টালিকা অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা পাইল না; তাহা হুড়মুড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কিন্তু মর্টিমার স্যাভেজ কোথায়? সে বাহিরে থাকিলে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইবা-মাত্র এখানে আসিবে। তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আমি প্রভাত পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি।"

মিঃ ব্লেক আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সঙ্গে সেইস্থান ত্যাগ করিলেন। এক ঘণ্টা পরে তাঁহারা ওয়েষ্টমিনিষ্টার হাসপাতালে

উপস্থিত হইলেন। আহত ও অচেতন ফ্রাঙ্ক গার্ভিনকে চিকিৎসার জন্য সেই হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

হাসপাতালে আসিয়া ফ্রাঙ্ক গার্ভিনের চেতনা সঞ্চার হইয়াছিল। সে নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল, এবং স্বকৃত অপকর্ম্মের জন্য তাহার মনে অনুতাপ হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার অপরাধের কথা প্রকাশ করিয়া শাস্তিলাভের জন্য সে উৎসুক হইয়াছিল।

সে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের প্রশ্নে কোন কথা গোপন না করিয়া সকল বৃত্তান্তই অস্ফুট স্বরে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিল। সে বলিল, যে সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে তাহারা যোগদান করিয়াছিল তাহার সহিত কোন দেশের কোন বণিক-সমিতির সংস্রব ছিল না, তাহা একটি বিরাট অপরাধী-সম্মিলন। পৃথিবীর সকল দেশের দস্যুতস্কর প্রভৃতি অপরাধীরা সেই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিল, এবং মিঃ হর্টন ডেলকোর্ট সেই সম্মিলনীর প্রধান পরিচালক ছিলেন। সে আরও স্বীকার করিল—মিঃ হর্টন ডেলকোর্টের আদেশেই সে যোয়েলগুইলারকে হত্যা করিয়াছিল। সমিতির প্রত্যেক সভ্যই ইহার অধিনায়ক অপরাধ-সচিবের আদেশ পালন করিতে বাধ্য। সমিতির কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য সকল সভ্যকেই প্রতিজ্ঞা করিতে হইত।

ফ্রাঙ্ক গার্ভিনের জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইলেও সে অতিকষ্টে অস্ফুট স্বরে অপরাধী-সম্মিলনীর অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট প্রকাশ করিল। সে বলিল—মিঃ হর্টন ডেলকোর্টই পূর্ব্ব-বৎসর সম্মিলনীর সভাপতি ও অপরাধ-সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হোটেল কস্‌মোপলিটানে যে বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে মিঃ ডেলকোর্টের প্রস্তাবে তাঁহার পরিবর্ত্তে মর্টিমার স্যাভেজকে আগামী বৎসরের জন্য সভাপতি ও অপরাধ-সচিব নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল; কিন্তু সম্মিলনীর দুইজন সভ্য ফার্গস্‌ ক্রীল ও চাওৎসন মর্টিমার স্যাভেজের নির্ব্বাচনে আপত্তি করিয়া তাহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়াছিল।

অবশেষে ফ্রাঙ্ক গার্ভিন মৃদুস্বরে বলিল, "আ[illegible]আর অধিক কথা বলিবার

শক্তি নাই; আমার মৃত্যুরও আর বিলম্ব নাই। মর্টিমার স্যাভেজের সহিত সাক্ষাতের জন্য আপনার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহাকে হাতে পাইবেন কি? তাহার বয়স অল্প, বুদ্ধিও পরিপক্ক হয় নাই; ডেলকোর্ট তাহাকে মুঠায় পুরিয়া বিপথে পরিচালিত করিয়াছেন। স্যাভেজ তাঁহার পরামর্শে কি সাংঘাতিক ভুল করিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। ডেলকোর্টের নিকট আপনি আমাদের সমিতি-সংক্রান্ত সকল কথা জানিতে পারিবেন; আমার সময় শেষ হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্‌টর কুট্‌স সবিস্ময়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন।—হর্টন ডেলকোর্ট পৃথিবীব্যাপী দস্যুতস্কর দলের অধিনায়ক! যিনি 'জষ্টিস্ অফ দি পিস', কারা-কমিশনর, লণ্ডন-সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, এবং পুলিশ-কমিশনর স্যর হেনরী ফেয়ারফক্সের অন্তরঙ্গ বন্ধু—তাঁহার এইরূপ প্রকৃতি? তিনি দস্যু-সমাজের নেতা? ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মানসিক উত্তেজনা গোপন করিতে না পারিয়া সশব্দে নাক ঝাড়িলেন।

মিঃ ব্লেক ফ্রাঙ্ক গার্ভিনের মুখের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া বলিলেন, "গার্ভিন, মর্টিমার স্যাভেজ নিরুদ্দেশ হইয়াছে। সে কোথায় গিয়াছে তাহা কি তোমার জানা নাই?"

ফ্রাঙ্ক গার্ভিন চক্ষু নিমিলিত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমার বোধ হয় সে ডেলকোর্টের সঙ্গে গিয়াছে; ডেলকোর্ট তাহাকে আমাদের সমিতির সদর আড্ডায় লইয়া গিয়াছেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সেই সদর আড্ডাটি কোথায়?"

কিন্তু ফ্রাঙ্ক গার্ভিনের মুখ হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না! ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের প্রশ্ন তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেও তাহার কণ্ঠ চিরনীরব হইল।—ফ্রাঙ্ক গার্ভিন ইহলোকের সীমা অতিক্রম করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা ১৩ই অক্টোবর তারিখের অপরাধী-সম্মিলনীর অধিবেশনের রহস্যভেদ করিতে পারিলাম। গার্ভিনের স্বীকারোক্তির সাহায্যে পৃথিবীর সকল [illegible] দস্যুসমিতিগুলি নির্মূল করিয়া তাহাদের

পরিচালকদের গ্রেপ্তার করিতে পারিবে। এই সম্মিলনী উপলক্ষে যাহারা কস্মোপলিটান হোটেলে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা স্বদেশে প্রস্থান করিলেও তাহাদের নাম সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "যাহারা এখনও দেশান্তরে প্রস্থান করে নাই, প্রস্থানের পূর্ব্বেই তাহাদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করিব। আমার বিশ্বাস, দেশ বিদেশের এত অধিকসংখ্যক দস্যু তস্কর এক সঙ্গে ধরা পড়িবে যে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইতিহাসে তাহা সম্পূর্ণ নূতন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পুলিশ অনেককেই গ্রেপ্তার করিতে পারিবে, অনেকের বাড়ী খানাতল্লাস হইবে, একথাও সত্য, কিন্তু হার্টন ডেলকোর্ট ও মার্টিনার স্যাণ্ডেলের সন্ধান না পাইলে এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিলে তোমাদের আরব্ধ কার্য্য শেষ হইবার আশা নাই। মার্টিনা স্যাণ্ডেলের দুর্ম্মতির পরিচয় পাইয়া আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি, কিন্তু তাহার এইরূপ অধঃপতনের জন্য হার্টন ডেলকোর্টই দায়ী, যদি তাহারই আদেশে স্যার গ্রাভিন নরহত্যা করিয়া থাকে তাহা হইলে ডেলকোর্টেরও ফাঁসি হওয়া উচিত।" (Delcourt deserves to go to the gallows.)

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা ঝাঁকাইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই; তাহারও চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে পৃথিবীর দস্যু তস্কর দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া জগতের শান্তিভঙ্গ করিয়াছে, পৃথিবীতে বহুবিধ পাপ ও অশান্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে; তাহাকে তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। যদি কাল প্রভাতে ডেলকোর্ট ধরা না পড়ে, তাহা হইলে আমরা উভয়ে তাহাদের গুপ্ত আড্ডা খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাকে ও আড্ডার সকল লোককে গ্রেপ্তার করিব।—আজ আমাদের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, [illegible]ীয় দিন, এ[illegible] ঘটনাপূর্ণ [illegible] আমাদের জীবনে [illegible] হইবে [illegible]ের [illegible]ের [illegible] অবমা[illegible] রা[illegible]

মিঃ [illegible] [illegible]রা

এবং অপরাধী-সমিতি সমূহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা তাঁহাদের পক্ষে কত
হইবে, তাহা তাঁহার বা ইন্‌স্পেক্টর কুটসের ধারণা করিবারও শক্তি ছিল ন

ভবিষ্যতে সুযোগ হইলে আমরা সেই বিস্ময়াবহ লোমহর্ষণ কাহিনীর আ
করিব; লণ্ডন হইতে তাহা এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

সমাপ্ত